অধিকার-তত্ত্ব।

অর্থাৎ

ভারতবাসিগণের মধ্যে যাহার যেমন অধিকার, যেমন
ধারণা, যেমন পন্থা, তাহাকে তদনুযায়ী ধর্ম্মের মধ্যদিয়া
ধার্ম্মিক করিবার ঔচিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

উপহৃত তাং ৭।১।২৯
সং ৩০৯২
ব, সা, প, গ্র,

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"—And free thought may be freely proclaimed in an atmosphere of freedom and thus do I submit my book to the reader."—M. L. JACOLLIT.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্টানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ শাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৩৩৪৮
শ্রেণী সং ১৭৭২
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এই "অধিকার-তত্ত্বের" সার সার কথাগুলি ১৭৯১ শকের ৭ই আষাঢ়, রবিবার, বর্দ্ধমানস্থ ব্রাহ্মসমাজের বাটীতে বিবৃত হইয়াছিল। ইহাকে তদবস্থায় প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আমাকে অনেক ভগবদ্‌ভক্ত বন্ধু অনুরোধ করেন, কিন্তু অবসর অভাবে এত দিন তাহা করিতে পারি নাই। সম্প্রতি বর্ত্তমান সময়োচিত রূপে সেই মূল কথাগুলিকে সংশোধিত ও ব্যাখ্যা সহকারে বর্দ্ধিত করিয়া বিগত ২৫এ বৈশাখ, রবিবার, এই দ্বারভাঙ্গার বন্ধু-সমাজে পাঠ করা যায়। উপস্থিত সময়ের প্রয়োজন এবং অত্রত্য ঈশ্বর-পরায়ণ মিত্রগণের অনুরোধ পালনার্থে এখন তাহা জনসমাজে বাহির করিতেছি।

মিথিলা দ্বারভাঙ্গা।
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

উদ্ধৃত।

১। "যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর বিরোধী তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে। পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।" (মহাভারত।)

২। "নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মেতে নামরূপের আরোপ করিতে পারে না।" (রামমোহন রায়, বেদান্তভাষ্য, ৪ অ, ১পা, ৬ সূ।)

৩। "ব্রাহ্মের সহিত কোন উপাসকের বিরোধ নাই। ব্রাহ্ম কোন উপাসককে দ্বেষ করেন না।" (রামমোহন রায়, অবতরণিকা।)

৪। "এই পরমেশ্বরকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু-প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, কেহ 'ব্রহ্মশাশ্বতং' ভাবিয়া পূজা করেন।" (মনু, ১২ অ, ১২৩ শ্লো।)

৫। "যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, আর পূজ্যবস্তুর স্বরূপ ও পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে।" (পঞ্চদশি, চিত্রদীপ, ৬ পরিঃ।)

৬। "কিন্তু মুক্তিফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণ জন্য স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।" (পঞ্চদশি, চিত্রদীপ, ৬ পরিঃ।)

৭। "যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অসমর্থ, তিনি এই সংসারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার যে তুমি, তোমার ঐরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।" (ঈশোপনিষৎ ২।)

৮। "কিন্তু পরব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে, কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোন কার্য্যে আইসে না।" (মহা-নির্ব্বাণ।)

৯। "অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনা-বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্তে কহিয়াছেন, তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।" (রামমোহন রায়, ঈশোপনিষদের ভুমিকা।)

১০। "হে জীবসকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শানিতক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।" (ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ।)

সূচী-পত্র।

	পৃষ্ঠা
উদ্দেশ্য	১
প্রথম অধ্যায়, ব্রহ্মজ্ঞানের মূল-অধিকার	১৭
দ্বিতীয়-অধ্যায়, অধিকারী-নিরূপণ	২০
তৃতীয়-অধ্যায়, দুর্ব্বলাধিকার	২৪
চতুর্থ-অধ্যায়, সবলাধিকার	২৬
পঞ্চম-অধ্যায়, মানব সমাজের বর্ত্তমানকালীন ধর্ম্মাধিকার	৩১
ষষ্ঠ-অধ্যায়, দুর্ব্বলাধিকারীদিগের উন্নতির অধিকার ...	৩৯
সপ্তম-অধ্যায়, ভারতীয় দুর্ব্বলাধিকারীদিগের বর্ত্তমান-কালীন অবৈধাচার	৪৫
অষ্টম-অধ্যায়, ব্রহ্মবাদিরাই দুর্ব্বলাধিকারিগণকে উপদেশ দিবার অধিকারী	৪৮
নবম-অধ্যায়, ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্যবহার-ক্ষেত্র	৫২
দশম অধ্যায়, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মজ্ঞান	৫৯
একাদশ-অধ্যায়, ধর্ম্ম-নায়ক	৬৬
দ্বাদশ-অধ্যায়, আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকার ...	৭৪
এয়োদশ-অধ্যায়, পরকীয় ও বিজাতীয় বিষয়ে অধিকার ..	৮৩
চতুর্দ্দশ-অধ্যায়, ভ্রাতৃভাব	৮৯
পঞ্চদশ-অধ্যায়, ইতরলোকদিগের নিমিত্তে ধর্ম্মোপদেশ-প্রণালী	৯৮
পরিশিষ্ট	১০৬
ব্যবস্থা	১১২

সংশোধনী।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২৪	খৃষ্টীয়	খৃষ্টীয়
৪২	৪	বারজন, ইমাম	বারজনইমাম
৭১	৯	পরং	বরং

অধিকার-তত্ত্ব।

উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম লইয়া চতুর্দ্দিগেই আন্দোলন হইতেছে। একদিগে বিজাতীয় আহার ব্যবহার দেশ মধ্যে অগত্যা প্রচলিত হইতেছে, অন্যদিগে, কতিপয় ব্রাহ্ম উপকার ভ্রমে মহা অপকারক বৈদেশিক ভাব সমূহকে ধর্ম্মের নামে প্রচার করিতেছেন। এদিগে মহা মহা ঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নরকুল-সংহারকারী ভীষণ দুর্ব্বিপাক সকল দেখা দিয়া স্বর্ণভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে উচ্ছিন্ন দিতেছে; এই প্রকার নানা দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত হইয়া ভারতবাসিগণ এখন ভারতবর্ষের সকল সুখের মূলাধার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দিগে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনর্দৃষ্টি করিতেছেন। ভারতবর্ষের উদার-ভাব-পরিপূর্ণ, শান্তিপ্রদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এখন নাস্তিকদিগেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাঁহারা এতদিন বিজাতীয় রীতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা এত বিলম্বে গাত্রোত্থান করিতেছেন। দেশীয় ভাব রক্ষা করা ও হিন্দু-ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করার প্রস্তাব চতুর্দ্দিগেই শুনা যাইতেছে।

এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে অনেক সাধু পুরুষ কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নির্জ্জনে দিনযাপন করিতেছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম মানবের হৃদয়ান্তঃপুরে কুলবধূর বেশে অবস্থিতি করিতেছে। আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর সমাজ-সংস্কার লইয়া বিবাদ করিতেছেন। কতিপয় ব্রাহ্ম হিন্দুদিগের অযশভাজন হইয়া উঠিয়াছেন, আদিসমাজও স্বজাতীয় লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্ব্বলাধিকারকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন।

যাঁহারা রূপনামনির্দ্দেশবিবর্জ্জিত, জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরকে বুঝিতে অপারক, তাঁহাদের প্রতিমা পূজা করা পাপ নহে; সুতরাং তাহাতে সাহায্য করাও পাপ নহে; বর্ত্তমান কালোচিতরূপে যতদূর সম্ভবে আমাদের স্বজাতীয় ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি রক্ষা করাও উচিত ভিন্ন অনুচিত নহে; ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই ভারতীয় ধর্ম্মের উচ্চ-আদর্শ এবং স্ব স্ব অভিরুচি ও ধারণা অনুসারে কনিষ্ঠ-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অথবা অন্য প্রকারে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সরলভাবে তাহাতে আরোহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; ব্রহ্মবাদীরাই কনিষ্ঠোপাসকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার বিশেষ অধিকারী; এই সকল শুভ সংবাদ ব্রাহ্মসমাজে, দেবমন্দিরে, চতুষ্পাঠীতে, গ্রামে, ও নগরে প্রচার করা এবং তদ্বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্ম ও বিদ্বানদিগের নিকটে সৎপরামর্শ লওয়া এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

এই প্রস্তাব ব্রাহ্মসমাজ বা হিন্দুসমাজকে ধ্বংস করিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের

মস্তক, হিন্দুসমাজ আমাদের মূল। মূল হইতে মস্তক যাহাতে ছিন্ন না হয় অর্থাৎ উভয় সমাজ যাহাতে পরস্পর স্বাভাবিক সুধাময় বন্ধনে একীভূত হয় তাহাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া নহে, হিন্দুধর্ম্মও ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়া নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকার স্বাভাবিক ভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যদিয়া জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন দেশের ধর্ম্মের মধ্যদিয়া তেমন প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং হিন্দু-ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহা আয়তন ক্ষেত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ অবয়বে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকায় জগতের মধ্যে যেমন হিন্দুধর্ম্মের শোভা ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, এমত আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুধর্ম্ম যে কি চমৎকার ধর্ম্ম তাহা অনেক হিন্দুতেও বুঝিতে পারেন নাই, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি স্বর্গীয় ধর্ম্ম তাহা অনেক ব্রাহ্মেও জানেন না।

রাজা রামমোহন রায় যখন প্রথমতঃ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করেন, তখন তিনিও উপনিষৎকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর শাস্ত্রকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা রামমোহন রায় যেমন করিয়া গিয়াছেন তেমন আর হইবে না।

মানব প্রাথমিক অবস্থাতে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্যাদি ভৌতিক দেবগণের পূজা করিয়াছেন। পশ্চাৎ ঐ সকল দেবগণের প্রতিমা ও ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। তাহাতে জগতের ধর্ম্ম কালে কালে নানা

আকার ধারণ করিয়াছে। অবস্থা ও জ্ঞান ভেদে যখন মানবের যেমন অধিকার হইয়াছে, তখনি ধর্ম্মের তদনুযায়ী প্রণালী স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছে। দুগ্ধপোষ্য সন্তানের পক্ষে অন্নের ব্যবস্থা যেমন অনুচিত, অন্নজীবি ব্যক্তির পক্ষে কেবল দুগ্ধপানের ব্যবস্থা তেমনি পীড়াদায়ক। দুর্ব্বলাধিকারীর প্রতি ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা তেমনি অমঙ্গলকর এবং উচ্চাধিকারীর প্রতি প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা তেমনি অস্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক তাহা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে ধর্ম্মের প্রকৃতিই এই।

জগতের আদিকালে মানবজাতির বা ব্যক্তিবিশেষের যে যে অবস্থায় যেরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে, ভাবীকালের বা বর্ত্তমানকালের মানবসমাজে বা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যদি সেই সেই অবস্থা দেখা দেয় তবে সেইরূপ ধর্ম্মই স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইবেক। ঈশ্বরের নিয়মই এই প্রকার।

অতএব ভৌতিক দেবগণের আরাধনা ও প্রতিমা পূজা যেমন ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম, নিরাকার-ব্রহ্মারাধনাও তেমতি ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম। ব্রহ্মারাধনার অবস্থা ইহকালে যে সকলের ঘটিবে এমত আশা করাও যায় না। অনন্তকাল যাবৎ মানব কষ্টেসৃষ্টে সেই অবস্থার দিগে উঠিতে থাকিবে। ঐ মহা পুণ্য-পথের মধ্যে মধ্যে মহা মহা নরক-যন্ত্রণা ভোগান্তে মানব অবশেষে গিয়া ঐ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবেক।

অনেকে ভাবিয়া অবাক্ হইবেন যে, ব্রহ্মোপাসনাও ঈশ্বর-

প্রেরিত, প্রতিমা পূজাও ঈশ্বর-প্রেরিত, এ কি মতে সম্ভবে? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ, সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর প্রেরিত। যিনি দন্তবিহীনশিশুকে দুগ্ধ দিয়া দন্ত-যুক্ত মানবকে অন্ন দেন, তিনি যে মানবকে কিভাবে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, তাহা কি তর্ক করিয়া কাহারো বুঝিবার সাধ্য আছে?

যত প্রকার সাধনপ্রণালী দেখিতেছি, প্রবৃত্তি ও অধিকার ভেদে সকলই স্বাভাবিক। তাদৃশ প্রত্যেক প্রণালীতে তন্মতাবলম্বিগণের অশেষ মঙ্গল হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ছোট বড় সকল লোকের ধারণা সমান নহে। বিদ্যা-শিক্ষাতেও সমান হইবে না। কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া সকলকে তাহার শাসনে আনিলেও সমান হইবে না। ছোট বড় তাবৎ লোকের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিষয়ে শত শত বিভিন্নতা থাকিবেই। বেদকে অভ্রান্ত জানিয়াও ভারতে মতভেদ নিবারিত হয় নাই। এক বাইবেলের অধীনেও খৃষ্টানেরা শতধা হইয়াছেন। এরূপ বিভিন্নতা চিরকাল ছিল ও থাকিবেক।

অধিকার-ভেদে শ্রেণী-বিভিন্নতা যখন স্বাভাবিক, তখন পরস্পর দ্বেষ করাই অবিবেকতা। ভারতে যত উপাসক-সম্প্রদায় তত অন্য কোন দেশে নাই, আবার ভারতের যত তাহাতে সহ্য আছে তত কোন দেশে নাই। মুসলমানের জিহাদ্ ও খৃষ্টানের ক্রুসেড ধর্ম্মের অঙ্গ; কিন্তু হিন্দুদিগের ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম। তাঁহারা জড়োপাসনা অবধি ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্তকে ঈশ্বরদত্ত মানবধর্ম্ম বলিয়া সমাদর করেন এবং শাখান্তরীয় ধর্ম্মকে হতাদর করেন না। খৃষ্টীয় ও

মুসলমান ধর্ম্ম অতি সঙ্কীর্ণ; তাহাতে নানা অধিকারী একত্রে স্থান পাইতে পারে না। বাইবেল ও কোরাণ অতি দুর্ব্বলাধিকারী বা উন্নত-ব্রহ্মজ্ঞানীর উপযুক্ত নহে; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্ব-প্রকার অধিকারীর উপযুক্ত উপাসনা প্রণালী বর্ত্তমান। ম্লেচ্ছ-মণ্ডলে ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে ইসা, মুসা, মহম্মদকে ছাড়া যায় না। এদেশে ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে দেবগণকে শাস্ত্রানুসারেই ছাড়িতে হয়।

অতএব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন অধিকারের লোককে একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে একায়তনে ছায়াদান করিতে পারে, এমত ধর্ম্ম ধরণীতে যদি থাকে তাহা হিন্দু-ধর্ম্ম—যাহা স্বাভাবিক প্রভাব-শালী পদার্থের আরাধনা করিতে করিতে অন্তে ব্রহ্ম-পূজায় আরোহণ করিয়াছিল।

এমত লক্ষণাক্রান্ত হিন্দুধর্ম্ম থাকিতে ভারতে কিছুতেই অন্যধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারিবে না।—হিন্দুধর্ম্ম একখানি শাস্ত্রও নহে, একটি বিশেষ মতও নহে। ঈশ্বর মানবকে যখন যে যে অবস্থায় লইয়া গিয়াছেন—সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানব যে যে প্রকার ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারী ছিলেন, হিন্দু-শাস্ত্র সকল তাহারই পুরাবৃত্ত স্বরূপ। অধিকার-ভেদে তাহার অনুসরণ করার নামই হিন্দুধর্ম্ম।

এদেশে ইন্দ্রাদি ভৌতিক দেবগণের পূজা হইয়াছে, বেদ তাহার পরিচয় দিতেছে; ব্রহ্মারাধনা হইয়াছে, উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দিতেছে; পুত্তলিকার পূজা হইতেছে, পুরাণ তন্ত্র তাহার শাস্ত্র রহিয়াছে। এই সকল শাস্ত্রই একে একে ভূভার-হরণের নিমিত্তে ভারতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

সেই সমুদয় শাস্ত্রে দুর্ব্বলাধিকারীর উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে, সবলাধিকারীর উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। বেদ-পাঠে, ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে সকলের অধিকার ছিল না; তন্ত্রশাস্ত্রে চণ্ডালের পর্য্যন্ত অধিকার হইল। অসংখ্যাসংখ্য তন্ত্র দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া ইতরলোককে ধার্ম্মিক করিল, ধার্ম্মিককে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া তুলিল।

বর্ত্তমানকালে মানবের যত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা থাকুক, সকলেই আপন আপন অধিকার মত কনিষ্ঠোপাসনার বা ব্রহ্মারাধনার ব্যবস্থা ঐ সকল শাস্ত্রেতেই পাইবেন। কনষ্ট্যাণ্টাইন নরপতি যেমন বাইবেলের কনিষ্ঠাংশ সকল নিক্ষেপ করিয়া ভাল অংশগুলি একত্র করিয়া গিয়াছেন; হিন্দুরা তদ্রূপ শাস্ত্র হইতে কোন কনিষ্ঠ-ভাগকে বর্জ্জন করেন নাই। সেই সকল থাকাতেই এদেশের শাস্ত্রের বিশেষ গৌরব হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা পৌত্তলিকশাস্ত্র সমূহকে নষ্ট করিতে পারিতেন, পৌত্তলিকেরাও উপনিষৎ গুলিকে ভস্ম করিতে পারিতেন; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার যে স্বভাবতঃ জন্মে ও উন্নত হয় তাহাকে কে নষ্ট করিতে পারিত? বস্তুতঃ কি আশ্চর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞানীরা জড়পূজাপ্রতিপাদক বেদ রক্ষা করিয়াছেন এবং পৌত্ত-লিকেরা উপনিষৎ রক্ষা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানকে অধিকাংশতঃ অবলম্বন করে এজন্য উহার অধিক উপকরণ উপনিষদে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সকল শাস্ত্রেই উহা বিরাজমান। ভারতবর্ষে অন্যধর্ম্ম যখনি একটা বাড়াবাড়ি করিয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান তখনি তাহাকে

দমন করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সকল ধর্ম্মের উপরি রাজ-পদে অভিষিক্ত ; অন্য অন্য ধর্ম্ম যখন পরস্পর বিরোধ করে, ব্রহ্মজ্ঞান ন্যায়দণ্ড দ্বারা তখনি তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়। এদেশে যখন খৃষ্টান-ধর্ম্ম আসিয়া ভারতীয় কনিষ্ঠ-ধর্ম্মকে পরাজয় করিবার উপক্রম করিল, তখন হিন্দু-দিগের বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইয়া পড়িল। যদি তাহা না হইত, তবে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধও শুনা যাইত না, এবং এই কালের প্রখর যুক্তিপ্রিয় সবলাধিকারীদিগের উপায়ান্তর থাকিত না—সুতরাং তাঁহারা অনেকে এত দিনে খৃষ্টানধর্ম্ম অব-লম্বন করিতেন। ঐরূপ অবস্থায় ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানই ভারতবর্ষকে রক্ষা করিল। বলবান খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে তিষ্ঠিয়া থাকিবার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজ-রূপ দুর্গ নির্ম্মিত হইল, এবং হিন্দুসমাজের তাবতীয় বল ভরসা ঐ দুর্গেতে রক্ষিত হইল।

কিন্তু হায়! সেই ব্রাহ্মসমাজই এইক্ষণ বিজাতীয় ভাব ধরিয়াছেন। কোথায় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজকে স্বজাতির মধ্যদিয়া উন্নত করিবেন, কোথায় তাঁহারা লোককে ক্রমে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মপূজার অধিকারী করিবেন, কোথায় তাঁহারা পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রধান উপ-নিষৎ ও বেদান্তের সার তাৎপর্য্যানুসারে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে সংশোধন করিবেন, না তাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্মে মোহিত হইয়া আবহমান কালের হিন্দুধর্ম্মকে বিনাশ করিতে বসিয়াছেন।

এইক্ষণ পুনরায় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় ব্যতীত এদেশের শ্রেয়ঃ নাই। অতএব সেই ব্রহ্মজ্ঞান আর বর্ত্তমান কালের জনসমাজের সাধারণ ভাবগতিক অবলম্বন করিয়া, হিন্দুসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ-ভাব বিদূরিত করিবার উদ্দেশে সাধারণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতেছে।—

এইকালে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা কখনই পৌত্তলিক মতে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। আর যাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী তাঁহারাও ব্রহ্মোপাসনায় পারক হইবেন না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত দুই শ্রেণীই হিন্দু থাকুন। যখন বেদের সময় গত হইয়া বেদান্তের কাল আসিয়াছিল তখন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ যাগ যজ্ঞ করিতেন না, তথাপি তাঁহারা হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও দুর্ব্বলাধিকারীদিগের নিমিত্তে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা দিতেন, তাহাতে তাঁহারা পাপবোধ করিতেন না। সেইরূপ ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক এই উভয় সম্প্রদায় এইক্ষণ কেন না সমভাবে হিন্দু থাকিবেন, আর কেন না ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকদিগকে স্ব স্ব অধিকার মত দোল দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা দিবেন?

ব্রাহ্মেরা যদি খৃষ্টানি ছাড়িয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনা করেন তাহাতে দেবপূজকেরা কখনই তাঁহারদের প্রতি দ্বেষ করিবেন না। কেননা তাঁহারা জানেন যে হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানই সার।

যেমন উপনিষদের ঋষিরা বেদকে অভ্রান্ত বলেন নাই

এবং যাগ যজ্ঞ করেন নাই, ব্রাহ্মগণও সেইরূপ হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিবেন না, পুত্তলিকার পূজাও করিবেন না। পৌত্তলিক যদি শাস্ত্রের মর্ম্মমত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজা অর্চ্চা করেন, তবে অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। আবার ব্রাহ্মেরা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-উপার্জ্জনে যত্ন না করিয়া বাহ্য কর্ম্মে উন্মত্ত হন তবে তাঁহারাও পৌত্তলিকতায় নামিয়া যাইবেন।

এইরূপ বিভিন্নতা ও পরিবর্ত্তন ঘটিবেই। যখন ধর্ম্মের প্রকৃতিই এই, তখন জাতি পরিত্যাগ, শাস্ত্র পরিত্যাগ, দেশীয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে উন্নত দেখার ফল কি?

যদি বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকগণের সহ এইরূপ সামঞ্জস্য-ভাবে অধিকারী বিশেষে জ্ঞান ধর্ম্মের উপদেশ না করেন, তবে তাঁহারদের দ্বারা এদেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই। এবং পৌত্তলিকগণও যদি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মর্য্যাদা-বিহীন হয়েন তবে হিন্দু ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ক্রমে ব্রহ্ম-উপাসনায় আরোহণ করা তাহা ভ্রষ্ট হইবে।

ইহা নিশ্চয় যে বিজাতীয় ভাব ও যিসুখৃষ্টের আদর্শতা এদেশে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইবেক না। অতএব শান্তভাবে, বিনা মত-প্রিয়তা, বিনা সাম্প্রদায়িক ভাবে, বিনা দ্বেষ ও বিনা আড়ম্বরে, অথচ যাহার যেমন অধিকার তাহাকে তাহারই মধ্যদিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে আকর্ষণ করত যে ব্রাহ্ম-সমাজ কার্য্য করিয়া যাইবেন, তাবদীয় হিন্দু সমাজ তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবেন। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

হইলে হিন্দুশাস্ত্রেরই মর্য্যাদা রক্ষা হইবেক এবং হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিবে।

হিন্দুহিতৈষী মহাত্মা-গণ যেন হিন্দুধর্ম্মকে কেবল পুত্তলিকার আরাধনায় আবদ্ধ না রাখেন। সে প্রকার বদ্ধভাব হিন্দুধর্ম্মে কোন কালে ছিল না। হিন্দুধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহার নিম্নে পুত্তলিকা পূজা ঊর্দ্ধে ব্রহ্মারাধনা। হিন্দুশাস্ত্রের চূড়ান্ত-কথা এই যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। ধর্ম্মের এ সকল তাৎপর্য্যই সত্য, সকলই স্বাভাবিক। উহার কোন এক অঙ্গকে ত্যাগ কর, দেখিবে তদ্দ্বারা কোন না কোন প্রকার অধিকারীকে বঞ্চিত করা হইবেক।

অতএব যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চাধিকারীগণ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন এবং যাহাতে দুর্ব্বলাধিকারীগণ স্ব স্ব অভিরুচি ও ধারণানুসারে পূজা অর্চ্চা করিয়া ভবিষ্যতে ব্রহ্মপূজা করিতে সমর্থ হন, যে সকল মহাত্মা এখন—এই ধর্ম্মবিপ্লব সময়ে তাহার উদ্যোগ ও যত্ন করিবেন তাঁহারাই ভারতের প্রকৃত সন্তান।

আমারদের এই অভিপ্রায় পাঠ করিয়া ব্রাহ্মগণ যেন উল্টা না বুঝেন। আমরা ব্রাহ্মদিগকে পৌত্তলিক হইতে বলিতেছি না। বরং যাহাতে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অপৌত্তলিক থাকেন আমারদের তাহাই ইচ্ছা। আমরা জানি যে ব্রাহ্মেরা অনেকে হিন্দুদিগের বাহ্য পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব রাখেন না। কিন্তু তাঁহারদের অন্তরে বেশ পৌত্তলিক ভাব বিরাজ করিতেছে। অনেক ব্রাহ্ম ব্রহ্মকেই আকাশ বা জ্যোতিরূপে পূজা করেন, তাহা অবশ্য পৌত্ত-

লিকতা, তাহা নিবারণ করা অগ্রের কার্য্য। উন্নত ব্রাহ্মেরা অনেকে খৃষ্টের পূজা ও তাঁহার কল্পিত সদ্‌গুণ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে অবশ্য তাঁহার এক কল্পিত প্রতিমূর্ত্তির ও পূজা করেন, হয়ত বাহিরেও তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টতঃ বা মনে মনে সেই মূর্ত্তির চরণে মস্তকাবনত করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকটে প্রার্থনাও করিয়াছেন। এসকল অবশ্যই পৌত্তলিকতা। সুদ্ধ পৌত্তলিকতা নহে কিন্তু বিজাতীয় পৌত্তলিকতা। কারণ কোথাকার খৃষ্ট, কি বৃত্তান্ত, মধ্যহইতে তাঁহার পূজা করা অবশ্য বিজাতীয় অলীকতা। তবে কেবল হিন্দুই কি এত দোষ করিল? আমরা এখন এই বলিতেছি যে ব্রাহ্মেরা নিজে এই সকল পৌত্তলিকতা ত্যাগ করুন, কিন্তু দুর্ব্বলাধিকারীদিগের নিমিত্তে তাঁহারা মনযোগের সহিত স্বদেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মের যোগে ধর্ম্মোপদেশ বিস্তার করুন, তাহাতে পাপ হইবেক না।

উন্নত ব্রাহ্মেরা তো প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতার পোষকতা করিতেছেনই। তাঁহারা আপনারা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন—তাহাতে কেবল ভক্তিই প্রচারিত হইতেছে—অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তাহাতে বৈষ্ণবেরা অধিক করিয়া ভক্ত হইতেছেন। কাহার ভক্ত? তাঁহারা আর কাহার ভক্ত হইতে পারেন? যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারদিগের নয়ন পথে নৃত্য করিতেছেন অধিক পরিমাণে তাঁহারই ভক্ত হইতেছেন। ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গের ভাবে সময়ে সময়ে মোহিত হইতেছেন, তাহাতে বৈষ্ণবের

কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিতেছে। এখন আমরা এই কথা বলিতেছি ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মারাধনায় এ সকল থাকা উচিত নহে। এ সকল মোহজনক ব্যাপার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উৎসাহের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মে পার্থিব-উল্লাস প্রবেশ করিবে এবং ব্রহ্ম-দর্শন জন্য আনন্দাশ্রুর পরিবর্ত্তে পার্থিব-মোহের অশ্রুপাত হইবেক। এক দিগে ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে এই সকল পৌত্তলিকতাকে যেমন প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, অন্য দিগে সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ বলিয়া ঐ সকল ভাব দেশমধ্যে প্রচার করাও কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু দুর্ব্বলাধিকারীগণের আত্মার মঙ্গলার্থে, যে সময়ে কনিষ্ঠ-ধর্ম্মের কোন প্রকার ভাব প্রচার করিতে হইবেক, তখন তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিয়াই প্রচার করা উচিত। অতএব উন্নত ব্রাহ্মেরা নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া, নিস্বার্থ হইয়া, এবং সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, দুর্ব্ব-লাধিকারীগণকে ব্রহ্ম পূজার উপযুক্ত করিবার নিমিত্তে তাঁহারদিগকে যথা অধিকার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও মহাভারতের কথা শুনিতে, জপ তপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ, প্রভৃতি সাধন করিতে, উৎসাহ দিউন এবং সাত্ত্বিক ভাবে পুত্তলিকার আরধনা করিতে উপদেশ প্রদান করুন। তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই।

অতঃপর ব্রাহ্মেরা ইংরাজগণের আচার ব্যবহার অনু-করণ করেন তাহাও অনুচিত। অনুকরণ করা হীনতা ও অহঙ্কার মাত্র। ইংরাজগণ যত জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হউন না

কেন তাঁহারদিগের সহিত আমারদিগের বন্ধুত্ব সুদূর-পরাহত। ব্রাহ্মেরা কি নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া সাহেবদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করেন? এমন আবশ্যকতাই বা কি? মনে লয়, তাঁহারা যে জাতির বন্ধন ধর্ম্ম বলের সহ ছিন্ন করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য উহা করেন।

ব্রাহ্মেরা কেহ কেহ সাহেবগণকে লইয়া সভা করিয়া আপনারা সাহেব সাজিয়া বাইবেলের বচন অবলম্বন পূর্ব্বক যে ইংরাজীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত-ব্যাখ্যা করেন তাহার অভিপ্রায় কি? তাহার চূড়ান্ত অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে সাহেবেরা ক্রমে ব্রাহ্ম হইবেন। তাহা যত হইবেন তাহা সকলেই আপন আপন মনেই বুঝিতেছেন। সাহেবেরা সভ্যতা ও বিদ্যার আমোদে ঐ সব বক্তৃতা শুনিতে যান, কিন্তু অনেকেই তাহার দোষভাগ গ্রহণ করত স্বজাতির মধ্যে গ্রন্থ বৃদ্ধির উপায় করিয়া লন। ভাল সেই ব্রাহ্মেরা সেই আগ্রহে হিন্দুমণ্ডলীতে গিয়া কেন হিন্দুশাস্ত্রের বচন অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা না করেন?

সাধারণ-হিন্দু-সমাজে যথা যেমন অভিরুচি, অধিকার ও প্রয়োজন তথা তেমন হিতোপদেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা ব্রাহ্মগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। কি দুঃখের বিষয়, জাতি পরিত্যাগ প্রভৃতি অলীক কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট হইয়া যাইতেছে কিন্তু আজও পর্য্যন্ত লোকের উৎকোচ গ্রহণ ও ইন্দ্রিয়দোষ নিবারণার্থে কোন ব্রাহ্ম যত্ন করিলেন না। যেখানে বক্তৃতা করিলে ঐ সকল দোষ নিবারণের সম্ভব, সেখানে ব্রাহ্ম প্রচারকের দেখা পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক জমীদারির প্রত্যেক আদালতের এবং অন্য প্রত্যেক কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে হিতোপদেশ ও যথাযোগ্য ধর্ম্ম বিবৃত হওয়া কর্ত্তব্য; কৃষকের কুটীরে, রাজার প্রাসাদে, বণিকের বিপণীতে যথা যেমন প্রয়োজন তেমনি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মেরা আপনারা একটি দল বাঁধিয়া লোককে খৃষ্টান করার ন্যায় সেই দলে আনিবার স্বার্থে ঐরূপ উপদেশ দেন তাহা হইলে কেহই তাঁহাদের কথা শুনিবেক না, বরং ঈশ্বরীয় হিতোপদেশকে বিষতুল্য জ্ঞান করিবেক। ব্রাহ্মগণ যেন কেবল এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মপ্রচার করেন, যে লোকে স্বাধীন থাকিয়া ধার্ম্মিক হইবেক, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের দলে আসিবার নিমিত্তে নহে।

এখন ব্রাহ্মগণ ও প্রতিমার উপাসকগণ উভয়ে এইটি মনে রাখুন যে জগতে মহোচ্চ সবলাধিকারী হইতে অতি নিম্নস্থ দুর্ব্বলাধিকারী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধারণাশক্তি-বিশিষ্ট লোক সকল চিরকালই থাকিবেক। ব্রহ্মজ্ঞানী, দুর্ব্বল-ব্রহ্মজ্ঞানী বিরাটজ্ঞানী, মানসপৌত্তলিক, বাহ্যপৌত্তলিক, প্রভৃতি শ্রেণীসকল পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনায় সকলেরই মূল-অধিকার আছে, সেই মূল-অধিকার অবলম্বন করিয়াই জগতে নানা প্রকার পূজা অর্চ্চার এত ঘটা হইতেছে। ঐরূপ পূজা করিতে করিতেই হউক বা অন্যরূপে যথাযোগ্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারাই হউক সকলেরই ঐ মূলব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার প্রশস্ত হইবেক এবং সে প্রাশস্ত্য প্রত্যেকের স্ব স্ব আত্মা, স্বাধীনতা, অভিরুচি ও

ধারণা-শক্তির মধ্যদিয়াই সংঘটিত হইবেক। ঈশ্বর পাপী তাপী সকলকেই মঙ্গলছায়া দান করিবেন, কালেতে সকলেই ঐ স্বাধীনতার মধ্য দিয়া ব্রহ্মের নামে ধন্য হইবেন; কেবল কিছুদিন নিম্নাধিকারীরা স্বভাবতঃ রূপ নাম নির্দ্দেশে আবদ্ধ থাকিবেন, দন্ত না উঠার জন্য কিছুদিন তাঁহারা তরল দুগ্ধ পান করিবেন। তাহাতে উচ্চাধিকারীগণের দ্বেষ কি? বরং তাঁহারদিগকে ঐ ঈশ্বরীয় নিয়মানুসারে মানুষ করিয়া তোলা ব্রহ্মবাদীদিগেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাধিকারের এই স্বাভাবিক-গতিকে জগদীশ্বর পোষণ করেন; হিন্দুধর্ম্মও তাহাই পোষণ করে; অন্যান্য ধর্ম্ম সেই ব্রহ্ম-আদেশের তাদৃশ মর্য্যাদা রাখিতে পারে নাই। অতএব যাঁহারা এখন হিন্দু-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে মানবাত্মার ঐ স্বাভাবিক গতিকে বিশেষ সাহায্য করিবেন তাঁহারা একদিগে যেমন "ব্রহ্মের-নিয়ম-প্রতিপালকব্রাহ্ম," অন্যদিগে সেইরূপ "সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম রক্ষক হিন্দু" এই উভয় শব্দের বাচ্য হইবেন।

অবশেষে যাঁহারা না ব্রহ্মের না পুত্তলিকার উপাসক তাঁহারদিগকে বলিতেছি যে তাঁহারা ভ্রষ্টাচারকে পরিত্যাগ করিয়া হয় ব্রহ্মের নয় কোন পরিমিত দেবের উপাসনা করুন। বাহিরে অপার্য্যমানে পুত্তলিকার পূজা করা বা তাহার আমোদে উন্মত্ত হওয়া অলীকতা মাত্র। তাঁহার-দের যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, মনের সঙ্গে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহার ব্যবস্থাও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই পাই-বেন। তাহা হইলে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কেহই তাঁহারদিগকে অনাদর করিবেন না।

অধিকার-তত্ত্ব।

প্রথম-অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের মূল-অধিকার।

১। ব্রহ্মজ্ঞানে সকলেরই একটি সাধারণ মূল-অধিকার আছে। ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় সকলেরই আত্মাতে রহিয়াছে। যাঁহার যেমন অধিকার, যেমন ক্ষমতা, যেমন ধারণা, তিনি ভগবানকে তেমনি করিয়া দর্শন করেন, তেমনি করিয়া ধ্যান করেন, তদনুযায়ী তাঁহার গুণানুবাদ করেন এবং সেই ভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। এই-রূপে মানবের আত্মা আদি কাল হইতে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, এইরূপেই চিরকাল প্রতিপালিত হইবেক, এবং এইরূপেই আবার পরলোকে অনন্ত কাল ধরিয়া প্রতি-পালিত হইতে থাকিবেক।

২। পৃথিবীতে জগদীশ্বর মানবকে যে সকল উপকরণ দ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার যে উপকরণ মনুষ্যের জীবন ধারণ জন্য যত বেশী ও সতত প্রয়োজনীয়, তিনি সেই উপকরণের প্রকৃতিকে তত সূক্ষ্ম ও তাহার ভাণ্ডারকে তত অধিক মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই পঞ্চভূত মানবের প্রতিপালনে যত বেশী ও সতত আবশ্যক অন্য

দ্রব্য তত নহে। সেই জন্য অন্য দ্রব্য মূল্য দ্বারা কিন্তু জল বায়ু আকাশাদি বিনা মূল্যে লাভ হয়।

৪। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশের মধ্যে যে যত বেশী প্রয়োজনীয় তাহা তত সূক্ষ্ম এবং আমারদের শরীরের তত অধিক নিকট হইতে অধিক ব্যবধান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। আমারদের শরীর তাহা ততই সূক্ষ্মত্ব, বিস্তৃতি ও আয়ত্তের সহ ভোগ করে।

৫। শরীরধারণ জন্য উক্ত ভূতগণ যত প্রয়োজনীয়, আত্মার পক্ষে জগদীশ্বর তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। তিনি আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং আত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সুতরাং আপন আপন ক্ষমতানুসারে সাধারণ বা বিশেষ ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি পরমেশ্বরকে আকাশাপেক্ষা অধিক আয়ত্ত, সূক্ষ্মত্ব ও বিস্তৃতির সহ আপন আপন আত্মার মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬। ক্ষিত্যাদি পদার্থনিচয়কে আমারদের শরীরই সম্ভোগ করে। যন্ত্রস্বরূপ শরীরের সম্ভোগসুখ যদিও যন্ত্রী-স্বরূপ আত্মাকে স্পর্শ করে, কিন্তু আত্মার তাহাতে কোন আধ্যাত্মিক আয়ত্ত বা সাক্ষাৎ অধিকার নাই। কেবল ঈশ্বর সম্ভোগেই আত্মার আয়ত্ত এবং সাক্ষাৎ অধিকার।

৭। আমারদের আত্মা কোন ভৌতিক পদার্থকে লাভ করিতে পারে না, কেবল তাহার জ্ঞান মাত্র লাভ করিয়া থাকে। আত্মা স্বয়ং জ্ঞান পদার্থ ও আকাশের অতীত, সেজন্য তাহা আকাশকে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করে না, ফলে

আকাশের জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু জগদীশ্বরের সহিত উহার স্বতন্ত্র সম্বন্ধ। উহা জ্ঞানস্বরূপ পরম চৈতন্যের জ্ঞানমাত্র লাভ করিয়া সন্তৃপ্ত হয় না, কিন্তু স্বয়ং তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে।

৮। ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান গ্রহণার্থে শরীরে যেমন ইন্দ্রিয় আছে, ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বয়ং ব্রহ্মকে গ্রহণজন্য সকলেরই আত্মাতে সেইরূপ একটি মূল—অধিকার আছে। কোন ব্যক্তি যেমন পরের চক্ষুতে দর্শন করে না, পরের কর্ণে শ্রবণ করে না, এবং পরের নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ লয় না, কিন্তু কেবল আপনারই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সহকারে স্বকীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা পদার্থের জ্ঞানলাভ করে, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি অন্যের আত্মার দ্বারা ব্রহ্মকে শ্রবণ, মনন, গ্রহণ ও পূজা করিতে পারে না, কিন্তু কেবল আপনারই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সহকারে—কেবল আপনারই ধারণা ও অধিকার অনুসারে, স্বকীয় আত্মার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অধিকারই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল—অধিকার।

৯। ভৌতিক পদার্থ যেমন স্থূল, অল্প এবং নশ্বর, ইন্দ্রিয়গণও তদনুযায়ী স্থূল, অল্প ও নশ্বর। পরমাত্মা যেমন সূক্ষ্ম, অমৃত ও অনন্ত, ঐ মূল অধিকারও তদ্রূপ সূক্ষ্ম, অমৃত ও উন্নতিশীল।

১০। ব্রহ্ম আত্মার গতি, সেজন্য তিনি আপনাকে আমারদের সকলের আত্মস্থ ও ভোগসুলভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অনায়াসে ভোগ করিব বলিয়া তিনি একা

এক আমারদের সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ অমূল্য মূল-অধিকার দিয়াছেন। ঐ অধিকারই মানবের উপাসনা প্রবৃত্তির জন্মদাতা। উহা থাকাতেই মানব পাপ হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া লইতেছেন, উহা থাকাতেই নানা দিগে নানাপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, উহারই জন্য পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞবন্দনা হইত, উহারই উত্তেজনায় ভারতে মিসরে, রোমে, গ্রীসে, সহস্র সহস্র প্রতিমার পূজা হইয়াছে, উহারই কারণে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সম্প্রদায় বিশেষে বিবিধ পূজা ও আদর লাভ করিতেছেন, এবং উহারই প্রভাবে মহা মহা ব্রহ্মজ্ঞানীসকল জগতে কালে কালে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ অমূল্য মূল-অধিকার হইতে কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি স্বদেশী কি বিদেশী কেহই বঞ্চিত নহেন। চণ্ডীমণ্ডপ, মন্দির, মসজিদ, গ্রিজা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কীর্ত্তি সকল তাহারই পরিচয় দিতেছে। যদি উহা না থাকিত, তবে মানব পশুর অপেক্ষাও অধম অবস্থায় পড়িয়া থাকিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অধিকারী-নিরূপণ।

১। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানের মূল-অধিকার সকল মানবের আত্মাতেই সর্ব্বকাল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু অবস্থা,

দেশ কাল, ও পাত্রভেদে সেই অধিকারের সামান্যতা ও বিশেষতা, দুর্ব্বলতা ও সবলতা; অবনতি ও উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

২। উপাসকগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ দুর্ব্বলাধিকারী, দ্বিতীয়তঃ সবলাধিকারী।

৩। যাঁহারা ভগবানের পূজার উদ্দেশে মানবের মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে আদর্শ করিয়া কোন স্বাভাবিক-প্রভাব-শালী পদার্থে, কোন বীর্য্যবান নরে, অথবা নিরাকার ঈশ্বর-বোধক কোন শূন্য-নামে সেই মন, বুদ্ধি, আত্মার শক্তি ও গুণের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করেন এবং তাদৃশ আরোপণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা-প্রস্তরাদি দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা মানসিক-উপকরণদ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি গঠিয়া লন, তাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী। তাঁহারদের আত্মা বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, কল্পনা ও অহঙ্কারে বিমোহিত, সুতরাং তাঁহারদিগের আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞানের যে মূল-অধিকার আছে এবং ব্রহ্ম-পূজার যে স্বাভাবিক লালসা আছে তাহা মন, বুদ্ধি, বিষয়, ইন্দ্রিয়াদির বিনা সাহায্যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা ঐসকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতে যায়, কাজেই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট-মনোময়-বিষয়ী ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া ফেলে। কিন্তু ঈশ্বরকেই পূজা করা ইহাঁরদের উদ্দেশ্য।

৪। দুর্ব্বলাধিকারিগণ দ্বিবিধ।

৫। যাঁহারা সূর্য্যবরুণাদি দেবগণকে ও কোন জীবিত নরকে প্রত্যক্ষে বা প্রতিমা দ্বারা, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি

দেবগণকে বা কৃষ্ণ খৃষ্টাদি মৃতব্যক্তিদিগকে প্রতিমা দ্বারা অর্চ্চনা করেন তাঁহারা প্রথম প্রকার। তাঁহারা "বাহ্য-পৌত্তলিক" বা "স্থূলপৌত্তলিক" শব্দের বাচ্য।

৬। আর যাঁহারা বাহিরে আপনারদিগকে নিরবয়ব-ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন অথচ যাঁহারা জ্ঞান-যোগে ঈশ্বরকে দেখিতে অশক্ত হইয়া মানসে তাঁহাকে কোন কল্পিত-রূপবিশিষ্ট করিয়া লন; অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে সূর্য্য, অনল বা সৌদামিনীর জ্যোতিরূপে, আকাশ রূপে কিম্বা বিরাটরূপে অথবা বিষয়েন্দ্রিয়মনাদির উপমাদ্বারা ভাবনা করেন, তাঁহারা দ্বিতীয় প্রকার। ইহাঁরা হয় "মানস-পৌত্তলিক" নয় "দুর্ব্বল-ব্রহ্মজ্ঞানী" এই অন্যতম শব্দের বাচ্য। প্রেম, বৈরাগ্য ও জ্ঞানাভিমানী অনেক পরমহংস, যোগী, ও ব্রাহ্ম এই বিভাগে পড়িয়া রহিয়াছেন।

৭। মানস-পৌত্তলিক অর্থাৎ দুর্ব্বল-ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে একটি বিশেষ শাখা আছে। তাঁহারদের মত অপেক্ষাকৃত স্থূল। তাঁহারা মনুষ্য বিশেষের হস্তধারণ না করিয়া, মনুষ্যবিশেষকে মধ্যবিত না করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারেন না, যথা মুসলমান্, নানকপন্থী, একেশ্বর বাদী-খৃষ্টান প্রভৃতি যাঁহারা মহম্মদ, নানক, অথবা খৃষ্টকে মধ্যবর্ত্তী, গুরু, নেতা বা আদর্শ করিয়া ধর্ম্ম-পথে উত্থান করেন। অনেক ব্রাহ্মও এই শাখার অন্তর্গত আছেন— যাঁহারা একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের দৃষ্টান্তে খৃষ্টকে আদর্শ করিয়া থাকেন।

৮। এই সকল দুর্ব্বলাধিকারী স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে পরম-

ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের পূজা করেন অতএব তাঁহারা আমারদের আদরণীয়।

৯। দুর্ব্বলাধিকারীদিগের মধ্যে আর একটি শাখা আছে তাঁহারা "ভ্রষ্টাচারী" শব্দের বাচ্য। তাঁহারা আমারদের বিশেষ কৃপার পাত্র। যাঁহারা আত্মার অধিকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, আত্মার তৃপ্তির প্রার্থনা না রাখিয়া, আত্মার বিনা লালসায়, অর্থাৎ কেবল্ উন্মত্ততা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়সেবা, ও লোকরঞ্জনের অনুরোধে পূর্ণব্রহ্মবোধক কোন নামের বা কোন প্রতিমার পূজা করেন অথবা কোন প্রকার পূজাই করেন না, তাঁহারাই অধিকার ভ্রষ্ট ভ্রষ্টাচারী।

১০। অতঃপর সবল-অধিকারী। যাঁহারা বিষয় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, মানস-চাঞ্চল্য, প্রবৃত্তি-বিরোধ, আত্ম-নির্ভর, আত্মোপমা, কর্ম্মাভিমান, ও ফলকামনাশূন্য হইয়া একমাত্র ধ্রুব, অখণ্ড, নিরবয়ব, মঙ্গল্স্বরূপ পরম পুরুষের প্রতি নির্ভর করত, তাঁহাকে দেশ কালের অতীত রূপে জ্ঞাননেত্রে দর্শন-করেন এবং জ্ঞান প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যদ্বারা তাঁহার পূজা করেন তাঁহারাই সবল অধিকারী, "ব্রহ্মজ্ঞানী" "ব্রহ্মবাদী," "ব্রহ্মোপাসক" ইত্যাদি শব্দের বাচ্য। তাঁহারা আপনারদের আত্মা বা খৃষ্ট, নানক, মহম্মদ প্রভৃতিকে আদর্শ বা গুরু না করিয়া কেবল ব্রহ্মের আদর্শে আপন আপন আত্মাকে উন্নত করেন, তাঁহারা আত্মাকে প্রবৃত্তিগণের অধীনে যাইতে দেন না, কিন্তু প্রবৃত্তিগণকে আত্মা-নিখাতে মগ্ন করিয়া দেন। তদ্রূপ ব্রহ্মকে আত্মার অধীনে না আনিয়া আত্মাকে ব্রহ্ম-নিখাতে মগ্ন করিয়া দেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুর্ব্বলাধিকার।

১। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সকলেরই আত্মাতে; কিন্তু তাহা ক্রমে উন্নত হয়। অন্য মনোবৃত্তি সকল যেমন ব্যক্তির ও সমাজের বহুদর্শিতা সহকারে পরিণত হয়, ঐ অধিকারও তদ্রূপ।

২। জনসমাজের শৈশবাবস্থায় ও অদূরদর্শিতার কালে এবং ব্যক্তির বাল্যকালে অথবা আলোচনার অভাবে, অথবা ইন্দ্রিয়, কল্পনা, বিষয় ও ফলকামনার প্রভাবে ঐ অধিকার অনুন্নত, দুর্ব্বল কিম্বা অপরিমুক্ত থাকে; কিন্তু উহা হইতে কোন মানব কখন একেবারে বঞ্চিত থাকে না। নাস্তিক ও ভ্রষ্টাচারিগণের আত্মাতেও উহা মহা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়।

৩। দন্তহীন শিশুর অন্ন জীর্ণের শক্তি নাই, সেজন্য দুগ্ধপান করে। তদ্রূপ দুর্ব্বলাধিকারে মানবের ব্রহ্মবোধ পর্ব্বতে, পাথারে, ব্যোমে, সমীরে।

৪। দুর্ব্বলাধিকারে মানব ঈশ্বরকে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার খণ্ড খণ্ড মহিমা ইন্দ্রাগ্নি মরুতে দর্শন করে, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী নরের শক্তিতে তাঁহার অংশ আরোপ করে এবং ঈশ্বরীয় শক্তি ও গুণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া. এবং ঐ সকল ক্ষমতাপন্ন নরকে লইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করে।

৫। এইরূপ ফলকামনাবিশিষ্ট অল্পের উপাসনা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বল-অধিকারই সে উপাসনার জনক। মানবের যতটুকু ধারণা ঐ উপাসনার ততটুকু প্রেরণা, তাহা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন অধিকার, যেমন আবশ্যক, বিধাতা তেমনি ব্যবস্থাপক।

৬। তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারে মিত্র-বরুণ-ইন্দ্রাদি ঈশ্বরীয়-মহিমা সকলের, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাদি ঈশ্বরীয়-গুণাংশ-গণের এবং রামকৃষ্ণ খৃষ্ট প্রভৃতিকে অবতার বোধে তাঁহারদের যে পূজা প্রচারিত হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও পাপজনক নহে।

৭। অধিকারের অনুন্নতি বশত কোন ব্রাহ্ম যে আপন আপন মানস-কল্পনাদ্বারা ব্রহ্মকে চিত্রিত করেন, এবং আত্মার লালসা সূত্রে সেই মানস-কল্পিত ঈশ্বরীয় প্রতিমূর্ত্তির চরণে যে মধুর ভক্তি চন্দন অর্পন করেন তাহাও অস্বাভাবিক ও পাপ নহে।

৮। যাঁহারদের ঐ প্রকার দুর্ব্বলাধিকার, তাঁহারদের সম্মুখে ঐরূপ ঈশ্বরবোধ—ঐরূপ পূজাই জাগ্রত। সে দুগ্ধ সেই দুর্ব্বল-শিশুগণই বিশেষ আস্বাদের সহিত পান করিয়া থাকেন, এবং তাহা কেবল তাঁহারদিগেরই পুষ্টি সাধন করে। সবল ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাহা হইতে স্বীয় স্বীয় আত্মার পুষ্টি-লাভের আশা করিতে পারেন না এবং সেরূপ ঈশ্বরজ্ঞান ও কনিষ্ঠোপাসনা ব্রাহ্মসমাজেরও উচ্চাদর্শ হইতে পারে না।

৯। এখন ভ্রষ্টাচারীর অবস্থা দেখ, তিনি মোহে অন্ধ হইয়া উচ্চশক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পান না, কেবল নৃত্যগীত

রঙ্গরসেই উন্মত্ত। কেবল যশেরদিগেই তাঁহার দৃষ্টি। তিনি সেই সকল বাহ্য লোভ লক্ষ্য করিয়াই পুত্তলিকা পূজা ও শ্রাদ্ধ শান্তি করেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যান এবং এমত কি তাহা লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টান হইতেও পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সবল-অধিকার।

১। ব্রহ্মজ্ঞানের মূল-অধিকার সাধারণতঃ পূজা, আলোচনা, শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, পাঠ, সাধনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা ক্রমে প্রশস্ত হয়। যখন যতখানি প্রশস্ত হয় তখন ভগবানকে তত জাগ্রত ও মহদ্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের পূর্ণভাব অনাদি, অনন্ত এবং ধ্রুব, সত্য, প্রেমপূর্ণ, জীবন্ত, এ নিমিত্তে তাঁহার পূজা দ্বারা ঐ অধিকার যতই উদার ও প্রশস্ত হইতে থাকিবে, উপাসক তাঁহাকে ক্রমে ততই কোটী কোটী গুণে বৃহৎ দেখিতে থাকিবেন। সর্ষপ-পরিমিত-নর-হৃদয়ের আয়তন, সাগর-তুল্য হইলেও বিন্দুমিত-ব্রহ্মকৃপাতে তাহা প্লাবিত হইয়া যাইবেক।

২। ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ এই যে "আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি," তিনি হৃদয়ে এপ্রকার অনুভব করেন না, সুতরাং সেরূপ কথাও কহেন না। প্রত্যুত, তিনি আত্মার

দ্বারা ব্রহ্মকে নিয়ত ভোগ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি স্বীয় গুণের ও ভাবের আরোপণ দ্বারা ব্রহ্মের মহত্ত্বকে কল্পিত ও ক্রমে উন্নত করেন না, কিন্তু সেই অখণ্ড-রস-স্বরূপের আদর্শে আপনার আত্মাকে সরস ও উন্নত করেন। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও কল্পনার উত্তেজনায় তাঁহার সেই জাগ্রত-যোগ ভঙ্গ হয় না। সেই পরম-যোগ মিথ্যা-উপাধি ও অভিমানের অধীনে বা শাসনে সংসাধিত হয় না। তাঁহার আত্মা বাহ্য-উত্তেজনা-জনিত ব্রহ্মলাভের চঞ্চল-লালসা হইতে উদ্ধার পাইয়া ব্রহ্ম-প্রসাদলাভ দ্বারা মহোন্নতি প্রাপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও চিত্তকে সুন্দররূপে শাসিত করিয়া আপনি উহারদের কলহের উপরি বাস করত ব্রহ্ম-কৃপা-সহকারে পরমোপাদেয় ব্রহ্ম-যোগ ও ব্রহ্মের পরম-পবিত্র-প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

৩। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আধ্যাত্মিক, অতএব উহার উন্নতি, ব্রহ্মের আদর্শে আত্মার মধ্য দিয়াই বিশেষ রূপে হইয়া থাকে। আত্মা স্বাধীনভাবে পরমাত্মার পূজাদ্বারা যদি সেই অধিকারকে প্রশস্ত করে, তবে অবশ্য কৃতকার্য্য হয়। বাহ্য শাসন যদি আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধ হয়, তবে তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার এক বিন্দুও প্রশস্ত হয় না। ফলতঃ বাহিরের ক্ষুদ্র উপকরণ ও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের ক্ষুদ্র উপলক্ষ-দ্বারা ফল-কামনা-সূত্রে আত্মাতে ব্রহ্মলাভের যে চঞ্চল-লালসা উৎপন্ন হয়, স্বভাবতঃ তদ্দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক ব্রহ্মের পূজা হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সকল সামান্য উপকরণ ও উপলক্ষ হইতে আত্মার

মুক্তি না হইলে ভগবানের মহান ভাবের জ্ঞান লাভ ও প্রকৃত ভক্তিযোগে উপাসনা হইতে পারে না।

৪। সকল আত্মার সাধারণ ভাবগতিক এক প্রকার হইলেও প্রত্যেক আত্মার এক এক বিশেষ ভাব আছে। সেই কারণে প্রত্যেক আত্মাই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে স্বাধীন। যেমন এক এক ব্যক্তির মুখশ্রী, কথার স্বর এবং হস্তের লেখা এক এক প্রকার; তেমনি এক এক ব্যক্তির আত্মার ভাব, মনের প্রকৃতি এবং জীবনের আদর্শ এক এক প্রকার; এই আশ্চর্য্য বিচিত্রতা চিরকালই থাকিবে।

৫। কোন ব্যক্তিতে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সবল হয়, তখন তাঁহার আত্মার আধ্যাত্মিক গঠন অনুসারেই তাহা হইয়া থাকে। মাতৃ-গর্ভ হইতে শিশু যে প্রকার দেহ, পঞ্জর, হস্তপদাদির অবয়ব ও মুখশ্রী লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পশ্চাতের পরিণতি ও উন্নতি সকল তাহারই উপরি পুষ্টি-সাধন করে; তাহাতে শরীর যতই পুষ্ট হউক, সেই আদিম-ঠাম ও ভঙ্গীর বিশেষতা কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না। সেই প্রকার মানব সেই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মাকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির আত্মার তুলনায় তাহার এক প্রকার বিশেষ আধ্যাত্মিক ভঙ্গী ও বিশেষ মানসিক ধাতু থাকে। তাহার পর যত আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি হয়, সে সকলই ঐ বিশেষ ভঙ্গী ও মানসিক-ধাতুকে পুষ্ট করিয়া যায়, কিন্তু কোন উন্নতিই সেই মূল ছাঁচকে লুপ্ত করিতে পারে না। যে প্রকার উন্নতি ও পুষ্টি ঐ মূল ধাতুর যোগ্য ও সহনীয় নহে, তাহা সহস্র উপায় দ্বারাও

উহাতে সংলগ্ন হয় না। এই বিশেষ ভাবই প্রত্যেক আত্মার স্বাধীনতা।

৬। ব্রহ্মবাদী প্রত্যেক মানবাত্মার ঐ বিশেষতা উত্তম রূপে পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যেকের স্বাধীনতা যাহাতে উন্নত হয়, এবং সেই স্বাধীনতার মধ্যদিয়া যাহাতে প্রত্যেকের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার ও ধারণার বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ উপদেশই প্রদান করেন। কিন্তু যে ঔষধি ও পথ্য কাহারও ধাতুর বিরুদ্ধ ও অসহনীয়, তিনি তাহাকে তাহা প্রদান করেন না। যিনি তাহা করিতে যান, তিনিই মানবাত্মাতে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উৎপত্তি করিয়া থাকেন।

৭। ব্রহ্মবাদী যে ঐ প্রকার বিজ্ঞতার সহিত উপদেশ দেন তাহা সকল অবস্থাতে একেবারে ব্রহ্মের পূর্ণ ভাবোদ্দীপক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরম প্রার্থনীয় মুক্তি পথের সোপানস্বরূপ। তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকুল নহে, কোন আত্মারই স্বাধীনতার বিরুদ্ধ নহে; এবং তাঁহার স্বীয় বিবেক শক্তিরও বিরুদ্ধ নহে।

৮। ব্রহ্মবাদী তাদৃশ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব, অবলম্বিত পন্থা, এবং সেই পন্থাতে ব্রহ্মজ্ঞানোন্নতির যে সকল আধ্যাত্মিক উপায় ও গভীর উৎসাহ বিরাজ করে তাহা দর্শন, শ্রবণ, তুলনা, জ্ঞান, ধ্যান দ্বারা বিশেষরূপে অবগত হয়েন এবং সেই সকল দুর্ব্বলাধিকারীরা আপন আপন স্বাধীনতা-সূত্রে যে দিগ দিয়া বুঝিলে প্রকৃত কথাটি বুঝিবেন তিনি সেই দিগ দিয়া তাঁহারদিগকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রমে আপন আপন পন্থা ও

স্বাধীনতা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপক্ক হইতে থাকেন। একবারে উপযুক্ত উন্নতি হওয়ার অসম্ভাবনা বিধায় যদি কেহ সেই ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফলকামনায় আবদ্ধ হইয়া আত্মার লালসা দ্বারা পুত্তলিকার আরাধনা করেন তাহা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ নহে। ইহা জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মনের সহিত তাহাতে অনুমোদন করেন এবং তাদৃশ অনুমোদন জন্য তাঁহার সতেজ আত্মা কখন পুণ্য ভিন্ন পাপ বোধ করে না। কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে পুত্তলিকার পূজা পরিত্যাগী অনেক ব্রহ্মোপাসক উপরি উক্ত প্রকার পৌত্তলিকের অনেক নিম্নদেশে মুহ্যমান রহিয়াছেন।

৯। সামাজিকধর্ম্ম ও উপাসনা-প্রণালী যতই কেন পরিশুদ্ধ হউক না, যতই কেন বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মোপাসকগণ ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করুন না, তাঁহারদের মধ্যে ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক ভাবুক ও ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক দৃষ্ট হইবেক। ফলতঃ তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কেননা যাঁহার যেমন অধিকার তিনি ঈশ্বরকে তদনুযায়ী জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিবেন—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাদৃশ দুর্ব্বল ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহারদের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগের শ্রদ্ধাযুক্ত প্রতিমাপূজাকে পাপাচার বলিয়া নিন্দা করেন; বরং ইহাও ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু উক্তরূপ দুর্ব্বল ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে আবার ভক্তিহীন-চঞ্চল-উপাসক

অনেক আছেন যাঁহারদের আচরণে প্রকৃত সাধুর হৃদয়-বেদনা উপস্থিত হয়। যদিও পরিশুদ্ধ-উপাসনা-প্রণালী ও বিশুদ্ধ-মত বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকের অধিক ঘনিষ্টতা, কিন্তু বিশুদ্ধ-মতের অসরল ও অধার্ম্মিক ব্যক্তি অপেক্ষা, অবিশুদ্ধ মতের সরল ও ভগবদ্‌ভক্ত-ব্যক্তি তাঁহার অধিক আদরের পাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

মানব-সমাজের বর্ত্তমানকালীন ধর্ম্মাধিকার।

১। পূর্ব্বকালে ভারতে, ইরাণে, মিসরে, রোমে, যুনানে এবং অন্য সর্ব্বত্রেই স্থূল-উপাসনা প্রচলিত ছিল। ঐ সকল দেশেই ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণাদি ভৌতিক-দেবগণের সপ্রতিম বা অপ্রতিম পূজা এবং ঈশ্বরীয় শক্তি বিশেষের রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করার প্রথা ছিল। তৎকালে সেই সকল দেবগণের উপাসকেরা যেরূপ জাগ্রতভাবে আপন আপন ইষ্টদেবতাকে দেখিতেন দেশ বিদেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকল তাহার প্রমাণ দিতেছে।

২। বর্ত্তমানকালে আমরা যে জনমণ্ডলীতে বাস করি, তাহার মধ্য হইতে উক্ত প্রকার স্থূলোপাসনা সম্বন্ধে ঐ জাগ্রতভাব যে অপেক্ষাকৃত হ্রাসাবস্থ হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহাই দেখিয়া শুনিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে "বর্ত্তমান জনসমাজে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার

অধিকার উন্নত হইয়াছে। এইক্ষণ অসঙ্কোচে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে থাক, তাহাই লোকের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যথার্থ সোপান হইবেক। পৌত্তলিকতার পোষকতা করিলে মুক্তিলাভের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবেক।"

৩। কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখ, বর্ত্তমান হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি তাবৎ সমাজের তাবৎ লোকেরই কি এখন ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকার যথার্থই উন্নত হইয়াছে? সাঁওতাল, আবর, সিংপোহ, কুকী, এবং আমারদের দেশের হাড়ি, চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতি সমূহ সকলেই কি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারগ হইয়াছে? এক দণ্ড বিবেচনা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমান সময়ে এই ভারতবর্ষের শতাংশের একাংশ লোকেরও স্ব স্ব ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায় রহিয়াছে, এবং অন্যান্য সকল দেশেরও এই ভাব। সাঁওতাল, কুকী, আবর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি সকলের মধ্যে এবং সুসভ্য জনপদ সমূহের নিবাসী অনেক ইতর ও ভদ্র-জাতির মধ্যে স্থূল-উপাসনা সুদ্ধ প্রচলিত রহিয়াছে এমত নহে, কিন্তু প্রায় সেই পূর্ব্বকালের ন্যায়ই জাগ্রত ও জ্বলন্ত রহিয়াছে। এখন তুমি তাহারদিগের সম্মুখে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে যাও, দেখিবে হয় তাহারা আদৌ তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেক, নয় যদি সৌভাগ্যক্রমে গ্রহণ করেও, তথাপি সেই ব্রহ্মকে হয় ব্রহ্মাবিষ্ণুর মত মনে বা

বাহিরে গঠন করিয়া লইবে, নয় শূন্য ব্রহ্ম শব্দেতে আচ্ছন্ন হইয়া নাস্তিকতা ও অভিমান প্রকাশ করিবেক। অনেক ব্রাহ্ম কহেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা এমত সহজ যে, মানব যতই অশিক্ষিত হউক, প্রত্যেকের হৃদয়ে উহা অবাধে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং যাহারা বিদ্যা এবং সমাজসংস্কার রূপ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বিচরণ না করে, তাহারদিগেরই মধ্যে ঐ শিক্ষা অধিক শক্তি লাভ করে।" বিদ্যা ও সমাজ সংস্কারের অভিমান ও আড়ম্বর ব্রহ্মোপাসনার ভয়ানক প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শিক্ষা এত সহজ যে এদেশের ইতর লোকেরা তাহা অনায়াসে ধারণ করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে শিক্ষা তত সহজ, অর্থাৎ ভক্তি, দয়া, প্রভৃতি, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রধান সত্যকে প্রকাশ করে না—অর্থাৎ ব্রহ্ম একমেবা-দ্বিতীয়ং এবং রূপ-নামাদি-বিবর্জ্জিত এই মহৎ সত্য, এই পরমভাব, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা প্রকাশিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান বহু যত্নে লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভক্তি পঙ্গু, বিশ্বাস অন্ধ, এবং ধর্ম্মমত পৌত্তলিকতা মাত্র। যদি বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহা হইতে সাধকের ক্রমোন্নতি হইবেক। ইহাতে আমারদের উত্তর এই যে, সেই সাধকের মনে পূর্ব্বে যে পৌত্তলিকতা ছিল তবে তাহা কি দোষ করিল? ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা দ্বারা তাহার অধিক কি লাভ হইল? ভক্তি, দয়া, প্রভৃতির শিক্ষা কি পৌত্তলিকতায় নাই? সেই সকল সাধারণ শিক্ষা সকল ধর্ম্মেই আছে, তাহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব নহে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ

শিক্ষা এই যে, ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ এক এবং নিরবয়ব, দেশকালে অনন্ত, নির্ব্বিশেষ ও সনাতন পুরুষ। এ শিক্ষা নাস্তিক ও মূর্খের হৃদয়ে সহজে স্থান পায় না।

৪। ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, ঐ সকল অসভ্যদিগের স্ত্রীপুরুষকে যদি সমুচিত বিদ্যাশিক্ষার সহিত তেমন ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যায়, তবে তাহারদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকার অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতে পারে। কিন্তু আমারদের দেশের ভদ্রলোকের মধ্যেও কি সে প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসবিনী বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিয়াছে? যদি না করিয়া থাকে, তবে আমরা কোন্ বুদ্ধিতে সেই সকল ব্যক্তির সম্মুখে তাহাদের ধারণার অতীত ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেছি?

৫। উপযুক্ত মত বিদ্যাশিক্ষার সহিত সাধারণের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ফলে, সে প্রকার বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারাই যে কোন এক সময়ে সকল লোক একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিবে, অথবা ব্রহ্মোপাসনা কোন কালে যে কোন দেশের সামাজিক ধর্ম্ম হইবেক, এমত আশা করাও যায় না। যদি ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ফলে সাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান পৌত্তলিকতা রহিত হইয়া কখন ব্রহ্মোপাসনা বিস্তারিতরূপে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তখন আবার সেই ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই নূতন-বিধ পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হইবেক। প্রতিমা নির্ম্মাণ আর হউক বা না হউক, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু অসংখ্য উপাসকদিগের বুদ্ধির

স্থূলত্ব সেই ব্রহ্মোপাসনায় যোজিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাকে ও ব্রহ্মজ্ঞানকে লোকের চক্ষুর সম্মুখে চিরকালের নিমিত্তে অল্প ও হীন করিয়া রাখিবে।

৬। যদিও তাদৃশ অবস্থায় সবলাধিকারীদিগের কোন ক্ষতি হইবেক না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান শব্দে কলঙ্কস্পর্শ হইবেক। নামে অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক বা ব্রাহ্ম হইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিকাংশ লোকেই দুর্ব্বলাধিকারী রহিয়া যাইবেন। তাহাতে ব্রাহ্ম নাম হাস্যাস্পদ হইবেক। শুদ্ধ হাস্যাস্পদ হইয়া নিরস্ত হইবে এমত নহে, কিন্তু সেই নাম অভিমানের অলঙ্ঘ্য-ভূধর-স্বরূপ হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখিবেক।

৭। যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মজ্ঞানের সবল অধিকারী হওয়াতে প্রাচীন কালের স্থূলোপাসক বৈদিক্‌-ঋষিগণ হইতে আপনারা পৃথক হইয়া ব্রাহ্মণ নাম লইয়াছিলেন, পশ্চাৎকালে তাঁহারদেরই বংশ সকল আবার অপেক্ষাকৃত স্থূলোপাসনা ও পৌত্তলিক-ক্রিয়াকলাপ প্রচার করিলেন। কে না অবগত আছেন যে বৈদিক্‌দিগের সরল স্থূল-উপাসনা অপেক্ষাও ব্রাহ্মণেরা এখন অধিকতর পৌত্তলিকতায় অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহারদের সেই ব্রাহ্মণ নামই রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কার্য্যে আর ব্রাহ্মণ নাই। ঐ সংজ্ঞা এখন কেবল জাতিবাচক হইয়া রহিয়াছে। বরং এইক্ষণ যে অল্প সংখ্যক লোকের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সবল হইতেছে, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে “ব্রাহ্মণ” নামের যোগ্য।

কিন্তু সে নাম এইক্ষণ জাতিবাচক, এজন্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা "ব্রাহ্ম" নাম লইতেছেন।

৮। এইক্ষণ যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক হওয়াতে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিতেছেন এবং ব্রাহ্ম-পরিবার সৃষ্টি করিতেছেন ভাবীকালে সেই ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাঁহারদিগেরও অধোগতি হইবেক। ঐ ব্রাহ্ম নাম অগ্রে ব্যক্তি-বাচক পরে পরিবার-বাচক, পরে গোত্র-বাচক হইতে হইতে ক্রমে জাতি-বাচক হইয়া দাঁড়াইবে। সেই জাতির মধ্যে অনেকের জ্ঞানাভাব হইবেই। জ্ঞানাভাবে নবতর পৌত্তলিকতার উৎপত্তি হইবেক। আবার নবতর সংস্কারের ও উপাধির প্রয়োজন হইবেক। তাদৃশ নূতনত্ব জন্য আবার বিবাদ ও দলাদলি হইতে থাকিবেক। এইরূপে আদিকাল হইতে উপাধি লইয়া বিরোধ হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবেক। এই জন্য আমারদের ইচ্ছা এই যে, যিনি কনিষ্ঠ অধিকারী তিনি দেবদেবীর উপাসনা সহকারে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে আসুন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ব্রহ্মোপাসনা করুন ও দুর্ব্বলদিগকে ক্রমে সবল করিয়া তুলুন। দেশের লোক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হউক। ব্রাহ্ম-পরিবার বা ব্রাহ্ম-জাতি সৃষ্টি দ্বারা এ দেশের জাতি সংখ্যাকে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই। যে পরিবার-মধ্যে অধিকাংশ লোক ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারদিগকে "ব্রাহ্ম-পরিবার" বা "ব্রাহ্মগোত্র" বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি তাহা বল, তবে যখন সেই পরিবারে দৈবাৎ কোন পাষণ্ড জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন সেও পাষণ্ডতার মধ্যে ব্রাহ্ম নামের অহঙ্কার প্রকাশ করিবে।

৯। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রত্যেক বারের নবীনতা-নিবন্ধন সম্প্রদায়-বিশেষে ধর্ম্ম নূতন-বীর্য্য প্রদান করে। কিন্তু সেই অভিনব-উৎসাহ-অনল অচিরেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তখন তাদৃশ ধর্ম্মমত আবার স্রোত-বিহীন তটিনীর ন্যায় পড়িয়া থাকে। ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়দিগের বিবরণ এই কথার সম্পূর্ণ পোষকতা করিবেক। পৌত্তলিকতাকে নষ্ট করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিরার নিমিত্তে কতই সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, এখন দেখ সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার অপরিহার্য্যরূপে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিতেছে। পৌত্তলিকতার এ স্বাভাবিক গতিকে কে রোধ করিতে পারিবে?

১০। এতাবতা কোন কালেই ব্রহ্মোপাসনা কোন এক দেশের সামাজিক ধর্ম্ম হইবেক না এবং বর্ত্তমান কালেরও অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত যুবা ব্যতীত জন-সাধারণ রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহেন।

১১। তাদৃশ অল্পাধিকারী ব্যক্তিগণের আত্মার মঙ্গল করা যদি কর্ত্তব্য হয় তবে অবশ্যই তাঁহারদের যেমন ধারণা, যেমন অভিরুচি, তদনুযায়ী দেবদেবীর উপাসনার যোগে তাঁহারদিগকে ক্রমে উন্নত করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় আনিতে হইবেক। সকলেই যে সেই উপায়ে ব্রহ্মোপাসনায় আগমন করিতে পারিবেন এমত মনে করা উচিত নহে। তথাপি তদ্দ্বারা যত লোকের পরমার্থ জ্ঞান জন্মে ততই মঙ্গল। তাঁহারা নাস্তিক ও ভ্রষ্টাচারী, না হইয়া অবশ্যই ভক্তি পূর্ব্বক দেবদেবীর পূজা, সন্ধ্যাবন্দনা, শ্রাদ্ধাদি

ক্রিয়াকলাপ, জপ, তপ, দান, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-শাসন, সত্য-ব্যবহার, অহিংসা, অলোভ ইত্যাদি উপাদেয় ধর্ম্ম সাধন করিবেন। তাহাতে তাঁহারদের আত্মার, বংশের, সমাজের ও দেশের অনেক মঙ্গল হইবেক।

১২। যাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী অথচ যাঁহারদের প্রতিমা পূজায় শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু এক ঈশ্বরের পূজা করিবারই অভিরুচি, ফলে নিরাকার ঈশ্বরের জাগ্রত ভাবকে ধারণ করিতে না পারিয়া মনেতে তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন পুত্তলিকার পূজা না করেন। কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধি করুন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের ও ব্রহ্ম-প্রীতির ক্রমাগত আবৃত্তি করুন ও নানাবিধ সদ্ব্যবহার করিতে থাকুন, অবশ্য সেই উপায় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-মঞ্চে আরোহণ করিবেন।

১৩। বর্ত্তমান সময়ে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেক। কালসহকারে এদেশীয় পূর্ব্বকালীন কতিপয় অনাবশ্যকীয় ও অযুক্তিসিদ্ধ সংস্কার এখনকার অনেক লোকের মন হইতে অপনীত হইয়াছে, তাহা আর পুনরানয়ন করা উচিত নহে। বরং তাদৃশ কুসংস্কার যাহা আছে তাহা ধীরে ধীরে, হিন্দু-ভাবে, উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।*

* সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভা সংপ্রতি বহুবিবাহ নিবারণার্থে যে যত্ন করিতেছেন তাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজেরই অভিমত হইবেক। কারণ তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে করিতেছেন। ব্রাহ্মেরা যদি হিন্দুসমাজে থাকিয়া ঐ রূপে সমাজ সংস্কার করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তাঁহারা যেন সমাজকে সংস্কার করিতে গিয়া ধ্বংস না করেন।

ষষ্ঠ-অধ্যায়।

দুর্ব্বলাধিকারীদিগের উন্নতির অধিকার।

১। পূর্ব্বে বলাগিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সকলেরই আত্মাতে, কিন্তু তাহা ক্রমে উন্নত হয়। এই ঈশ্বরীয় নিয়মানুসারে দুর্ব্বলাধিকারীগণও উন্নতির অধিকারী।

২। কিন্তু যেহেতু স্থূল-উপাসনার যোগেই তাঁহারদের ক্রমে ব্রহ্মোপাসনায় আগমন সম্ভব, এজন্য তাঁহারদের পক্ষে সেই স্থূল-উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনার সোপান-স্বরূপ।

৩। শ্রদ্ধা, শম, দম, দান, প্রভৃতি সদাচার সকল স্থূলোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে স্থূলোপাসকের মুমুক্ষুত্ব উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান-বীজ ক্রমেই অঙ্কুরিত ও সেই অঙ্কুর ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবেক, এবং উপরি-উক্ত শ্রদ্ধাদি আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন হওত অবশেষে সেই অল্প মেধা-বিশিষ্ট-ভক্তের ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়া দিবেক।

৪। বৈদিককাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্থূল, সূক্ষ্ম, মাধ্যমিক, কতই নূতন নূতন মত সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু মানব চিরকালের নিমিত্তে যে স্থূল ও মাধ্যমিক মত সমূহে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেক একথা কোন শাস্ত্রেই এবং কোন সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। বরং মুমুক্ষুত্ব সহকারে ব্রহ্মোপাসনায় আরোহণ বিনা যে নরের মুক্তি নাই, এই পরমোপাদেয় উপদেশ সকল শাস্ত্রে

ও সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও নব্য-শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ যে এই স্বাভাবিক নিয়মকে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, এ বড় আনন্দের বিষয়। তাহার প্রধান কারণ এই যে বৈদিগ্‌কালের জড়োপাসনার অন্তে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান সকল মতের গুরুদিগের হৃদয়ে এতই দৃঢ়তররূপে মুদ্রিত হইয়াছিল, যে তাঁহারা সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেই স্ব স্ব মতের চরম ফল বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

৫। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মের উক্ত প্রকার প্রকৃতি নহে। তাহার মধ্যে প্রায় স্থূল ও প্রায় সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধভাব বিরাজ করিতেছে। রোমানকাথলিকেরা খৃষ্টের, তাঁহার মাতার ও অন্যান্য সাধুর মূর্ত্তি পূজা করেন। প্রোটেস্‌টণ্টগণ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিনা প্রতিমায় যীষুখৃষ্টের যোগে ঈশ্বরের নিকট পূজা প্রেরণ করেন। কিন্তু খৃষ্টান-রাজ্যে যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বলাধিকারী, তাহারদের ধর্ম্ম-ভাবের সহ ঐক্য হয়, এমত লক্ষণ খৃষ্টান ধর্ম্মে নাই। তাহারা যাইতে হয় বলিয়া গ্রিজায় গিয়া থাকে, ফলে কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ কনিষ্ঠ অধি-কারীগণ সে দেশে ধর্ম্মভাবে অতি হীন। এই কারণে ভারত-বর্ষের ছোটলোক অপেক্ষা ইউরোপীয় ছোটলোকেরা অতি ভয়ানক মনুষ্য।

৬। পক্ষান্তরে, যাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানবান মনুষ্য তাঁহার-দের উন্নত মনের সহ ঐক্য হয়, খৃষ্টানধর্ম্মে এমন লক্ষণও দেখা যায় না। ইহার আরম্ভেও খৃষ্ট, অন্তেও খৃষ্ট,

খৃষ্ঠ ভিন্ন গতি নাই। সুতরাং খৃষ্টানদেশের জ্ঞানবান লোকেরাও খৃষ্টকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তথাকার দুই এক জন মহাপুরুষ যদিও খৃষ্টবিহীন উন্নত-ধর্ম্ম আপন আপন অধিকার-মত অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা একেবারে খৃষ্টীয়শাস্ত্রের বাহিরে গিয়াপড়িয়াছেন।

৭। মুসলমান-ধর্ম্মের প্রকৃতিও হিন্দুধর্ম্মের-ন্যায় উদার নহে। যদিও মুসলমানেরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরকে মানেন কিন্তু তাঁহারদের মত অত্যন্ত সূক্ষ্মও নহে অত্যন্ত স্থূলও নহে। তাঁহারদের মতে পরমেশ্বর কতক কতক নিরাকার, তাঁহারদের মহম্মদ কতক কতক অবতার। উক্তমতে অত্যন্ত অল্পমেধাবিশিষ্ঠ সাধকের উপযুক্ত উপকরণ নাই। সেজন্য আরবীয় ইতর লোকেরা যার পর নাই দুর্ব্বৃত্ত। যে সকল অল্পমেধাবিশিষ্ঠ মুসলমান ভারতীয় দুর্ব্বলাধিকারীদিগের কোমল সংসর্গ লাভ করিয়াছিল তাহারাই মুসলমানদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক। তাহারা কোরাণের কঠিন শাসনের অবমাননা করিয়া শত শত গাজী পীর, ও পয়গম্বরের পূজা ও তাজীয়া সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাকে এক প্রকার পৌত্তলিকতা ভিন্ন কি বলিব? তাহারদের সরায় (শাস্ত্রে) এইরূপ কঠিন শাসন আছে যে পুত্তলিকার পূজা ওদিগে থাকুক, কেহ আপন গৃহে কোন পীর পয়গম্বর বা দেবতার তস্‌বির্ রাখিতে ও কোন ক্রিয়াতে বাদ্যোদ্যম করিতে পারিবেক না। কিন্তু জলকে হস্ত দ্বারা কে ঠেলিয়া রাখিবে?

৮। পক্ষান্তরে যাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানবান মনুষ্য তাঁহারদের উন্নত মনের সহ ঐক্য হয় তাঁহারদের ধর্ম্মে তাদৃশ লক্ষণও দেখা যায় না। তাহাতে মুসা, দাউদ, সোলেমান, মহম্মদ, বারজন, ইমাম ও অন্যান্য পয়গম্বর ও নবীগণের এতই আড়ম্বর যে তাহা ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-দৃষ্টি সম্ভবে না। এই কারণে মুসলমানদিগের মধ্যে সবল-ব্রহ্ম-জ্ঞানীর অসদ্‌ভাব।

৯। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের উদারভাব ও স্বাধীনতাকে ধন্যবাদ। হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পতরুতলে ব্রহ্মজ্ঞানী, বিরাটজ্ঞানী বৈদিক্, বৈদান্তিক, পৌত্তলিক সকলেই মনের মত স্থান পাইতে পারেন। ইহাতে স্থূল, সূক্ষ্ম, মাধ্যমিক, অতিস্থূল ও অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার উপকরণই রহিয়াছে। ধর্ম্মপথের চঞ্চল-পথিকগণের চিত্তে যখন ঈশ্বরের যে প্রকার উপাসনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবেক, তখন তাহা আর নূতন সৃষ্টি করিতে হইবেক না। তাহা তাঁহারা সেই হিন্দুধর্ম্মের উদার কোষাগারেই পাইতে পারিবেন।

১০। আবহমান্‌কাল ধরিয়া প্রাকৃতিক জগতে প্রত্যেক ঋতুতে সাধারণতঃ যে যে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ভাবী-কালের প্রত্যেক ঋতুজনিত পরিবর্ত্তন তাহারই অনুরূপ হইবেক। তদ্রূপ ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যে এতকাল ধরিয়া যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে পৃথিবীর ধর্ম্ম-বিষয়ক ভাবী-পরিবর্ত্তন সকল তাহারই কোন না কোন-প্রকারের অনুরূপ হইবেক। নূতন কিছুই হইবেক না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রাচীন–রাজ্য, তাহাতে আবার

ধর্ম্মালোচনার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারত যাহা দেখিয়াছে ও করিয়াছে, তাহা কনিষ্ঠ দেশ সকল এত অল্প দিনের মধ্যে কোথা হইতে দেখিবেক? অন্য দেশে ধর্ম্মের যে তত্ত্ব এখন বা পশ্চাৎ নূতন আবিষ্কৃত হইবেক, ভারতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আবিষ্কৃত, বিচারিত, প্রচারিত ও শাস্ত্রভুক্ত হইয়াছিল। এখন যে দেশে যিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করুন, তাহা অতিবৃদ্ধপ্রপিতা-মহ-স্বরূপ ভারতের চক্ষুতে নূতন বোধ হইবে না। আর যে দেশে যিনি যত স্বেচ্ছাচার করুন, ভারত-ধর্ম্ম-সংহিতার মঙ্গলোদ্দেশ্য দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিলেই তাহার অশুভ ফল লক্ষিত হইবেক।

১১। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, হিন্দুশাস্ত্রের মঙ্গলোদ্দে-শ্যানুসারে এদেশীয় দুর্ব্বলাধিকারীদিগকে উন্নত করিয়া তোলার কোন উদ্যোগ হইতেছে না। এইক্ষণ প্রাচীন গুরুগণ নিস্তেজ হইয়াছেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মের যে যে প্রকার আচরণ দুর্ব্বলাধিকারীগণের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান, বিহিত বিধানে তাহার উপদেশ করিতে পারেন এমত উপদেশক পৌত্তলিকদিগের মধ্যে নাই। পৌত্ত-লিকগুরু নিজে দুর্ব্বলাধিকারী। এক অন্ধ অন্য অন্ধের পথ প্রদর্শক হইলেই উভয়ে কূপে পতিত হইবেক।

১২। অতএব ব্রহ্মবাদীরা যত দিন দুর্ব্বলাধিকারী-দিগকে ঐ সকল আচরণের উপদেশ করিতে বিহিত-বিধানে ব্রতী না হইবেন ততদিন দুর্ব্বলদিগের উন্নতির অধিকার প্রশস্ত হইবেক না। অনেকে মনে করেন "পৌত্ত-

লিক-ধর্ম্মের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ব্রহ্মোপাসনায় আগমন করিতে দেখা গেল না, সুতরাং তাহা ব্রহ্মোপাসনার সোপান নহে ;” কিন্তু স্থূলধর্ম্মের যোগে যেরূপে ব্রহ্মোপাসনায় আরোহণ করিতে হয়, সেরূপ শিক্ষা যে কেহ পাইতেছে না, তাঁহারা তাহা বিবেচনা করেন না। তাঁহারা কেবল ইহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, সকলেরই একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের শক্তি আছে ; কিন্তু তাহা ভুল। কেহ কেহ এমনও কহেন যে “যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান না বুঝিতে পারে তাহারা আপাততঃ দূরে অবস্থিতি করুক—সম্প্রতি তাহারদের যাহা ইচ্ছা করুক, ফলে তাহারদিগকে পৌত্তলিকতায় উৎসাহ দিলে তাহারা আস্পর্দ্ধা পাইবেক ; যখন দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোক ও বিদ্বান লোক ব্রাহ্ম হইবেক তখন তাহারাও আপনা আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-অবলম্বন করিবেক।” আমি একটি প্রশ্নের দ্বারা তাঁহারদের এতাদৃশ নির্দ্দয়োক্তির উত্তর দিতেছি। “ভদ্র লোকেরা ব্রাহ্ম হইলে, তাহারাও হইবেক,” এ তাঁহারদের বহুদূরের প্রত্যাশা—এখন যে তাহারা পাপাচারে ভাসিতেছে—উন্নতির উপাদেয় অধিকার থাকিতেও যে অধোগমন করিতেছে তাহার কি উপায় হইবেক ?

সপ্তম-অধ্যায়।

ভারতীয় দুর্ব্বলাধিকারীদিগের বর্ত্তমান-কালীন-অবৈধাচার।

১। আমারদের দেশের লোক সকল আপন আপন বুদ্ধির গ্রাহ্য স্থূলোপাসনার মধ্যে নৃত্যগীত রঙ্গরস প্রবেশ করিয়া দিয়া ক্রমেই ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িতেছেন। বিষয়ান্ধকারের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের আবশ্যকতা ভুলিয়া রহিয়াছেন।

২। এদেশের দুর্ব্বলাধিকারীগণ যদি আপন আপন অধিকার মত শাস্ত্রানুসারে ত্রিসন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ইত্যাদি সদাচার সমূহ মুমুক্ষার সহিত সম্পাদন করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারদের শ্রেয়ের পথ মুক্ত হইত।

৩। এদেশের ইতরলোকদিগের গুরুগণ যদি সদুপদেশ প্রদানের উপযুক্ত হইতেন, অথবা উচ্চজ্ঞানিরা যদি ইতরগণকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার ভার লইতেন তাহা হইলে এত দিন ইতর লোকদিগেরও শ্রীবৃদ্ধি হইত।

৪। তাহা না করিয়া এদেশের গুরুরা কেবল বিত্তাপহারী হইয়াছেন, সদ্গুরুর অভাবে শিষ্যগণের সন্তাপ দূর হইতেছে না। তাহার উপরি আবার গুরু শিষ্য, যাজক যজমান, পিতাপুত্র সকলে ঐক্য হইয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যে নানা প্রকার কলুষ প্রবেশ করিয়া দিতেছেন।

এক একটি বারএয়ারি-পূজায় পাপের স্রোত বহিতেছে। দুর্গাপূজার মধ্যে যশোবাসনা ও ইন্দ্রিয় সেবাই প্রধান স্থান লইয়াছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান, ধারণার পরিবর্ত্তে অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, ও অতি জঘন্য আমোদের আচরণ হইতেছে।

৫। প্রতিমার সজ্জায়, বাদ্যোদ্যমে, নৈবেদ্যে, দানে, অহঙ্কার প্রকাশ পাইতেছে। পূজার উপলক্ষ করিয়া লোক সকল বস্ত্রালঙ্কার ধারণে, লৌকিকতা করণে, ন্যূনতা স্বীকারে অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছে। মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি পাপকার্য্য সকল উন্মত্ত হইয়া আচরণ করিতেছে।

৬। দুর্ব্বলাধিকারীদিগের মধ্যে ধর্ম্মাচরণে ঐ সকল দোষ সংঘটিত হওয়ায় দেশের অন্যান্য বহুলোকও ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িয়াছেন। তাদৃশ ভ্রষ্টাচারীগণের চরিত্র যার পর নাই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে। ধনী ও বড় হইবার আশা তাঁহারদের হৃদয়কে এত স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে যে, ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরাই অধিক পরিমাণে মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা সেই আশা চরিতার্থ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ধর্ম্মের কথা তাঁহারদিগের নিকটে কর্কশ বোধ হয়। যদি কখন তাঁহারা কোন ধর্ম্মাচরণ করেন, নিশ্চিত জানিও তাহা কেবল যশোলোলুপ হইয়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন না—অতএব শ্রাদ্ধ শান্তি যাহা করেন নিশ্চিৎ জানিও তাহা কেবল লোক রক্ষা ও যশোবাসনায় করিয়া থাকেন। এই বিচিত্র কলুষিত ভাব অবশ্যই হৃদয়-বিদারক।

৭। যে ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব ও শাস্ত্র-সংহিতা পৃথিবীকে মোহিত করিয়াছে, যেখানকার লোকেরা সর্ব্বত্রেই শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে দেশ এইরূপে বিনাশ পাইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার মনে না শোকের উদয় হইবেক? সেই সকল শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে তাহাতে কাহার মন না যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবেক?

৮। অতএব দুর্ব্বলদিগের মধ্যে যাঁহার যেমন ধারণা-শক্তি তাঁহাকে সেইপ্রকার স্থূল অথবা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-উপাসনায় ভক্তিপূর্ব্বক ও বিধিপূর্ব্বক নিয়োগ করিতে না পারিলে এবং তাঁহারদের সম্মুখে শাস্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত না করিলে তাঁহারদের কল্যাণের অন্য উপায় নাই। কবে তাঁহারা ব্রাহ্মদিগের দেখাদেখি ব্রাহ্ম হইবেন সে বৃথা আশাতেও আর অপেক্ষা করা যায় না। যে কোন উপায়ে হউক তাঁহারদের বিশ্বাস ও ধারণার অনুযায়ী-ধর্ম্মেই তাঁহারদিগকে বিহিত বিধানে ব্রতী করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই পাপের স্রোত অধিকাংশ নিবারিত হইয়া অনেকের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবেক।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মবাদিরাই দুর্ব্বলাধিকারীগণকে উপদেশ দিবার অধিকারী।

১। কনিষ্ঠাধিকারীগণের ধারণাশক্তি যতই কেন নিম্নে অবস্থান করুক না, আদর্শকে উচ্চস্থানে রাখিতেই হইবেক। তাঁহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অথবা মানস কল্পনায় চিত্র করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের আরাধনা করিবেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন এবং ব্রহ্মের পূজায় আরোহণ করাই তাঁহারদের লক্ষ্য হইবেক। তাদৃশ উচ্চলক্ষ্য যাঁহার হৃদয়ে জাগরুক আছে, তিনিই অন্যের হৃদয়ে সেই আদর্শ ও লক্ষ্যকে জাগরুক করিয়া দিতে ক্ষমবান হয়েন। অতএব তাদৃশ বলবান পুরুষ ব্যতীত দুর্ব্বলের সাহায্য আর কে করিবে?

২। মাতা যেমন আপন শিশুকে দুগ্ধপান করাইয়া অন্ন আহারের উপযুক্ত করিয়া তুলেন, কিন্তু আপনি শিশুর ন্যায় দুগ্ধপোষ্য নহেন; চিকিৎসক যেমন রোগীকে লঘু পথ্য দিয়া তেজস্কর দ্রব্যাহারের যোগ্য করিয়া তুলেন, কিন্তু রোগীর সঙ্গে আপনি কখন লঘুপথ্য গ্রহণ করেন না; শিক্ষক যেমন ছাত্রকে লঘু-শিক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহার আপনাকে লঘু-শিক্ষা লইতে হয় না; ব্রহ্মোপাসক সেইরূপ কনিষ্ঠাধিকারীদিগকে তাঁহারদের নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে তাঁহারদের পরিপাক ও ধারণাশক্তির

অনুযায়ী মহোন্নতির জন্য কনিষ্ঠোপাসনার উপদেশ দ্বারা ক্রমে তাঁহারদিগকে ব্রহ্মোপাসনার যোগ্য করিয়া তুলিবেন, কিন্তু আপনি কখন তাঁহারদিগের ন্যায় অল্পের উপাসনা করিবেন না। এবং দুর্ব্বলাধিকারীগণকে ইহা জ্ঞাত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য যে তাদৃশ কনিষ্ঠোপাসনা সেই ব্রহ্মজ্ঞের আত্মার পক্ষে স্বভাবতঃ প্রয়োজনীয়ও নহে। লোক দেখাইবার নিমিত্তে পুত্তলিকার পূজা করিতে যাওয়া তাঁহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য। তিনি অন্যের সম্বন্ধে যেমন উদার থাকিবেন আপনার সম্বন্ধেও তদ্রূপ থাকিবেন। দুর্ব্বলাধিকারীরা অন্ততঃ ইহাই বুঝিয়া রাখিবেন যে "সমস্ত বেদেতে তত্তৎ-বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম-ফলরূপ যে প্রয়োজন-সিদ্ধ হয়, তৎসমস্তই নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে।*

৩। পিতা মাতা শিশুর ভার গ্রহণ না করিলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার না লইলে, চিকিৎসক রোগীকে না দেখিলে, তাঁহারদের যেরূপ অপরাধ হয়; ব্রহ্মবাদী দুর্ব্বলাধিকারীকে তদীয় অধিকার অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ না করিলে, তাঁহার তদপেক্ষাও অধিক অপরাধ হয়। কারণ অন্যান্য উপকারের অভাবে মানবের কেবল পার্থিব কষ্টই হয়, কিন্তু ধর্ম্ম-উপদেশ বিনা মানবের পারমার্থিক-যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে।

৪। এইক্ষণ ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে বা বাহিরে যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মোপাসক আছেন তাঁহারা যদি ধীরভাবে মানবাত্মার

* বর্দ্ধমানাধিপতির মহাভারত। ভগবদ্গীতা প্রং অধ্যায় ২৫, পৃ ৩৮।

এই ঈশ্বরদত্ত অধিকার-তত্ত্বের আলোচনা করেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই আমাদের এই প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

৫। যদি ব্রাহ্মেরা এইরূপ উপদেশ-কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন, তবে কালেতে ব্রাহ্ম-সমাজের হস্তেই হিন্দুসমাজের ভার পতিত হইবেক। তখন ব্রাহ্ম-সমাজরূপ কল্পতরু হইতে সকলেই যথাভিলষিত, যথা ক্ষুধা, যথা পরিপাকশক্তি, কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ-উপাসনা অল্প অথবা উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিবেন। তখন ব্রাহ্ম-সমাজই ভারতবাসীগণের মহাসমাজ হইবেক। ব্রাহ্ম-সমাজের ভাণ্ডার ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ থাকিবেক। ব্রহ্মরূপ পরমাদর্শ ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করিবেক, এবং প্রচারকদিগের উপদেশে নানা জাতীয় দুর্ব্বলাধিকারীরা স্ব স্ব ধারণা অনুসারে আপন আপন স্বাধীনতার মধ্য দিয়া সেই ব্রহ্মরূপ-লক্ষ্যের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক কনিষ্ঠোপাসনার আচরণ করিতে থাকিবেন। তখন ব্রাহ্ম-সমাজকে ভারতীয় জনসাধারণ বিজাতীয় ভাবে দৃষ্টি করিবেন না, কিন্তু আপনারদের ধর্ম্মের চূড়ারূপে গ্রহণ করিবেন।

৬। কিন্তু আপত্তি এই যে ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানীর বিশ্বাস যখন একব্রহ্মে তখন তিনি স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধ পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপদেশ দুর্ব্বলাধিকারীকে কিমতে করিতে পারেন? এই কথার সহজ উত্তর এই যে ব্রাহ্মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া চলা উচিত। ঈশ্বর দুর্ব্বলাধিকারীর ধারণার সম্মুখে কৃপা করিয়া স্থূল-উপাসনা ধারণ করিতেছেন, স্থূলোপাসকেরা ঈশ্বরের নিয়মে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেরই উদ্দেশে দেবদেবীর পূজা করিতেছেন। যখন দুর্ব্বলকে স্থূল উপায়ে সবল

করিয়া তোলা ঈশ্বরের ইচ্ছা তখন ব্রাহ্ম কি সেই ইচ্ছার সহিত ব্রহ্ম-প্রীতিকামনায় যোগ দিতে পাপ বোধ করিবেন? আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের সে প্রকার অভিমান করা ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা কখন এপ্রকার অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই, কেবল ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া এই শিক্ষা দিয়াছে যে, খৃষ্টানদিগের অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মকার্য্যে কোন সাহায্য করা উচিত নহে। ব্রাহ্মেরা খৃষ্টানদিগের জানিত অনুকারী। তাঁহারাও খৃষ্টান-দিগের ন্যায় বলেন যে পৌত্তলিক ধর্ম্মে সাহায্য দেওয়া উচিত নহে। এই সব কথা কেবল দ্বেষ ও অহঙ্কার মাত্র। সকলেই ঈশ্বরের পথের যাত্রী, সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরোদ্দেশে, তাহার মধ্যে ইহাকে সাহায্য করিতে নাই, উহাকে আছে, ইহার অর্থ কি? কিন্তু সাহেবেরা বড় বড় গ্রীজা করিতেছেন, হিন্দুস্থানের রাজারা জমীদারেরা তাহাতে টাকা দিতেছেন, সাহেবেরা তাহা ধন্যবাদের সঙ্গে লইতেছেন। পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্ম-দিগকে বহুধন সাহায্য করিয়াছেন, সে সময়ে ব্রাহ্মেরা খুশী হইয়াছেন। তবে, বল দেখি কে অধিক মহত? সাহেব আর ব্রাহ্ম? না হিন্দু?

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্যবহার-ক্ষেত্র।

১। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে ব্রাহ্মবাদীই অন্যের অধিকার পরীক্ষা করত তদনুযায়ী পৌত্তলিক বা উচ্চধর্ম্মের উপদেশ করিবার যোগ্য পাত্র, এবং তাদৃশ উপদেশে ব্রতী হওয়া তাঁহার নিতান্তই কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বয়ং তাঁহার অল্পের উপাসনা করা অনুচিত। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মজ্ঞানীঋষিগণ আপনারা তৎকাল-প্রচলিত যজ্ঞাদি করিতেন না, কিন্তু অল্প-মেধা-বিশিষ্ট ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে তাহার অনুমোদন করিতেন। তাহাতে সে সময়ের কনিষ্ঠোপাসকগণ তাঁহারদের প্রতি দ্বেষ না করিয়া বরং আপনারাই তাঁহারদের শিষ্য হইয়াছিলেন। তদ্রূপ এক্ষণকার ব্রহ্মবাদীরা যদি এক্ষণকার সম্ভবমত স্বজাতীয় ধারায় ধীরভাবে ও বিনীত স্বভাবে কার্য্য করেন, তবে তাঁহারা পুত্তলিকার পূজা না করিলেও তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপূরিত, অথবা দুর্ব্বলাধিকারীদিগের ধারণার উপযুক্ত উপাদেয় উপদেশ সকল সর্ব্বত্রেই সমাদরের সহিত গ্রাহ্য হইবেক, এবং তাঁহারা কনিষ্ঠধর্ম্মাবলম্বীদিগের অন্তরঙ্গ ভিন্ন বহিরঙ্গ রূপে বিবেচিত হইবেন না।

২। ব্রহ্মোপাসক কখন "ব্রহ্মজ্ঞানী" বা "ব্রাহ্ম" প্রভৃতি কোন ধার্ম্মিকতা-প্রকাশক বা সম্প্রদায়-জ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করিবেন না। কেবল কার্য্য দ্বারা তাঁহার পরিচয়

পাওয়া যাইবেক। তাদৃশ উপাধি গ্রহণের মূল ও ফল কেবল অভিমান, এবং পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে তাহা নূতন-বিধ-জাতি ও পৌত্তলিকতার জনকস্বরূপ। তাই বলিয়া স্বদেশীয় প্রচলিত-জাতি-বাচক সাধারণ বা বিশেষ নাম যে তিনি পরিত্যাগ করিবেন তাহা বিধেয় নহে। নূতন নাম গ্রহণে ও পুরাতন নাম ত্যাগে তুল্যাভিমান। পুরাতন নাম ত্যাগ করাও এক নূতনত্ব। তাহা যেমন আশ্চর্য্য পরিচয় স্থল, সেইরূপ অহঙ্কার-মূলক। পাছে হিন্দু বলিলে আমাকে পৌত্তলিক বুঝায় অর্থাৎ উচ্চ-জ্ঞানী বা উন্নত-ধার্ম্মিক না বুঝায়, এই জন্য আমি হিন্দু-নাম ত্যাগ করিলাম। আমি মনে করিতেছি লোকে জানিবে যে হিন্দু-নামের সঙ্গে সঙ্গে আমি অহঙ্কার ছাড়িলাম; কিন্তু তাহা নহে। আমি এক নূতন অহঙ্কার প্রকাশের জন্যই হিন্দু-নাম ত্যাগ করিয়া "ব্রাহ্ম" বা "ব্রহ্মজ্ঞানী" উপাধি লইলাম। আমি যদি তৎপরিবর্ত্তে সাধারণ "মনুষ্য" নামটিকেও বিশেষ করিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তাহাতেও আমার আন্তরিক অহঙ্কার প্রকাশ পাইবেক। অহঙ্কার ত্যাগ করা হইল না। অভিমান ত্যাগই ত্যাগ। বিষয় ও উপাধি ত্যাগকে ত্যাগ বলে না। বাইবেলে দেখ—যিসু আপনাকে অনেক সময় মনুষ্যপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্তু মনুষ্যপুত্র সকলেই তথাপি সেই সাধারণ নামটি তিনি বিশেষ করিয়া ধারণ করায়, তাঁহার অভিপ্রায়ে গোলমাল থাকা প্রকাশ পাইতেছে। অভিমানের অন্ত নাই। যাঁহারা দণ্ডী ও পরমহংস হন, তাঁহারা আপন আপন পূর্ব্বনাম ত্যাগ করিয়া কেহ "অমৃতানন্দ তীর্থ-

স্বামী," কেহ "জ্ঞানানন্দ পরিব্রাজক," ইত্যাদি প্রকারের নাম গ্রহণ করেন। অনুসন্ধান কর দেখিবে, মূলে অহঙ্কার। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী কোন্ প্রকার জ্ঞান-ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-জ্ঞাপক নাম বা উপাধি গ্রহণ করিবেন না এবং পুরাতন জাতি ও গোত্রবাচক সাধারণ ও বিশেষ নাম যে "ব্রাহ্মণ" "কায়স্থ," "চট্টোপাধ্যায়" ও "মিত্রাদি," তাহাও ত্যাগ করিবেন না।

৩। ব্রহ্মোপাসক গৃহে থাকিয়া পরিবার ও সন্তান গণে পরিবৃত হইয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন। সন্ন্যাসী হওয়া ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ। তাঁহার গৃহে বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে সকলের ব্রহ্ম-জ্ঞানাধিকার সমান নহে। তন্মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব থাকিতে পারেন। কেহ অল্প বুঝিতে পারেন, কেহ অধিক বুঝিতে পারেন। বাটীতে দেব-সেবা ও অতিথি-সেবা থাকিতে পারে, এবং বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসব হয়। ব্রহ্মবাদী সেই সকল শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মাদিগের অধিকারের উন্নতি না দেখিলে তাঁহারদিগের উৎসাহ ভঙ্গ বা তাঁহারদের আত্মার উপরি বল প্রকাশ করিবেন না; প্রত্যুত সেই সকল ক্রিয়া যাহাতে বিনা অভিমানে, দান, অতিথি-সৎকার, অন্নছত্র, প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়, যাহাতে পরিবারেরা ভক্তিভাবে ত্রাণের নিমিত্তে চক্ষুর জলের সহিত সেই সকল কার্য্য করিতে পারেন, যাহাতে বারএয়ারি পূজার নৃত্যগীত রঙ্গরস উঠিয়া যায়, যাহাতে সকলে সকলের প্রতি প্রিয় ও মিষ্ট ব্যবহার প্রকাশ করে, এই সকল উপাদেয় উপদেশ

প্রদান করিবেন; কিন্তু যেমন পদ্মপত্র জলেতে থাকিয়া জললিপ্ত হয় না, সেইরূপ নিজে আনন্দের সহিত, বীর্য্যের সহিত, সুশাসনের সহিত, বিনা কলহে, তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিবেন। প্রতিবাসীর ভবনে ও দূরস্থ জনপদবাসী গৃহস্থের আলয়েও তাঁহারদের যতদূর অধিকার সম্ভবমত ঐরূপ ব্যবহার করিবেন।

৪। অধিকার-তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী স্বীয় গৃহের তাবত আত্মীয়গণের স্ব স্ব অধিকার ও ধারণানুসারে জ্ঞান ধর্ম্মের উপদেশ করণে উপদেশক স্বরূপে যেমন স্বভাবতঃ দায়ী আছেন, তেমতি তিনি যুক্তিতেও কর্ত্তৃত্বস্থলে তাঁহারদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সাহায্যদানে দায়ী রহিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব। তাদৃশ পরিবারের কর্ত্তা যদি ব্রহ্মজ্ঞানী হন, তবে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া তাহার সমুদয় ভারই লইবেন। খৃষ্টানেরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য দানে যেমত অসম্মত এমত আর প্রায় দেখা যায় না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টান; তথাপি দেখ তাঁহারা অনুপযুক্ত ভূম্যধিকারীদিগের বিষয় ও ধর্ম্ম কেমন ঔদার্য্যের সহিত রক্ষা করিতেছেন। রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ভূম্যধিকারীদিগের দেবালয়ের তাবত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করাইয়া দিতেছেন, তাদৃশ পরিবারদিগের ধর্ম্ম ক্রিয়া, তীর্থ-গমন, ভজন, পূজন, প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যে বিধিমত সাহায্য করিতেছেন। সত্য বটে তাঁহারা স্বীয় টাকায় সে সাহায্য না করিয়া কেবল সেইরূপ বিষয়েরই টাকা

হইতে তাহা করিয়া থাকেন, কিন্তু যেরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন তাহা কি সাহায্য নহে? তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কত স্থানে, দেবালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা কি সাহায্য নহে? এই সকল অনাথদিগের স্ব স্ব ধর্ম্মরক্ষা ও এই সকল দেবালয়ের কার্য্য গবর্ণমেণ্ট আশ্চর্য্য ঔদার্য্যের সহিত সম্পাদন করিতেছেন। পাদরী সাহেবেরা তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাদৃশ আপত্তি কি পিতাকে সন্তান পালন হইতে বিরত রাখিতে পারে? অতএব পৌত্তলিকদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মসাধনে সাহায্য করিলে পাপ হয়, এমত ভ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী আপন গৃহের পৌত্তলিকদিগকে তদ্বিষয়ে আবশ্যকমত সাহায্য করিবেন। যদি পূর্ব্বসম্পত্তি না থাকে, তথাপি স্বোপার্জ্জিত ধনদ্বারা সাহায্য করিবেন। পিতা মাতা প্রভৃতি এক পরিবার-ভুক্ত আত্মীয়-বর্গের নিকটে, তিনি বিশেষ ঋণী আছেন—সেই এক ভাবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বধর্ম্মে সাহায্য দ্বারা তাহাকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করা উচিত—এই আর এক ভাবে, তাঁহারদিগের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিবেন। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি নিজে সেরূপ কার্য্য করিবেন না।

৫। ক্রিয়ার সময় ভিন্ন অন্যান্য সময়ে তিনি বিনীত-ভাবে দুর্ব্বলাধিকারীগণকে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, মানব স্বভাবের বিচিত্রতা, বিভিন্ন প্রকার অধিকারের স্বাভাবিকতা ও উন্নতিশীলতা, মুক্তির সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ ও তাহার তাৎপর্য্য সম্বলিত পরমার্থ-তত্ত্ব এবং ধ্যান ধারণা, সমদমাদির সাধনা, মুমুক্ষুত্ব, ইত্যাদি পরমানন্দ

জনক বিষয়ে উপদেশ দিবেন। এক প্রকারের উপদেশ সকলের আধ্যাত্মিক রুচি ও প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইবেক না; এজন্য অগ্রে পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যেকের ভাব ভঙ্গী জানিবেন; পশ্চাৎ তাঁহারদিগকে উপদেশের নিমিত্তে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। প্রথমতঃ কথোপকথন দ্বারা প্রত্যেকের ধর্ম্ম পিপাসা শান্ত করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্তে সভা করত শ্রোতাদিগের সাধারণ অধিকার ও ব্রহ্মজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সাধারণ ভাবে স্তোত্র বন্দনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা সকলের প্রীতি ভক্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিবেন। মনঃকল্পিত গল্প এবং পৌরাণিক অলিক গল্প দ্বারা তাঁহারদিগের চিত্ত রঞ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন না। প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে সে সকল অলীকতা বর্জন করিবেন। তাঁহারদিগকে ভগবানের পূজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যকতা জ্ঞাপন করত ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সোপানে আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবেক। ঐ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেই চতুর্দ্দিগে অন্ধকার ও তর্ক-জাল বিস্তৃত হইবেক।

৬। যাঁহারদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই, অথচ যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানেরও অধিকারী নহেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহারদিগের সহিত উগ্র-তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া যথা-অধিকার, যথা ধারণা তাঁহারদিগকে এক ঈশ্বরের উপাসনায় আনয়ন করিবেন। যাহাতে তাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভক্তির আধিক্য হয়, এমত সকল পরমারোগ্য জনক উপদেশ প্রদান করিবেন। সর্ব্বদা তাঁহারদের আত্মার

পরিচয় লইয়া তাঁহারদের প্রকৃত অভাব জ্ঞাত হইবেন। সেই অভাব পূরণের উপায় তাঁহারদের আত্মাতেই আছে; অনুসন্ধানদ্বারা তাহা অবগত হইয়া, তাঁহারদের আত্মার দ্বারা সেই অভাবকে আত্মীয়ভাবে পূরণ করিয়া দিবেন এবং অধিকারের উন্নতি অনুসারে ক্রমে উচ্চ উচ্চ জ্ঞান ও প্রীতির ভাব শিক্ষা দিয়া তাঁহারদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় আকর্ষণ করিবেন। প্রাচীন শাসন অভাবে তাঁহারদের মধ্যে সুরা, নৃত্যগীত, রঙ্গরস মিথ্যা আহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে কোন মতে উৎসাহ প্রদান করিবেন না, প্রত্যুত সর্ব্বদা ভগবানের নাম-সহকারে বিবিধ নীতিগর্ভ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগকে শান্ত করিবেন। এই প্রকার শান্তিযোগে তাঁহারা ব্রহ্মযোগের অধিকারী হইবেন।

৭। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বৃথা আমোদ প্রমোদে কাহাকেও ধন, শরীর ও সম্মতি দ্বারা উৎসাহ দিবেন না। যাহা করিলে সুরাপায়ী, অলস, বেশ্যা, চোর, উৎকোচপ্রিয়, পরনিন্দুক প্রভৃতি ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের পোষকতা হয়, সে কার্য্য হইতে সাবধানে দূরে থাকিবেন।

৮। ব্রহ্মোপাসক জীবন নির্ব্বাহজন্য অবশ্যই ব্যবসায়াদি কর্ম্ম করিবেন; কিন্তু কর্ম্মেতে কখনও জড়িত হইবেন না। দৈনিক কর্ম্ম সকল শীঘ্র শীঘ্র সুচারুরূপে নির্ব্বাহ দ্বারা মুক্তি গ্রহণ করিবেন। মধুমক্ষিকার ন্যায় পক্ষমুক্ত হইয়া সংসারের মধুপান করিবেন, কিন্তু পিপীলিকার ন্যায় তাহাতে ডুবিয়া থাকিবেন না। তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ই

পণ্ড হইবেক। ন্যায্য-রূপ সময়, ন্যায্যরূপ উপায়, যথা-শক্তি, যথাজ্ঞান এবং যথাবিশ্বাস ব্যবহার দ্বারা জীবিকা-প্রদায়ক কর্ম্ম সমাধান্তে এবং উপযুক্ত পরিমাণ বিশ্রাম এবং সংসারের ব্যাপার সমস্ত দর্শনাবেক্ষণান্তে যে সময় অবশিষ্ট থাকিবেক, তাহা পরম পবিত্র, পরম-শান্তিপ্রদ পরমানন্দ-জনক ব্রহ্মারাধনায়, ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠে, ব্রহ্মনাম গানে, ব্রহ্মনাম দানে, কনিষ্ঠাধিকারীকে উপদেশ প্রদানে, দেব প্রসঙ্গে, মঙ্গল প্রসঙ্গে নিয়োগ করিবেন; এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্লাবিত হইয়া, যথা দিনে যথা সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে গমন করত ব্রাহ্মোপাসনা, ব্রহ্মগুণ গান এবং ব্রহ্মনাম প্রচার করিবেন।

দশম-অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানের সমবেত আলোচনা। সবল ও দুর্ব্বল সমুদয় ভদ্রলোকের জন্য সাধারণ উপাসনা ও উপদেশ।

১। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি ভাগ থাকা উচিত। প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞানালোচনা ও উন্নতভাবে ব্রহ্মোপাসনা করার বিভাগ; দ্বিতীয়তঃ সবল, দুর্ব্বল, সমুদয় ভদ্রলোকের জন্য সাধারণ উপদেশ ও উপাসনার বিভাগ; তৃতীয়তঃ দুর্ব্বলাধিকারীগণকে তাঁহারদিগের স্ব স্ব ধারণানুযায়ী কনিষ্ঠোপসনার যোগে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার বিভাগ।

২। এই ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের উপাসনা ও আলোচনা ব্রাহ্মসমাজগৃহে হইবেক। শেষোক্ত প্রকারের উপদেশ বাহিরে প্রদত্ত হইবেক। ফলে, তাহার নিয়ম, পদ্ধতি প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতেই লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবেক।

৩। ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা হইবেক এবং যে সর্ব্ব সাধারণের উপাসনা হইবেক, তাহার মধ্যে কখনই যেন পরিমিত দেবদেবীর নাম গন্ধও না থাকে। কেবল ব্রহ্মই ব্রাহ্মসমাজের গতি, মুক্তি, আদর্শ, উদ্দেশ্য থাকিবেন। সেই মহোচ্চ লক্ষ্যই মানব মাত্রের গম্য স্থান হইবেক। কনিষ্ঠোপাসকেরা স্ব স্ব বিচিত্র ধর্ম্ম-মত সকল তাহারই সোপান-স্বরূপে অবলম্বন করিবেন। অতএব সেই পূর্ণ ও উচ্চ-আদর্শ যাহাতে অল্প বা নিম্ন না হয়, অথবা তাহার স্থলে যাহাতে কোন পরিমিত মূর্ত্তি অথবা পরিমিত ভাব আরূঢ় না হয়, ব্রহ্মোপাসক-দিগকে এমত সাবধান থাকিতে হইবেক। ব্রহ্মের মহোচ্চ হৃদয়-প্রফুল্ল-কর ভাবকে অল্প-বুদ্ধি উপাসকদিগের অনুরোধে পরিমিত করিয়া ফেলিলে কালেতে ব্রাহ্মসমাজে পরম মুক্তি-প্রদ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, ও ব্রহ্মজ্ঞানীর অভাব হইবেক। ফলে, জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানীর অভাব হইবেক না। তবে এই মাত্র দুঃখের বিষয় হইবেক যে, ব্রাহ্মসমাজের সহিত সে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন সংশ্রব থাকিবেক না।

৪। উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা, ব্রহ্মস্বরূপ-চিন্তন, ব্রহ্মযোগ-সাধন, ব্রহ্মের ভাব ধারণ, ব্রহ্মদর্শন, ইত্যাদি

উপাসনা কার্য্যের নিমিত্তে সময়ে সময়ে প্রত্যেক ব্রাহ্ম-সমাজস্থ উচ্চাধিকারীগণের অধিবেশন হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে ব্রাহ্মসামাজের মধ্যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি মহা-প্রাণ সঞ্চারিত হইতে থাকিবেক; এবং সেই আলোক সম্মুখে দেখিয়া কনিষ্ঠোপাসকেরাও আপন আপন অধিকারের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিবেন।

৫। মানবের যেমন বিশেষ বিশেষ সবল বা দুর্ব্বলাধিকার আছে, তেমতি সমস্ত মানবের ঈশ্বরোপাসনার এক সাধারণ অধিকার আছে। সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ ব্রহ্মকে আকাশই ভাবুন, কেহ তেজই ভাবুন, কেহ চতুর্ভুজ বলিয়াই ভাবুন, আর কেহ নিরবয়ব, মঙ্গলস্বরূপই চিন্তা করুন, কিন্তু তাঁহার করুণা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার দয়া সকলেই বুঝিবেন। অতএব ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে যে যে ভাগ সাধারণতঃ সকলে একেবারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এমত সকল বিষয়ের উপদেশ ও ব্যাখ্যাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ উপাসনা বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তথা কাহারো বিশেষ অধিকার লক্ষ্য করিয়া কনিষ্ঠোপাসনার উপদেশ দেওয়া যাইবেক না, এবং অতি উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানও বিবৃত হইবেক না। তথাপি যখন সকলকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে আকর্ষণ করা উচিত, তখন তাদৃশ প্রকাশ্য সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ যেন ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার আনন্দজনক উৎসাহ স্বরূপ হয়।

৬। তাদৃশ সাধারণ উপাসনা-সভাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব থাকা উচিত নহে। তথা ব্রাহ্মদিগের

যেমন অধিকার, অন্যেরও তদ্রূপ। সুতরাং ব্রাহ্মগণের বা অন্যের সাম্প্রদায়িক ভাব তথা যেন প্রকাশ না পায়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা ক্রমেই এক সাম্প্রদায়িক মতে আবদ্ধ হই-তেছেন। অতএব সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা সভায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্রহ্মনাম শ্রবণের যেমন অধিকার আছে, ব্রাহ্ম-দিগের তাহা অপেক্ষা অধিক অধিকার নাহি। এই কথা সকলের অবগত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মেরা যদি আপনাদের সাম্প্রদায়িক ভাবের সহ ব্রাহ্মোপাসনা করিবার মানস করেন তবে তাহার জন্য স্বতন্ত্র সমাজ বা ভজনালয় করুন। তাদৃশ উপাসনা মন্দিরের নাম ব্রাহ্মসমাজ রাখা উচিত হইবেক না। যদি তাঁহারা সে নাম রাখেন, তবে তাহার সহিত এতাবত কালের প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা যদি ব্রাহ্ম-দলের নাম ব্রাহ্মসমাজ রাখেন, তাহারও সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের কোন ছন্দাংশ নাই। অগ্রে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া পরে ব্রাহ্মদল হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মদলকে যদি আর ব্রাহ্মসমাজ না বলা যায়, এবং "ব্রাহ্মসমাজ" পূর্ব্বে যে উপাসনা স্থানকে বুঝাইত যদি কেবল তাহাই বুঝায়, তবে অনেক গোলযোগ নিবা-রিত হইবেক। তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজ এক মাত্র ব্রাহ্মদলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া সকল সম্প্রদায়ের অভেদ-সম্মিলন ক্ষেত্র হইয়া উঠিবেক।—

৭। কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত যে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের সাম্প্র-দায়িক মতের বড় আন্দোলন দেখা যায় না। যদিও তাহার

কর্ত্তৃপক্ষেরা ভারতীয় দুর্ব্বলাধিকারীগণের আত্মার স্বাভাবিক আবশ্যকীয় কনিষ্ঠ ধর্ম্মের উপদেশ দিতে প্রকাশ্যরূপে দণ্ডায়মান হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহারদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে অতি উদার বোধ হইতেছে। তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে এইরূপ বলিয়াছেন যে——

"সমাজ বন্ধনে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ন্যায় ব্রাহ্মদিগের অতি ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" (তত্ত্ববোঃ, শ্রাবণ ১৭৯১)।

"ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে সমুদয় মনুষ্য জাতি সাধারণতঃ সমান উন্নতিতে কখনই আরোহণ করে না।" তত্ত্ববোঃ, কার্ত্তিক ১৭৯১) "স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে সেই আদ্যকালের জড়োপাসনা অনেকের নিকট শ্রেষ্ঠ-প্রণালী বলিয়া অদ্যাপি পরিগৃহীত রহিয়াছে। সেই কল্পিত দেব দেবী সকল অনেকের ভক্তিসূত্রে অদ্যাপি অনুস্যূত হইয়া আছে এবং সভ্যাভিমানী প্রসিদ্ধ জাতি সকলের মধ্যেও মনুষ্যোপাসনা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে।" তত্ত্ববোঃ

"অনেকে পরিমিত মনুষ্যত্বকেই সাধ্যানুসারে বিস্তৃত করিয়া, মনুষ্যের স্নেহ, প্রেম, দয়াকে, মনুষ্যের মনকে, কল্পনা দ্বারা দীর্ঘতর করিয়া মনোবিহীন ঈশ্বরবোধে আরাধনা করিতেছেন। এতাবতা আমরা ইহাঁরদিগের কাহারো প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছি না; কেবল এই মাত্র বলিতেছি যেমন একদিকে অনেক আত্মা অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে এখনও অনেক আত্মা বর্ত্তমান উন্নতির নিম্নে সঞ্চরণ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে

উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতেছেন মনুষ্যজাতি এখনও তাহার নিম্নে অবস্থান করিতেছে, ইহাতে আমরা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি না। ঈশ্বরের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থানুসারেই মনুষ্য জাতি জড়োপাসনা আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারই সন্নিহিত হইতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের করুণাকেই ধন্যবাদ করিতেছি; এইরূপ না হইলে মনুষ্যজাতি ধর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিত; এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি তদনুসারেই ঈশ্বরের নিকট গমন করিবার নিমিত্তে চেষ্টান্বিত আছেন। মনুষ্য সাধ্যানুসারে জড়ের উপাসনা করুন, অথবা ঈশ্বরের পূর্ণতাকে শূন্যের ন্যায় অনবলম্বনীয় ভাবিয়া ধাত্রী-কার্য্যের নিমিত্তে কোন তেজস্বী পুরুষের অনুসন্ধান করুন; ইহার কোনটিই দুস্তর নরকের হেতু নহে। প্রত্যুত সমুদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতে আরোহণ করিবার সোপান-স্বরূপ।” তত্ত্ববোঃ, কার্ত্তিক ১৭৯১।

“ঈশ্বরেরও এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে যে তিনি সকল প্রকার উপাসককেই তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করেন। এমন কি পৌত্তলিক তাঁহার পুত্তলিকার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পুষ্পচন্দন ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেন। * * * সুতরাং সকল ব্যক্তিরই উপাসনা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; ইহা মনে করিয়া রাখিতে না পারিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া পড়িবেন। আমারদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি ঈশ্বরের বিষয় যে রূপ বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপ ভাবেই

তাঁহার উপাসনা করুন, বুঝিবার অপেক্ষাতে উপাসনা স্থগিত না থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা তাঁহার সেইরূপ উপাসনার মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহার উপাসনার উৎকর্ষ আপনা হইতে হইবে।” (তত্ত্ব-বোঃ পৌষ, ১৭৯১।)

৮। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের এই যে কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা গেল আমারদের প্রায় সমুদয় অভিলাষ তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে*। এখন তাঁহারা যদি তদনুসারে কার্য্য করিতে ব্রতী হন এবং বাহিরের নিমিত্তে প্রচারক নিযুক্ত করিয়া দেন, বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের অশেষ উন্নতি হইতে পারিবে।

৯। অতঃপর ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানে পুষ্ট থাকে তদ্বিষয়েও প্রাচীন সমাজের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। দুর্ব্বলাধিকারিগণের প্রতি তাঁহারদের যেমন ঔদার্য্য দেখা

---

* এই প্রস্তাব যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবার সময় ১৭৯৩ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই প্রকারের আর একটি পোষকতা পাওয়া গেল যথা— “যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার ভারতবর্ষের অদ্যকার নিস্তেজ হৃদয়ে তেজঃ সঞ্চার করিতে, নিদ্রিত ভারতবর্ষকে জাগরিত করিতে, শতধাবিভক্ত ভারতবর্ষকে প্রণয় ও দেশহিতৈষীতার নামে এক করিতে সমর্থ হইবে, যেরূপ ধর্ম্ম প্রচারে ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে দেবব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের সত্যানুরাগ, লক্ষণের জিতেন্দ্রিয়তা এবং পুরাতন তাপসগণের ব্রহ্মচর্য্যার ভাব পুনরানয়ন করিতে পারিবে, যেরূপ ধর্ম্মপ্রচারে ভারতবর্ষ ঊর্দ্ধে ঈশ্বর ভক্তি এবং লৌকিক জগতে লোকস্থিতি এই দুই স্থিরতারকের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বতোমুখ উন্নতিসহকারে ক্রমে পৃথিবীর জাতি সমাজে আসন পরিগ্রহ করিতে অধিকারী হইবে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম প্রচার”—ইত্যাদি।

গেল, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি—সবলাধিকারিগণের প্রতিও তাঁহারদের তেমনি ঔদার্য্য দেখা যাইতেছে। তাঁহারা কহেন যে, "ব্যক্তি বিশেষ যতই নিম্নে অবস্থান করুক, আদর্শ উচ্চ-স্থানেই থাকিবেক।" (তত্ত্বঃ-বোঃ মাঘ, ১৭৯২।)

১০। এতাবতা প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজে যখন সাম্প্রদায়িক গোলমাল নাই, অথচ যখন তাহার উপদেশ সকল মহাব্রহ্ম-জ্ঞানকে প্রসব করে, তখন তাহার প্রকাশ্য উপাসনা সভায় এবং সেই প্রণালীর অন্যান্য সমাজে কোন সম্প্র-দায়েরই উপস্থিত হওয়ার বাধা নাই। কিন্তু ইতর লোক-দিগের নিমিত্তে সাধারণ উপদেশের স্বতন্ত্র প্রণালী সৃষ্ট করা নিতান্তই কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে স্থানান্তরে উল্লিখিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্ম-নায়ক।

১। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি পুরুষকে ব্রহ্মবোধে পূজা করেন, তাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী। তাঁহারদের তদ্রূপাচরণে আমারদের আপত্তি নাই। ফলে, তাদৃশ উপাসনা করিতে করিতে তাঁহারা যাহাতে পরম মুক্তিপ্রদ সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানে আগমন করেন, ইহাই আমার-দের ইচ্ছা।

২। যাঁহারা উক্ত পুরুষদিগকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন অথচ অভ্রান্ত ও পরমভক্ত ও মুক্তিদাতা ধর্ম্মনায়করূপে

উপাসক-সম্প্রদায় বিশেষের শিরোদেশে স্থাপন করিতে চান, তাঁহারদের তদ্রূপাচরণে আমারদিগের আপত্তি আছে।

৩। পরমেশ্বরের বোধ সকলেরই আত্মাতে। অতএব পরমেশ্বরের উপাসনায় সকলেরই আত্মীয় অধিকার। তাহাতে অধিকারের দৌর্ব্বল্য বশত কোন ব্যক্তি সেই ভগবানকে কৃষ্ণই বলুক বা খৃষ্টই বলুক বা চৈতন্য মহাপ্রভুই বলুক, তাহাতে তাহার অধিকার আছে।

৪। কিন্তু কোন মানবকে মানব জানিয়া দেবতার ন্যায় পূজা ও ভক্তি করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির আত্মা ততখানি লালায়িত নহে। তথাপি কোন পুরুষকে ভগবদ্ভক্ত জানিলে বা কোন পুরুষের মহৎগুণ দেখিলে, বা তাহা থাকা বিশ্বাস হইলে, তাদৃশ পুরুষের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধার উদয় হয়; তাহা স্বাভাবিক। কোন্ অর্ব্বাচীন তাহাতে আপত্তি করিবে? ফলে, তাদৃশ পুরুষকে যে সকলেই সেইরূপ মহৎ ও পরমভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে এমত প্রত্যাশা করা ভ্রম।

৫। জানিলে ও বুঝিলে তো লোকে সেরূপ পুরুষের প্রতি ভক্তি করিবে? কিন্তু তাহা জানা বা বুঝা বিশিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও করুণা যেমন ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, কৃষ্ণ বা খৃষ্টের অস্তিত্ব বা মহামহত্ত্ব তদ্রূপ হৃদয়ে মুদ্রিত নাহি। সুতরাং বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহারদের ধর্ম্মনায়কত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কটি-বন্ধন করা নিষ্প্রয়োজন।

৬। তুমি বাইবেল দ্বারা খৃষ্টের, মহাভারতাদি দ্বারা কৃষ্ণের, চৈতন্য-ভাগবৎ দ্বারা চৈতন্যের, কোরাণ দ্বারা

মহম্মদের মাহাত্ম্য প্রমাণ করিবে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহারদিগকে ঈশ্বরের অংশ বা অবতার বলিয়া মানেন, তাঁহারাও তাহাতে আপত্তি করিবেন, এবং যাঁহারা সেরূপ না মানেন তাঁহারাও তাহাতে আপত্তি করিবেন।

৭। তথাপি তুমি যদি খৃষ্ট বা চৈতন্যকে তোমার ধর্ম্মনায়ক কর এবং তাঁহারদিগের প্রতি ভক্তি করা ধর্ম্মের অঙ্গরূপে স্থাপন কর, তবে তুমি এক নূতন কীর্ত্তি করিলে। তুমি খৃষ্টকে দেখ নাই, তাঁহার চরিত্র বাইবেলে পড়িয়াছ, এবং জনকতক সাহেব তাঁহাকে নবীনবেশে সাজাইয়া তোমার কর্ণ দ্বারা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন। এখন বাইবেলের খৃষ্ট-চরিত্রে যদি ভুল থাকে তবে ঐ সাজসজ্জা কল্পিত হয় কি না? চৈতন্যের বা মহম্মদের যে সকল চরিত্র প্রকাশিত হইলে তোমার কার্য্য-উদ্ধার হয়, তুমি চৈতন্য-ভাগবৎ ও কোরাণ হইতে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহারদিগের অঙ্গরাগ করিতেছ, তাহা কি কল্পনা নহে? তুমি মানসনেত্রে তাঁহারদিগকে সেই নববেশে দেখিয়া ধর্ম্মের অঙ্গরূপে ভক্তি করিতেছ, তাহা কি কল্পনা নহে? আমরা ইহাকে একরূপ নবতর পৌত্তলিকতা বলি।

৮। প্রত্যেক লোককে ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করিয়া যখন ব্রহ্মের উন্নত উপাসনায় লইয়া যাওয়াই আমারদের উদ্দেশ্য, তখন ভারতীয় তেত্রিশ কোটী দেবগণের মধ্যে এইরূপ নবতর নরপূজা যাহাতে প্রবিষ্ট না হয় তাহাই আমারদের ইচ্ছা।

৯। এদেশীয় অভিনব ব্রাহ্মেরা যখন বহু ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান সম্প্রদায় ও অপরাপর ইউরোপীয় ও মারকিন একেশ্বরবাদীরা খৃষ্টকে ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান আদর্শ ও গুরু করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহারদেরও মনে ইচ্ছা হইল যে বিলাতের ও এমেরিকার একেশ্বরবাদীরা যদি খৃষ্টকে ধর্ম্মনায়ক করিলেন, তবে এদেশের ব্রাহ্মদিগেরও খৃষ্টকে ধর্ম্মনায়ক ও ধর্ম্মশিক্ষার আদর্শ করা উচিত। এই ভাবটি তাঁহারদের মধ্যে গোপনে গোপনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৭৮৬ শকের পৌষমাসে ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি দলে বিভক্ত হইল। তাহার পর হইতে অভিনব ব্রাহ্মেরা খৃষ্টকে আদর্শ করার ঔচিত্য বিষয়ক মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারদের মনে যে ঐ ভিন্নজাতীয় ভাবটি পূর্ব্ব হইতেই প্রতিপালিত হইতেছিল, বোধ হয় প্রাচীন ব্রাহ্মেরাও একটু একটু করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় হিমগিরি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ১৭৮০ শকের ২৯ শে পৌষ যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য আদর্শের অনুকরণ করা যে অশ্রদ্ধেয় ও নিকৃষ্ট তাহার ইঙ্গিত আছে, এবং ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি বক্তৃতাতেও তাহার আভাষ রহিয়াছে। তথাপি বোধ হয় অভিনব ব্রাহ্মদিগের সংসর্গগুণে তখন প্রাচীন ব্রাহ্মেরাও অনেকটা বিভ্রান্ত হইয়া নানাবিধ বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে তাহার সত্যতা নিরূপণ করা সুকঠিন;

কেননা সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'সম্পাদন-কার্য্য অভিনব ব্রাহ্মগণের হস্তে ছিল। তাঁহারা অবশ্য তাহাতে আপনারদিগের মনোগত ভাবই প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ১৭৮৬ শকের যে পৌষমাসে ব্রাহ্মগণের পার্থক্য হইল, সেই পৌষমাসের পত্রিকাতেই ধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টকে আদর্শ বা গুরুরূপে স্থাপন করা যে নিতান্ত অনুচিত তাহা প্রদর্শনার্থে এফ্, ডবলিউ, নিউম্যান কৃত ধর্ম্মনায়কতার অবৈধতা বিষয়ক এক সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রস্তাব প্রকাশিত হইল।

১০। অভিনব ব্রাহ্মেরা প্রথমতঃ মহল্লোক মাত্রকেই যে আদর্শ ও ভক্তি করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রকাশ করিতেন এমত নহে। প্রথমতঃ, তাঁহারা অধিকাংশই এই বলিতেন যে খৃষ্টই একমাত্র আদর্শ ও ধর্ম্মনায়ক। খৃষ্ট কর্ত্তৃকই জগতের ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব খৃষ্টকে গুরু ও অনুকরণ করা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবেক না। কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা অচিরেই যখন দেখিলেন যে বিলাতীয় উষ্ণবীর্য্য ঔষধির ন্যায় ম্লেচ্ছ গুরু খৃষ্ট এদেশীয় লোকদিগের কোমল ধাতুতে সংলগ্ন হইল না, তখন সেই খৃষ্টের সঙ্গে তাঁহারা চৈতন্যকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তাহাতেও পাছে অন্যায় পক্ষপাত প্রকাশ পায়, এজন্যই বোধ হয় মহল্লোক মাত্রকেই ভক্তি করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া ক্রমে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ফলে, খৃষ্টকেই বিশেষরূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পথের নেতা করাই তাঁহারদের প্রধান উদ্দেশ্য, মূলেও ছিল, এখনও রহিয়াছে। নতুবা বড় দিন ও গুড্‌ফ্রাইডেতে মুঙ্গের নগরে যেমন খৃষ্টের

উপাসনা হইয়াছিল সেইরূপ চৈতন্যের প্রতি তাঁহারদের তাদৃশ ভক্তি থাকিলে যথা তিথিতে অবশ্য তাঁহারও পূজা হইত। যাহা হউক, বোধ হয়, লোক-ভয়েতে খৃষ্টের সেরূপ প্রকাশ্য পূজা এখন স্থগিত হইয়াছে। সুতরাং সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

১১। আমাদের মত এই যে, কোন এক ধর্ম্মের মধ্যে এদেশে কোন এক মানবকে অভিনব রূপে নায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত করাই অনুচিত, কারণ তাদৃশ ব্যক্তিকে সকলে প্রধান বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য নহে, পরং হয়তো কালেতে জ্ঞানের অভাব হইলে তাদৃশ মানবের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়া তাঁহাকে একটি দেবতার পদে প্রতিষ্ঠা করা যাইতেও পারে। প্রাচীন দেবগণের অধীনতা হইতে মানব অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে, কিন্তু তাদৃশ নবীন দেবগণের পাশ হইতে মুক্তি লাভ করা সহজ ব্যাপার হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবগণকে ব্রহ্মোপাসক শাস্ত্রানুসারেই পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঐ রূপ অশাস্ত্রীয় নায়ক—দেবেরা ব্রহ্মোপাসনার মধ্য পথে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবেক।

১২। অভিনব ব্রাহ্মেরা খৃষ্টকে সত্য-ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার চরিত্রে অনেক দোষ দৃষ্টি করিতেছি। বাইবেলই সেই সকল দোষ প্রমাণ করিয়া দিতেছে। অতএব পুরাবৃত্ত ও বিচার দ্বারাও যে খৃষ্টকে ধার্ম্মিকতার প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, তিনি কি মতে সকলের আদরণীয় হইতে পারেন?

১৩। মনে কর, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় খৃষ্টের ঐরূপ দোষ দেখিয়া খৃষ্টকেই মহল্লোক বলিয়া গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে ও ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে মহল্লোকের আদর্শ অবলম্বন করা ও মহল্লোককে ভক্তি করা অত্যাবশ্যক, এ বোধ যদি তাঁহারদের মনে জাগরুক থাকে, তবে, সেই বোধানুসারে তাঁহারা খৃষ্টের পরিবর্ত্তে চৈতন্যকে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে কালেতে খৃষ্টীয়-ব্রাহ্ম, গৌরাঙ্গীয়-ব্রাহ্ম, মহম্মদী-ব্রাহ্ম দল হওয়ার বিচিত্র নাই। যদি তাহাই হয় তবে নানক পন্থী, চৈতন্য-সম্প্রদায়, খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ও মহম্মদী-সম্প্রদায় কি দোষ করিল? অতএব ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে কাহাকেও ধর্ম্মনায়ক পদে বরণ না করাই কর্ত্তব্য। সে ভাবকে মন হইতে দূর করাই উচিত।

১৪। কিন্তু যদি নায়ক-বাদী-ব্রাহ্মেরা এমন কথা বলেন যে পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা ঐ সকল সাধুদিগের দোষ গুণ বিচারের প্রয়োজন নাই। শত শত লোক তাঁহারদের পদানত হইয়াছেন, তাঁহারদের দ্বারা জগতে শত শত উপকার হইয়াছে, অতএব তাঁহারদিগকে পূজা দেওয়া ধার্ম্মিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই কথায় এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, আমরা কি অন্ধ হইয়া তাঁহারদিগকে ভক্তি করিব—না তাঁহারদের এক গুণ ধার্ম্মিকতাকে বহুগুণে কল্পিত করিয়া তাঁহারদের পূজা করিব?

১৫। আর গুরুবাদী ব্রাহ্মেরা যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহারদের মধ্যে অনেকে এখনও খৃষ্ট, চৈতন্য, প্রভৃতি মহল্লোকের আদর্শতাও অবলম্বন ব্যতীত সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত হন নাই, বিশেষতঃ বর্ত্তমান-কালে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে অনেকে খৃষ্টের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন, সেই জন্য খৃষ্টকে বিশেষ করিয়া ও চৈতন্যকে অল্প করিয়া সাধারণের ধর্ম্ম-শিক্ষার আদর্শ করা গিয়াছে। তাহা হইলে তদ্রূপ দুর্ব্বল ব্রাহ্মজ্ঞানীদিগের নিমিত্তে সেই তাৎপর্য্যে স্বতন্ত্র উপাসনা স্থান করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা ও অন্যে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে তাদৃশ কনিষ্ঠোপাসনা করিতে করিতে অন্তে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনায় আরোহণ করাই তাঁহারদের লক্ষ্য। নতুবা তাঁহারদের স্থূল বুদ্ধি যোগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনার পরম স্থান ব্রাহ্মসমাজকে চিরকালের নিমিত্তে কলঙ্কিত ও স্থূলোপাসনার মন্দির করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানে বিন্দুমাত্র ভ্রম ও তর্ক নাই, সর্ব্বসাধারণের এই বিশ্বাস যেমন ভারতবর্ষে চির-কাল থাকিয়া আসিয়াছে, এখনও সেইরূপই থাকা বিধেয়। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানই লোকের আদর্শ হইবেক; খৃষ্ট, চৈতন্য নহে।

১৬। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য মহত্তর। ব্রাহ্মসমাজ আপনি পরিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম-ব্রাহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া যেমন দুর্ব্বলাধিকারীকে তাঁহার স্বীয় ধারণা ও অধিকার অনুসারে উন্নত করিবেন, সেইরূপ অভিনব ব্রাহ্মেরা যদি খৃষ্টের ধর্ম্ম-নায়কত্ব পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁহারদিগকেও দুর্ব্বলা-ধিকারী জ্ঞান করত, তাঁহারদের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। কিন্তু এই ভয় হয়, যে বাই-বেলে খৃষ্টশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান নাই—অতএব, বাইবেল-অবলম্বী

দুর্ব্বল ব্রাহ্মকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপোসনায় আকর্ষণ করা বড় সহজ হইবে না।

১৭। পুনরায় কহি, সাধুলোকদিগকে আমরাও মান্য করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা গোঁড়ামি ও বিজাতীয় অনুকরণের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। উন্নত ব্রাহ্মেরা আমারদের হিত কথা না শুনিলে আমরা কি করিতে পারি? কিন্তু তাঁহারা যেন মনে রাখেন, এদেশে ঐরূপ বৈদেশিক বিপত্তি যতই কেন ধর্ম্মের নামে আগমন করুক না, ভারতীয় পরীক্ষা করা শাণিত ব্রহ্মাস্ত্রে কালেতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবেক।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকার।

১। যাহা আমারদের আত্মার যত নিকট তাহা আমারদের তত আত্মীয়।

২। অচেতন অপেক্ষা চেতন পদার্থ, পশ্বাদি অপেক্ষা মানব, বিদেশী অপেক্ষা স্বদেশী, এবং অন্যলোক অপেক্ষা পিতা মাতা ক্রমে আমারদের অধিক অন্তরঙ্গ। কিন্তু আমারদের আত্মার বিবেক, প্রীতি ও ব্রহ্মজ্ঞান তদপেক্ষাও অধিক অন্তরঙ্গ এবং তাহাই আমারদের "আত্মীয়-অধিকার।"

৩। যাহা যত অন্তরঙ্গ আমরা স্বভাবতঃ তাহাতে ততই আকৃষ্ট থাকি। আত্মা ও ঈশ্বরের জন্য পিতা

মাতাকে, পিতা মাতার জন্য ভ্রাতাকে, ভ্রাতার জন্য স্বদেশীকে, স্বদেশীর জন্য বিদেশীকে, মানবের জন্য জন্তুকে, জন্তুর জন্য অচেতনকে ত্যাগ করা যায়। ঈশ্বরকে কাহারো জন্য ত্যাগ করা যায় না।

৪। ঐ রূপ অন্যদেশীয় শাস্ত্র, ভাষা, ও ব্যবহার অপেক্ষা, মানবের স্বদেশীয় শাস্ত্রাদির সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা। তজ্জন্য স্বদেশীয় রীতিতে—স্বদেশীয় ভাষার স্তোত্র বন্দনা দ্বারা, যথা ধারণা, যথা অধিকার, ঈশ্বরের পূজা করায় সকলের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কি খৃষ্ট রাজ্যে, কি ভারতে, কার্য্যেও তাহাই হইতেছে। ইহারই নাম "স্বজাতীয়-অধিকার"।

৫। কিন্তু স্বদেশীয় শাস্ত্রাদি যদি বিভিন্নচেতা অধিকারিগণের মধ্যে কাহারো আত্মীয় অধিকারের অনুপযুক্ত হয়, তবে তাঁহার তাদৃশ শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবার অধিকার আছে। বাইবেলে অতি স্থূল ধর্ম্ম নাই, অতএব খৃষ্ট-রাজ্যের অত্যন্ত দুর্ব্বলাধিকারিগণ আপন আপন অধিকার অনুযায়ী অন্য কোন স্থূল ধর্ম্মাবলম্বন করত বাইবেল ত্যাগ করিতে পারেন। বাইবেলে উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানও নাই, অতএব বাইবেল পরিত্যাগে সে রাজ্যের সবলাধিকারিগণেরও অধিকার আছে। বাইবেলে যে কিঞ্চিৎ ভক্তি প্রেমের কথা আছে, সেই গুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইবারও তাঁহারদের অধিকার আছে; অন্য দেশের শাস্ত্রে তদপেক্ষা যে কিছু উত্তম থাকে তাহাও উদ্ধার করিয়া লইবার অধিকার আছে।

৬। ব্রহ্মজ্ঞান যে দেশের শাস্ত্রে থাকুক, সকলেরই পরমাত্মীয়। তথাপি স্বজাতীয় শাস্ত্রে থাকিলে, আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকার যুগপৎ চরিতার্থ হয়। স্বদেশের গৌরব জন্য আনন্দ হয়, সহজে বুঝা ও স্বদেশে প্রচার করা যায়।

৭। জনসমাজের মধ্যে সবল, দুর্ব্বল—উভয় প্রকার অধিকারীই বাস করে। অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র থাকিলে ভারতের কি গৌরব হইত? হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্ব প্রকার কনিষ্ঠাধিকারীর চিত্ত-প্রীতিকর ব্যবস্থা আছে এবং উচ্চাধিকারীর সম্ভোগার্থ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মহোচ্চভাব রাশি রাশি। নরপূজা সে উচ্চাধিকারের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অতএব হিন্দুশাস্ত্র পরিত্যাগে ভারতীয় ব্রহ্মবাদিগণের অধিকার নাই।

৮। যাঁহারদের স্বজাতীয় শাস্ত্রে উন্নত জ্ঞান ধর্ম্ম না থাকে, তাঁহারদের আত্মার মঙ্গল জন্য তাঁহারা অন্যজাতির শাস্ত্র হইতে উন্নত-ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহারদের আত্মার অধিকার আছে। স্বজাতীয় অধিকার সেই আত্মীয় অধিকারের প্রতিকুল্যাচার করিতে পারে না; কিন্তু আমারদিগের শাস্ত্রে যখন সকলই আছে, তখন অন্য দেশের শাস্ত্র হইতে কি ঋণ করিব?

৯। যদিও সকল আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার, কিন্তু তাহার উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণ বহুদর্শিতা-সাপেক্ষ—পূর্ব্ব পুরুষগণের উন্নতির নিদর্শন শাস্ত্রে। ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক-শাস্ত্রই ঐ অধিকারপোষক-বহুদর্শিতার প্রধান হেতু। সেই শাস্ত্র হইতে মানব পূর্ব্ব পুরুষগণের ব্রহ্মজ্ঞানের যে পরিমাণ পরি-

চয় পান, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সেই পরিমাণ উন্নতি লাভ করে।

১০। খৃষ্টানের কেবল বাইবেলই সম্বল। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য "খৃষ্ট আসিবেন," "খৃষ্ট-আসিয়াছেন," এই সুসমাচার প্রচার। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব আদৌ আনুসঙ্গিক, দ্বিতীয়তঃ স্থূল। তাদৃশ বাইবেল হইতে আমরা কি ঋণ করিব? তাহা যদি আমরা না করি তাহাতে আমাদের দোষ নাই, বরং প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু খৃষ্টানদেশের সবলাধিকারিগণ যদি হিন্দুশাস্ত্র হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া লন, তাহাতে তাঁহারদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। ফলতঃ, খৃষ্টকে স্থিরতর রাখিয়া তাঁহারা তাহাও লইতেছেন; এখন তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনুসরণ অর্থাৎ উদ্ধার করিতে হয় বলিয়া যদি আমরাও তাঁহারদের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ, ও কংফিউসসের গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ করিতে যাই, তাহা হইলে মহত্ত্ব প্রকাশ না হইয়া বরং হীনতাই প্রকাশ পাইবেক। আমারদের পূর্ব্ব পুরুষগণের রক্ষিত শাস্ত্রে যে পরিমাণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয়, তাহা আমারদিগের আত্মার ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারকে যত দূর উন্নত করিয়া দিতে পারিবেক অন্য দেশীয় বচন সকল তাহার পোষকতা না করিয়া বরং সেই উন্নতির পথে নানাবিধ স্থূল ভাব নিক্ষেপ করিবেক।

১১। ভারতীয়-শাস্ত্রোক্ত অবতার বৃন্দ ভারতীয় ব্রহ্মোপাসনাকে তত পীড়ন করিতে পারেন নাই। যত ম্লেচ্ছ অবতার খৃষ্ট, মারকিন ও ইউরোপীয় ব্রহ্মোপাসনার ব্যাঘাৎ

করিতেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা রূপ নির্দ্দেশ নামের উপাসনা ও অবলম্বনকে ব্রহ্মোপাসনার অধিকার হইতে স্পষ্ট বাক্যে পরিহার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খৃষ্টীয় শাস্ত্রকারেরা তাঁহারদিগের আশ্চর্য্য অবতারকে বর্জ্জন করিতে সাহসী হন নাই। খৃষ্টীয় শাস্ত্র অর্দ্ধ স্থূল ধাতুতে নির্ম্মিত। বাহ্য সূক্ষ্ম, অন্তর স্থূল—ইউরোপীয়গণ সেই স্থূল-ধর্ম্মে আবদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহারদের মধ্যে যাঁহারা ইদানি ব্রহ্মোপাসনার অভিমুখে অনেক দূর আসিয়াছেন, তাঁহারাও বড় ঊর্দ্ধ খৃষ্টের অবতারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার একাধিপত্যের কিছুমাত্র খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

১২। ইউরোপীয় গুরুবাদী-দুর্ব্বল ব্রহ্মজ্ঞানিগণ "খৃষ্টান" অর্থাৎ "খৃষ্টের সেবক" নামে যে পরিচিত থাকিতে চাহেন, তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কেননা খৃষ্টান পিতামাতার যোগে জন্ম, খৃষ্টান পরিবারে পালিত ও সুপরিচিত খৃষ্টান নামে আচ্ছন্ন থাকিয়া, এই অভ্যাসরূপ দ্বিতীয় প্রকৃতিকে তাঁহারা বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। কিন্তু এদেশীয় ব্রাহ্মদিগের সে খৃষ্ট বা বাইবেলের প্রতি তদ্রূপ স্বজাতীয় অধিকার নাই।

১৩। খৃষ্টের উপাসনায় যাঁহারদের স্বজাতীয় অধিকার আছে, তাঁহারা তাহারই মধ্যে থাকিয়া বাইবেল শাস্ত্র অনুসারে যত দূর সম্ভব উন্নত হউন। কিন্তু ইহাও বলা অনুচিত নহে যে, তাঁহারদের মধ্যে যাঁহারদের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আরো উন্নত হইবেক, তাঁহারদিগকে অধ্যাপক এফ্ ডবলিউ নিউম্যানের ন্যায়, অন্তে বাইবেল শাস্ত্র ও খৃষ্টান নামকে

পরিত্যাগ করিতে হইবেক। তথাপি তাদৃশ অবস্থায় তাঁহারা যতই কেন ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করুন না, তাহা তাঁহারদের প্রাচীনকালীন স্বজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক-শাস্ত্ররূপ-বহুদর্শিতার অভাবে, কখনই ভারতীয়-ব্রহ্মজ্ঞানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কাজেই তাঁহারা অন্তে ভারতীয়-ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় ধর্ম্মশাসন, রাজনীতি, উপাসনার ভাব, পরলোকের ভাব, প্রভৃতি যে অতি উৎকৃষ্ট ও পরমারোগ্যজনক এবং তাহা যে অতি পূর্ব্বকালে এদেশ হইতে গিয়া অসভ্য ইউরোপকে সুসভ্য করিয়াছিল, একথা ইউরোপীয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির স্রোতই এ দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপকে উর্ব্বরা ও ফলবতী করিয়াছে, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোতও যে এই দেশ হইতেই সে দেশে যাইয়া তথাকার খৃষ্টান ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিবেক তাহা অসম্ভব নহে। "বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন ইংলণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র হইতে সত্য উদ্ধৃত করিতেন, তখন কত সমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত তথাকার কেবল ব্রাহ্ম নহে কোন কোন উন্নতিশীল নামধারী খৃষ্টানও শ্রবণ করিতেন, এমন কি হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্য তাঁহারা যেমন সমাদর করিতেন বাইবেলের সত্যকে তেমন করিতেন না।" ইংলণ্ডের জ্ঞানী লোকেরা এইরূপ ঔদার্য্য প্রকাশ করেন বলিয়া আমাদের অভিনব ব্রাহ্মেরা মনে করিতেছেন যে আমাদেরও উচিত তাঁহাদের বাইবেল হইতে সত্য উদ্ধার করিয়া লই। কিন্তু তাঁহারা

ইহা বুঝিতেছেন না যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের সহিত আমারদের পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্ম-জ্ঞান-গর্ভ বচন সকল ইউরোপীয়দিগকে যত মোহিত করিবেক তাঁহারদের বাইবেলের সর্ব্বোচ্চ কথাও আমাদিগকে তত মোহিত করিবেক না; কারণ আমারদের শাস্ত্রে তেমন কথা রাশি রাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে বিচারাভাবে অভিনব ব্রাহ্মদিগের দ্বারা ভারতে পুঞ্জ পুঞ্জ অশুভ ফল সমুৎপন্ন হইতেছে।

১৪। ঐ প্রকার বিচারের দোষ ব্যতীত, ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করার ইচ্ছাও আমারদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গী, রীতি, নীতির অনুসরণ করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা 'হীন-অনুকরণ' শব্দের বাচ্য। ইংরাজী বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে অনেকে তাহাই অনুকরণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন ভূত, প্রেত নাই, তাঁহারাও ভূত, প্রেত মানিলেন না; পশ্চাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল ভূত, প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এ দেশের লোক মদ্য পায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন; পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারাও সভা করিলেন। একেশ্বর বাদী খৃষ্টানগণ কহিলেন যে, যিশুকে মানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যিশুকে অবলম্বন করিলেন। আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যিশুকে

ধর্ম্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাঁহারাও যিশুকে ত্যাগ করিবেন। হিন্দুশাসনকালে আমারদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন না। মুসলমানদিগের অনুকরণে বা ভয়ে আমারদের বর্ত্তমান অন্তঃপুর নির্ম্মিত হইল। এখন ইংরাজের রাজ্য, অতএব আমারদের যুবাগণ আপন আপন স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজলিষে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তখন এদেশের লোকেরা আপনারদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না*। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্র কথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন দেখিয়া অনেকে পড়িতে জান। বাঙ্গালা সম্বাদপত্র বা পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, কেবল ইংরাজী পুস্তক ও সম্বাদপত্র পড়িতেই ভাল লাগে। ইংরাজী ঔষধি ভাল, বাঙ্গালা ঔষধি মন্দ, ইংরাজী খাদ্য ভাল, বাঙ্গালা খাদ্য মন্দ; ইংরাজী পাদরী ভাল, বাঙ্গালা পণ্ডিত মন্দ; ইংরাজী বাইবেল ভাল, হিন্দুশাস্ত্র মন্দ; ইংরাজী সব ভাল, দেশীয় সব মন্দ।

১৫। কিন্তু হে স্বদেশ-হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে সমুদয় ভারতবর্ষ ঐরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। ইংরাজী উচ্চ-বিদ্যার প্রভাবে যে অল্প-সংখ্যক

* এই বর্ত্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহাদের অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসন প্রণালীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।

—SATURDAY REVIEW *vide* ENGLISHMAN, 6th may, 1871.

লোকের চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি কেবল তাঁহারদেরই মধ্যে ঐ বিজাতীয় ভাব বিরাজমান দেখিবে। তবে তাঁহারা কৃতবিদ্য, এজন্য রাশি রাশি সংবাদপত্র ও পুস্তক লিখিয়া এবং দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া আপনারদের আচরণের শুভ ফল, আপনারদের উন্নতি, আপনারদের দল বৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতেই বোধ হইতেছে যেন ভারতবর্ষ আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইল; কিন্তু তাহা নহে।

১৬। একবার গঙ্গাদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত সুরধুনীর উভয় কূল দৃষ্টি কর, দেখিবে লক্ষ লক্ষ বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলবধূগণ উচ্চৈস্বরে "মাতঃ শৈলসুতা স্বপত্নী বসুধা" রবের ধর্ম্মরাগ দ্বারা গগন ভেদ করিতেছেন। একবার হিমাদ্রী, ব্রহ্মপুত্র,পারাবার বেষ্টিত ভারতের গ্রামে গ্রামে,নগরে নগরে ভ্রমণ কর. দেখিবে বৈষ্ণবদিগের ভজনক্ষেত্র হইতে "প্রাণসখা হরির নাম" ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; শিবালয় সমূহ হইতে "হর হর বিশ্বেশ্বর" শব্দ বিস্তৃত হইতেছে এবং দেবার্চ্চনা-জ্ঞাপক শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোলের অশনি-নির্ঘোষে, স্ত্রীলোকদিগের পাষাণ ভেদী হুলাহুলি-ধ্বনি ও মঙ্গল-গান মাতর্ভারত ভূমির দিগ্বিতান পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ঘরে ঘরে শিবালয়,ঘরে ঘরে বিগ্রহ সেবা, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার, ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ব্রতহোম, অনশন, চণ্ডী, ভাগবৎ, ভগবদ্গীতা, পুরাণ, তন্ত্রাদিপাঠ প্রভৃতি সমুদয় ভারত-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে।

১৭। যত সংখ্যক লোকের মধ্যে ঐ প্রাচীন ভাব বিরাজিত আছে, তাহার তুলনায় ব্রাহ্ম সংখ্যাকে সংখ্যাই বলা

যায় না। এইক্ষণ যত ব্রাহ্ম হইয়াছে, তাহার বিংশতিগুণ বৃদ্ধি হইলেও ভারতে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবেক না।

১৮। স্বজাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার।— সে অধিকার হইতে স্বভাবতঃ কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা ঋণকৃত স্বজাতীয় ধর্ম্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে ভারত মৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্ম্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইব? যদি ইংরাজেরা স্থূল-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে ভারত মৃত্তিকার মঙ্গল-প্রসূন-স্বরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্ম্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্র যাহার গুরুভারের সহিত শত কোটী বাইবেল, ইঞ্জিল, তত্তরেৎ, জবুর, কোরাণ ও আবেস্তা এবং পারকার, নিউম্যান, কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তুপায়মান গ্রন্থ সমূহ সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমারদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার যুগপৎ আছে, তাহা মনে করিলেও পিতামহ পুরাণ পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।

ত্রয়োদশ-অধ্যায়।

পরকীয় ও বিজাতীয় বিষয়ে অধিকার।

১। পরকীয় ও বিজাতীয় ভাব বা বস্তু যত দূর আত্মার-ধর্ম্মের ব্যাঘাত-কর না হয়, বা স্বজাতীয় উন্নত-জ্ঞান ধর্ম্মের

এবং শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত মঙ্গল-জনক রীতি নীতিও অর্থ-বলের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা উপকার লক্ষ্য করিয়া তত দূর গ্রহণ করিতে মানবের অধিকার আছে।

২। পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় আদি কালে ভারতের তুলনায় অন্যান্য বর্ষ অসভ্য ছিল। তথাকার লোকেরা, নানাজাতীয় স্বভাবজাত ও শিল্পজাত বহুমূল্য মণিরত্ন রেসম ও কার্পাস, ধাতু ও অন্য দ্রব্য, এদেশ হইতে লইয়া গিয়া স্বীয় স্বীয় দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৩। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের জ্ঞানধর্ম্মের পরম রত্নাগার ও মঞ্চস্বরূপ ছিল। এখান হইতে তৎকাল-প্রচলিত যজ্ঞবন্দনা ও পুত্তলিকা পূজার অনেক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ভাগ ইরাণ, তুরাণ, আরব, মিসর, এবং যুনানে গৃহীত হইয়াছিল এবং এখান হইতেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চতুর্দ্দিগে প্রচারিত হইয়াছিল।

৪। ভারতবর্ষ যেন সেই আদিকালে ধর্ম্মের পাকশালা ছিল; তাহার অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হইত না। ঋষিরা সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া দিবা নিশি স্বদেশবাসী ও প্রতিবাসীগণের বিভিন্ন রুচি অনুসারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেন। পরমানন্দের সহিত তাহাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পরিবেষণ করিতেন। সেই সকল খাদ্যের এতই পারিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল যে, তাহার জন্য সকল লোকই লালায়িত হইত। কুলবধূরা পর্য্যন্ত তাহা ভোজন করিয়া যেন স্বর্গীয় অমৃত-রসে প্রমত্তা হইতেন।

৫। অতএব যাঁহারদের ঘরে ভক্ষ্য ভোজ্যের এত

আয়োজন তাঁহারদিগকে আর অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। শুদ্ধ যে তাঁহারা আপনারা অন্যের দ্বারস্থ হন নাই এমত নহে, আবার সন্তান সন্ততির জন্য, এমন সম্বল করিয়া গিয়াছেন যে, আমারদিগকে কোন কালে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, তাঁহারদের আশীর্ব্বাদে আমাদের স্বজাতীয়-অধিকার ধনধান্য রত্নরাজিতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমারদের শুভ্রহিরককে বিদেশীয় প্রবাল আর কত শোভা দান করিবে? এবং ইউরোপীয়গণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররূপ অগাধ-জলধির কি মর্য্যাদা বুঝিবেন?*

৬। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা যে বাইবেল দ্বারা অসভ্য দেশসমূহে ধর্ম্মজ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন তাহা, সম্পূর্ণরূপে না হউক, তথাকারই যোগ্য। ভারতের জ্ঞানধর্ম্মরূপ উজ্জ্বল মার্ত্তণ্ডের সম্মুখে সে খদ্যোৎ আসিয়া কত আলো দান করিবে?

৭। এক শতাব্দির অধিক হইল খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে এদেশে প্রচার করিবার বিবিধ যত্ন করা হইয়াছে। বাইবেলের অসংখ্য অসংখ্য অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা প্রচার হইয়াছে; খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থে কতই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মালয়ে, জনপদে, রাজপথে, নদীতীরে, আপণে, লীলাস্থানে, লোকযাত্রায় অসংখ্য অসংখ্য বক্তৃতা ও উপদেশ বিবৃত করা হইয়াছে; কিছুতেই ভারত-সন্তানদিগের

* "To fathom ancient India, all knowledge acquired in Europe avails nought."—M. LOUIS JACOLLIOT.

ধাতুতে তাহা সংলগ্ন হইল না। কেবল কতিপয় ইতর জাতি, কতিপয় অনায়াস-লব্ধ-অনাথ বালক বালিকা, আর কতিপয় অবোধ লোক বাধ্য হইয়া উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ত্রাণের জন্য নহে। তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দীন হীন ভাবে কালযাপন করিতেছে।

৮। ঐ সকল খৃষ্টানদিগের অনেকের মধ্যে অবোধ হিন্দুদিগের প্রতিপালিত কুসংস্কার সকল অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। হাঁচি, টিকটিকী পাড়িলে তাহারা যাত্রা করে না, প্রত্যূষে উঠিয়া বানরের মুখ দেখে না ও নাম করে না, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে কোন দ্রব্য কাটে না, রোগ হইলে কবজধারণ করে, জলপড়া, তৈলপড়া খায়, মন্ত্রতন্ত্র মানে, পেচা দেখিলে ডরায়, ডাইন মানে, ইত্যাদি*। অধিকারের উন্নতি না হইলে শুদ্ধ খৃষ্টান নামে কি হইতে পারে?

৯। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা হতাশ হইয়াছেন। যাই যাই সময়ে একবার ভারতীয় মধুর রীতিনীতি ও ভারতীয় মনোহর ভাবভঙ্গী দ্বারায় খৃষ্টধর্ম্মকে সাজাইয়া দেখিতেছেন তাহার শোভা লোকের চক্ষুকে আকর্ষণ করে কি না। সেই উদ্দেশে নগরসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা, আবার কথকঠাকুরেরা যেমন করিয়া পুরাণের কথা কহেন, সেইরূপ কথকতা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু কপির পৃষ্ঠদেশে ময়ূরের পুচ্ছ পরাইলে যেরূপ হস্যাস্পদ হয়, তাহাতে অবশেষে

---

*See History of Phulmani and Karuna—Chap, IV. Calcutta Christian Tract 1852. The superstitions therein noticed are still in full force among many Native Christians.

তাহাই হইবেক। খৃষ্টানদিগের দুরবস্থায় দুঃখ হয়। তাঁহারদের মধ্যে কেহ কেহ এখন চারিদিগে অন্ধকার দেখিয়া খৃষ্টনামের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। মনে করিতেছেন যে তাহা হইলে সুপরিচিত কৃষ্ণনামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদেশীয় খৃষ্টনাম গ্রহণ করিব; কিন্তু তাহাও পরিহাসের স্থল হইয়া উঠিবেক।

১০। যাহাই হউক, ভারতের আধ্যাত্মিক ধাতুতে বৈদেশিক ধর্ম্মমত কখন সহ্য হইবেক না। খৃষ্ট ও মহম্মদকে যতই নবীন বেশে উপস্থিত কর, কিছুতেই আমরা তাঁহারদের নাম, দৃষ্টান্ত, বা দেবত্ব গ্রহণ করিব না। কিন্তু যদিও বিদেশের ধর্ম্মমত গ্রহণ না করি, তথাপি আত্মারধর্ম্ম স্বজাতীয় উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান, এবং শিষ্টাচার পরিপালিত রীতি নীতিকে অনাহত রাখিয়া যত দূর সম্ভবে আমারদের বিদেশীয় বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি গ্রহণ ও উপভোগ করিবার অধিকার আছে।

১১। ইউরোপীয় বিজ্ঞানই ইউরোপকে জগতের মধ্যে উন্নত স্থান দিয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয়ধর্ম্ম নহে। ইউরোপীয় মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা এই সসাগরা-ধরণী যে কি পর্য্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ইউরোপীয় শব্দবিজ্ঞান, যাহা ভারতীয় বেদকে অবলম্বন করিয়া উঠিতেছে, তাহার সিদ্ধান্ত সকল মনোহর। ইউরোপীয় ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, যাহার প্রভাবে বাইবেলের লিখিত জগতের আধুনিকত্ব অপ্রমাণিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত জগতের প্রাচীনত্বের সম্ভবপরতা স্থিরতর হইতেছে, তাহার অব্যর্থ

সিদ্ধান্ত সকল কে খণ্ডন করিবেক? এই প্রকারের বিদ্যা সমূহ আলোচনা করিলে আমাদের মানসিক বল-বীর্য্য বৃদ্ধি হইবেক, এদেশীয় পরমার্থ শাস্ত্রাধ্যয়নে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে ও মানবের অধিকারতত্ত্ব নিরূপণে, আমরা বিশেষ পোষকতা পাইব। অতএব যত দূর সম্ভব আমারদিগকে ঐ সকল মহাবিদ্যার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

১২। যেমন ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার্থে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা আমারদের অবশ্য উচিত, তেমনি ইংরাজ-গণ এদেশের রাজা-বিধায় জীবিকা নির্ব্বাহার্থেও তাঁহারদের ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতীয় লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কালে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন দ্বারা কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় ভাষার দ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাঁহারদিগকে অগত্যা ইংরাজীতেই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া প্রয়োজন হই-তেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যেখানে সেখানে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মোপদেশক কেবল নিতান্ত প্রয়োজন-স্থলে ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ইংরাজীতে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন; কিন্তু তাদৃশ উপদেশকালে সাবধান পূর্ব্বক খৃষ্টীয় স্থুল-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক যিশুখৃষ্ট, আটোনমেণ্ট,(১) মিরাকেল্‌স্,(২) রেবেলেশন্‌,(৩) রিজরেকশন,(৪) ডে-আব-জজমেণ্ট,(৫) প্রভৃতি উৎকট বিজাতীয় শব্দ সকল ব্যবহারে

(১) প্রায়শ্চিত্ত। (২) অলৌকিক ক্রিয়া। (৩) প্রত্যাদেশ। (৪) পুনরুত্থান। (৫) রোজকেয়ামত—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদিগের শেষ বিচার দিন।

নিবৃত্ত হইবেন। বরং আবশ্যকানুসারে সেই ইংরাজী-বক্তৃতার মধ্যে—স্থানে স্থানে ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমার্থ-তত্ত্ব-প্রতিপাদক সংস্কৃত শব্দই ব্যবহার করিবেন। যথা "ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, সম-দম-বিবেক-বৈরাগ্য, জপ-তপ, সাধন, পূজা, ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়ন, যোগ, মুক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী," ইত্যাদি ইত্যাদি। এতাদৃশ ভারতীয় শব্দ ব্যবহার দ্বারা ঐরূপ বক্তৃতা কর্তৃক প্রকৃত সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত হইবেক; কিন্তু ঐ সকল ইংরাজীশব্দ-বিশিষ্ট বক্তৃতা এক প্রকার খৃষ্ট-ধর্ম্মই প্রসব করিবেক। অগ্রসর-ব্রাহ্মেরা যে খৃষ্টকে ধর্ম্ম-নায়ক করিয়াছেন এবং বাইবেল শাস্ত্রে মোহিত হইয়াছেন ইংরাজী বক্তৃতাই তাহার অন্যতম কারণ। ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্তকে ধীর-ভাবে চিন্তা কর, এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। অতএব এই কথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যেখানে শ্রোতার কেবল ইংরাজীতেই অধিকার, কেবল সেইখানেই ইংরাজীভাষায়, নচেৎ অন্যত্রে, ভারতীয় ভাষাতে উপদেশ দিতে হইবেক।

চতুর্দ্দশ-অধ্যায়।

ভ্রাতৃভাব।

১। যদিও এক এক ব্যক্তির শরীরের গঠন, মনের প্রকৃতি ও আত্মার ভাব ভঙ্গী এক এক প্রকার, তথাপি

পরস্পর সকল ব্যক্তির মধ্যেই আশ্চর্য্যতর ঐক্য বিরাজ করিতেছে। দৈহিক বিভাগে সকলেরই হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আছে, সকলেই অন্ন, জল, বায়ু, তেজ সম্ভোগকরত জীবিত থাকে এবং সকলেরই কলেবর অবশেষে ভূত পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। ঐ রূপ আধ্যাত্মিক বিভাগে সকলেরই আত্মা চেতন ও অমৃত পদার্থ এবং প্রত্যয়, প্রীতি, বিবেক, বুদ্ধি, স্নেহ, মমতায় রূঢ়ীভূত। সকল আত্মাতেই উপাসনা প্রবৃত্তি বিরাজ করে এবং সকলেই সেই অভয় পদ লাভের নিমিত্তে লালায়িত রহিয়াছে।

২। শরীর কালের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন, এজন্য অমৃত ভোজনে তাহার অধিকার নাই। এক শরীর অন্য শরীরকে প্রীতি করিতে পারে না। দুই শরীর সমসৌষ্ঠবতা ও সমশক্তি প্রাপ্ত হইলেও পরস্পর প্রীতি করে না। সুতরাং শরীরে শরীরে যতই ঐক্য হউক তাহা মূক ভিন্ন জীবন্ত নহে।

৩। কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে সাধারণ মূল ঐক্য আছে তাহা জীবন্ত। এক আত্মা অন্য আত্মাকে প্রীতি করে এবং মানবের আত্মা পরস্পর যতই সম-উন্নতিতে আরোহণ করে, ঐ প্রীতি ততই পরস্পর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

৪। শরীরে শরীরে মিল থাকিলেই যে আত্মায় আত্মায় মিল হইবে, এমত নহে। অতএব দুই জনের মধ্যে যৌবনের সমতা, সম্পত্তির সমতা, যশের সমতা, লোকবলের সমতা, ইত্যাদি বাহ্য সমতা থাকিলেই বা আত্মায় আত্মায় কিমতে মিল হইবে? তাদৃশ স্থলে যে পরিমাণ ঐক্য সম্ভব কেবল পার্থিব-রস তাহার উদ্দীপক, প্রেমরস নহে। তাহার নাম

'পার্থিব ঐক্য,'' পরমার্থক ঐক্য,' নহে। তাদৃশ ঐক্য, বালু-ভূমির উপরিস্থ অট্টালিকার ন্যায় অচিরে ধরাশায়ী হয়। কুসুমোপম যৌবনের ও সম্পত্তির সরস-কমলের পরিমল-পান জন্য প্রথমে যাঁহারা তোমার বন্ধু হইবেন, তুমি যৌবন ও সম্পত্তিহীন হইলে তাঁহারা তোমাকে সুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন এমত নহে, কিন্তু তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিবেন। নলিনী সপদে থাকিলে দিবাকর তাহাকে প্রস্ফুটিত করে, কিন্তু স্থানচ্যুত হইলে শুষ্ক করিয়া থাকে।

৫। অতএব অদ্য কল্য বাহিরে যত পরস্পর ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা পরমার্থিক নহে। যাঁহারদের মধ্যে নৃত্যগীত-রঙ্গ-রস-পান ভোজন একত্রে উপভোগ হইতেছে, কুশল জিজ্ঞাসা, অনুরোধ, উপরোধ, আদান-প্রদান প্রফুল্ল ভাবে চলিতেছে, সেখানে পার্থিব-প্রেমই বিরাজমান—পর-মার্থিক নহে। অতএব এ প্রকার প্রেমকে "ভ্রাতৃভাব" বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ প্রেমের বাঁধ আর বালুর বাঁধ সমান।

৬। আধ্যাত্মিক উন্নতির সমতা হইলেই প্রীতি ভ্রাতৃভাব নাম ধারণ করে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সমদেশে থাকেন না, মূল আধ্যাত্মিক ভাবের সাধারণ ঐক্যবশতঃ তাঁহারদেরও মধ্যে প্রীতির অসদ্ভাব নাই। তথা তাহা দয়া আর স্নেহ নামে নিম্নগামী হয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা উপাধিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে—এমন কি নরলোকের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া তাহা স্বর্গনাথের চরণ বন্দনা করে।

৭। ঈশ্বর সকলেরই পিতা—এই ভাবে ঐরূপ স্নেহ ও ভক্তির কার্য্যকে ভ্রাতৃভাব বলা যাইতে পারে। সে ভ্রাতৃভাবে আপত্তি নাই, বাধা নাই। তাহা চিরকাল আছে, ও থাকিবে।

৮। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম-উন্নতি-নিবন্ধন ভ্রাতৃভাব দুষ্প্রাপ্য। তাদৃশ সম-উন্নতি বহুলোকের মধ্যে একেবারে হয় না, সুতরাং সেরূপ ভ্রাতৃভাব সামাজিক হইতে পারে না।

৯। আধ্যাত্মিক সম-উন্নতি অত্যল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে, অতএব কেবল তাঁহারদের মধ্যেই ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু দুইজন মানবের আধ্যাত্মিক ভাব চিরকাল সম-পদে থাকে না, তজ্জন্য একবার যাঁহারদের মধ্যে সম-উন্নতি জন্য ভ্রাতৃভাব বিরাজ করে, পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়।

১০। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভ্রাতৃভাবের সুধার ধারা বহিতেছিল, কিন্তু এখন তাঁহারদের মধ্যে কি বিষম বিরোধ উপস্থিত! এখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় মনে করিতেছেন যত সম্ভবে স্বজাতীয় অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া দেশ মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য; অন্য সম্প্রদায় স্বজাতীয় সর্ব্বপ্রকার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জগতে ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

১১। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐ দুইটি দল হইয়াই যে ক্ষান্ত হইল এমত নহে। ভারতবর্ষে ও খৃষ্টরাজ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় আছে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও

কালেতে হয়ত সেই প্রকার সম্প্রদায় সকল উত্থিত হইবেক। উন্নতি কখন সমপদে স্থিরতর থাকিবে না, ভ্রাতৃভাবও কখন দৃঢ়তররূপে স্থাপিত হইবেক না, কিন্তু ঈশ্বর সকলের পিতা—এভাবে ভ্রাতৃভাব চিরকালই থাকিবে। সে ভ্রাতৃভাবের সহ কোন দলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার হিল্লোল সকলেরই হৃদয় দিয়া বহিতেছে।

১২। যে ভ্রাতৃভাব দলকে উৎপন্ন করে তাহা পরিণামে বিচ্ছেদের কারণ হয়। এক দল অন্য দলের প্রতিযোগী। সেই প্রতিযোগিতার মধ্যেই বিচ্ছেদ বিরাজ করে। যখন একদল দ্বিধা হয় তখন বিচ্ছেদ বিষতুল্য হয়। পরের সঙ্গে বিবাদ যত কষ্টদায়ক, ঘরে ঘরে বিরোধ তাহা অপেক্ষাও অধিক। দল বাঁধিলেই অন্তে ঐ ফল ফলিবে। অতএব পরস্পর আত্মায় আত্মায় যত মিলন হইবে তাহার সুধাময় ফলভোজন কর, আড়ম্বর করিয়া দল বাঁধিও না।

১৩। আদিব্রাহ্ম-সমাজে প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না; মধ্যে হইয়াছিল, এখন আবার ক্রমে ক্রমে সে ভাবের হ্রাস হইতেছে। উন্নত ব্রাহ্মেরা গৃহবিচ্ছেদে অন্য জাতির সহ ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে গেলেন, ভ্রাতৃভাব যে নাম মাত্র, প্রাচীন ব্রাহ্মেরা তাহা ঐ বিচ্ছেদগুরুর নিকট শিক্ষা করিলেন। উন্নত ব্রাহ্মেরা এক দল ভাঙ্গিয়া আবার পাকা পোক্তরূপে নূতন দল বসাইতেছেন। সূত্রপাতেই একবার খৃষ্ট লইয়া বিবাদ হইয়া, তাহা হইতে দুই একজন স্বতন্ত্র হন; কিন্তু ভবিষ্যতে যে আর কত জন স্বতন্ত্র হইবেন বলা যায় না।

১৪ । ভ্রাতৃভাব কখনও দলের আড়ম্বরে উৎপন্ন হয় না। উভয় প্রেমিকের সমান আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেই উহা গোপনে জন্মে। কিন্তু উন্নত ব্রাহ্মদিগের ভ্রাতৃভাব সে আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্য দিয়া হইতেছে না; ফলে তাহা সম্ভবও নহে। তাঁহারদের অনেকের ভ্রাতৃভাবকে পার্থিব-প্রীতিমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে, পরমার্থিক নহে। অদ্য কল্য জাতি ও যজ্ঞোপবিত ত্যাগ, পিতৃ মাতৃ-ত্যাগ, স্ত্রীগণকে ইউরোপীয় স্বাধীনতা প্রদান, ব্রাহ্ম-বিবাহ, সঙ্করবিবাহ, ইত্যাদি বাহ্যাড়ম্বর সকল ঐক্যের নিয়ামক হইয়াছে; কিন্তু পরমার্থিক-প্রীতি নহে। খৃষ্ট ও চৈতন্যকে আদর্শ করা, ইংরাজগণের আচার ব্যবহার অনুকরণ করা, হিন্দুশাস্ত্রের উপরি বাইবেলের প্রাধান্য স্থাপন করা, এই সকল ব্যাপার ভ্রাতৃভাবের জনক হইয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞান নহে। এই পার্থিব-প্রেম জনিত ভ্রাতৃভাব যে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতেছে, সেই জাতিমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তাহা স্বয়ং অচিরে তিরোহিত হইবেক।

১৫ । উন্নত ব্রাহ্মেরা ইংরাজদিগের সহিত ভারতের ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; ফলে তাহা কি কখন হইবেক? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিদেশী অপেক্ষা স্বদেশী মানবেরা অধিক অন্তরঙ্গ। সে আত্মীয়তা স্বাভাবিক। ঐ আত্মীয়তা যত দূর প্রয়োজন তাহা অগ্রে স্থিরতর রাখিয়া, ইউরোপীয়গণ এদেশীয় লোককে এবং এদেশীয় লোকেরা ইউরোপীয়দিগকে প্রীতি করিতেছেন। কিন্তু সে প্রীতি পার্থিব-রসে প্রতিপালিত। ইংরাজেরা

রাজা আমরা প্রজা—এই সম্বন্ধের মধ্যে স্পষ্টই পার্থিব-ভাব বিরাজ করিতেছে। রাজপদের অহঙ্কার তাঁহারদের অতি দূরস্থ অন্তরঙ্গের হৃদয়কেও স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে, এবং তাঁহারা এখন আমারদিগকে দোহন করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহারদের সহিত আমারদের বন্ধুত্ব কিমতে হইতে পারে? আদৌ তো আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে দিয়া সে ভ্রাতৃভাব হওয়ার সম্ভব নাই; অতঃপর উভয়জাতির স্বজাতীয় অধিকার তাহাতে বাধা-দিতেছে, ইংরাজদিগের সাংসারিক অহঙ্কার তাহার বাধা দিতেছে, আধ্যাত্মিক সমতার অভাব তাহার বাধা দিতেছে; এবং আমারদেরই যেন জাত্যাভিমান যায় নাই, তাঁহারদের জাত্যাভিমানও কি ঐ ভ্রাতৃভাবের বাধা দিতেছে না? এখন কি কেবল খৃষ্টকে অবলম্বন করিলে এবং আমারদিগের স্ত্রীগণকে তাঁহারদের বাটী লইয়া গেলেই ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবেক? উন্নত ব্রাহ্মেরা এই প্রকার যত কার্য্য করিতেছেন তাহা তাঁহারদের মতে ভ্রাতৃভাব হইতে পারে, কিন্তু আমারদের মতে নহে। সম্প্রদায় বন্ধনে, অনুকরণ করণে, বিষয়ের যোগে অথবা সম্পত্তি, যশ ও শরীরের সমতায় ভ্রাতৃভাব হয় না। ভ্রাতৃভাব এক আত্মার মধ্য দিয়া অন্য আত্মাতে প্রকাশ পায়, কেবল আত্মার ভাব সমান রূপে উন্নত হইলেই তাহা জন্মিয়া থাকে। বিদ্যা ও জ্ঞানের সমতাতেও তাহা হয় না; কেবল যে সকল আত্মা পরস্পর ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ হয়, যে সকল আত্মার স্বার্থ বিগত হয়, যাঁহারা ধন মান যশের জন্য নহে, সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার জন্য নহে, কিন্তু

কেবল ঈশ্বরকে পাইবার জন্য, কেবল ভগবানের আদেশ প্রতিপালনের জন্য সংসারধর্ম্ম পালন করেন, কেবল তাঁহারদেরই মধ্যে ভ্রাতৃভাব থাকিতে পারে। তাঁহারদের একজন পৌত্তলিক, অন্যজন ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও ভ্রাতৃভাব হয়; কিন্তু শত শত ব্রাহ্ম ত্রিংশত বর্ষ ধরিয়া দলবন্ধন করিয়াও সে দলকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং এখন যাঁহারা আবার খৃষ্টান সম্প্রদায় মতন দল বাঁধিতেছেন তাঁহারাও ছিন্ন ভিন্ন হইবেন। কেবল তাঁহারা যে পিতামাতাকে শোকাকুল করিয়া জাত্যন্তর হইলেন সেই পর্য্যন্তই তাহার ফল, সর্ব্ব-হৃদয়-তৃপ্তিকর ভগবান তাহার ফল নহেন। একদল হইতে অন্য দলে গেলে ভগবানকে অধিক পাওয়া যায় না; কিন্তু মনে করিলে কষ্ট হয়, অবশেষে হয়ত উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেরই স্বতন্ত্র বাস করাই সকল পরিশ্রমের এক মাত্র ফল হইবেক।

১৬। এই ভ্রাতৃভাব নামটি ব্রাহ্মেরা ইংরাজী 'ব্রদরহুড্' শব্দ হইতে অনুবাদিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাদৃশ অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ নাই। সুতরাং ঐ শব্দই যত অনিষ্টের মূল—উহা শীঘ্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আত্মার মঙ্গল করা, দেশের মঙ্গল করা, সকলেরই কর্ত্তব্য। শব্দ লইয়া, ও অনুকরণ করিয়া গোল করার প্রয়োজন নাই।

১৭। আমারদের ব্রহ্মজ্ঞানাবধি কনিষ্ঠোপাসনা পর্য্যন্ত যত মঙ্গলজনক ব্যবহার আছে, তদনুসারে কার্য্য কর, সকল দিগে মঙ্গল হইবেক। অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিগুলিকে বিবেক রাজার অধীনে সামঞ্জসীভূত কর, আত্মার মধ্যগত দেবা-

সুরের যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে। পরিবারবর্গকে সুশাসনের সহিত সংশোধন কর, গৃহ-বিচ্ছেদ থাকিবেক না। দুঃখজীবি মাতাপিতা স্ত্রীপুত্রদিগের জীবিকার সম্বল করিয়া দেও, পরিবারস্থ সকলের ও তোমার নিজের মন সুখে থাকিবেক। জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য কর, সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত কর। সঙ্গতি থাকে, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মালয়, দীঘি, সরোবর, পান্থশালা প্রভৃতি স্থাপন কর, সমুদয় দেশ সুখী হইবেক। আপনার যশ ত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরার্থে কর, সকলদিগে ও সকল কার্য্যে ঐক্য বুঝিতে পারিবে।

১৮। নতুবা মাতাপিতা সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার প্রতি যাঁহারদের স্বজাতীয় ঘনিষ্ঠতা আছে, তাঁহারদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া, দেশীয় দুর্ব্বলাধিকারিদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া, তুমি যে সাহেবগণের বাহ্য চাক চক্যের অনুকরণে খৃষ্টান দলের ন্যায় ব্রাহ্মদল স্থাপন করত ব্রাহ্ম-নামের অভিমান ধারণ পূর্ব্বক জন্মের মতন তাহাতে প্রবেশ করিতেছ সে কোন্ ভ্রাতৃভাব হইতেছে? তুমি ব্রাহ্ম হইয়া যে দেশের কোন উপকার করিতেছ না, আমরা তাহা বলি না, কেবল এই কথা বলি যে তুমি নিস্বার্থ ভাবে কোন উপকার করিতে পারিতেছ না। তোমার সকল কর্ম্মেই দলপুষ্টি করিবার দিগে দৃষ্টি রহিয়াছে। হা! এ সাম্প্রদায়িক ভাব কি তুমি পরিত্যাগ করিবে না? সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? আমরা এখন দেখিতেছি যে তুমি যথার্থই

খৃষ্টের শিষ্য, কারণ তুমি "শান্তি দিতে আইস নাই, কিন্তু অগ্নি দিতে আসিয়াছ*।"

পঞ্চদশ-অধ্যায়।

ইতরলোকদিগের নিমিত্তে ধর্ম্মোপদেশ প্রণালী।

১। ব্রহ্মজ্ঞানী ও দুর্ব্বলাধিকারী ভদ্রলোকদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা যে রূপে হইবেক তাহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত বলিয়াছি।

প্রথমতঃ। ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিরা পরস্পর কথোপকথন দ্বারা এক প্রকারে এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন দ্বারা অন্য প্রকারে উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ও প্রীতি শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। দুর্ব্বলাধিকারী ভদ্রসমাজের মধ্যে কথোপকথন দ্বারা এক প্রকারে, সভা করিয়া অন্য প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা শ্রোতাদিগের জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুত্বকে জাগরিত করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ। কি ব্রহ্মজ্ঞানী, কি দুর্ব্বল, সর্ব্বপ্রকার ও সকল জাতীয় লোকদিগের নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। তাহাতে সকলেরই যোগ দিবার অধিকার আছে। কিন্তু ভদ্রলোকদিগের সহ ইতর লোকদিগকে একত্রে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সুবিধা নাই। যে প্রকার উচ্চ-

---

* Mathew XI. 34 to 36. Luke XII. 49.

ভাবের কথোপকথন ও বক্তৃতাদি দ্বারা ভদ্রলোকদিগকে উপদেশ প্রদত্ত হইবেক, তাহা কখনই ইতরদিগের বোধগম্য হইবেক না। এজন্য ইতরদিগের নিমিত্তে স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন হইতেছে।

২। হিন্দুধর্ম্মের কনিষ্ঠ প্রণালী এদেশীয় ইতর লোকদিগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়াই ধর্ম্মেতে উঁহারদিগের অকৃত্রিম বিশ্বাস, এবং দেবতাতে উঁহারদিগের অটল ভক্তি। বঙ্গদেশে যত অধিক প্রকারের দেবোৎসব হইয়া থাকে, এমত ভাব আবার সমগ্র ভারতে নাই। যেমন অগণ্য নদীর অবস্থিতি জন্য বঙ্গদেশের মৃত্তিকা সর্ব্বদা রসার্দ্র থাকে, তেমনি বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, তথা যে সকল দেবোৎসব হয় তাহার প্রসাদে বঙ্গীয় ইতর হিন্দুজাতি অপরিমাণে ভক্তিরস লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের হৃদয় কখনও শুষ্ক হয় না।* এখন কিঞ্চিৎ যত্ন করিলে তেমন রসার্দ্রহৃদয়ে ভক্তি যে অধিক পরিমাণে ফলবর্তী হইবেক তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। সকলেই অবগত আছেন যে ইতর লোকের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেমন ভক্তির সহ গ্রামে গ্রামে প্রতিমা

* "I am of opinion that the peasants or villagers who reside at distance from large towns and head stations and Courts of Law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever. The virtues of this class, however, rest at present chiefly on their primitive simplicity and a strong religious feeling which leads them to expect reward or punishment for their good or bad conduct not only in the next world, but, like the ancient Jews also in this."—Rajah Rammohun Roy's Remarks on Bengalee's moral condition. (*Geographical Report of* 24 *Pergunnahs by Major Ralph Smyth* 1857.)

দর্শন করিয়া থাকে। প্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক আপনাপন হৃদয়ের কেমন সরল প্রার্থনা প্রকাশ করে। "দুর্গা মা—ছেলে পিলেকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রেখো—আমাদের পেটে অন্ন দিও।"

৪। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া ধীরভাবে তাহাদের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিলে, তাহারদিগের ঐ ভক্তি অধিক জাগিয়া উঠিবেক; তাহার আর সন্দেহ নাই। তাদৃশ ধর্ম্মোপদেশের প্রভাবে তাহাদের আরো এই উপকার হইবেক যে, কলহ, বিবাদ এবং কুপ্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে যাহা আছে তাহা ক্রমে তিরোহিত হইবেক এবং তাহারদিগের কুটিরে ঋষি-উপভোগ্য. উপাদেয় শান্তি বিরাজ করিবেক।

৫। কিন্তু তাহারদের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিয়া কেবল শুষ্ক, নীতিগর্ভ উপদেশ দিলে অথবা "পরমেশ্বর এক এবং নিরাকার" এপ্রকার সূক্ষ্ম সত্যের শিক্ষা দিলে তাহা তাহাদের হৃদয়ে লাগিবেক না। অগ্রে তাহারদিগকে বল যে, "তোমাদের স্ব স্ব দেবতার প্রতি তোমরা সর্ব্বদাই ভক্তি করিবে, কলহ বিবাদ করিলে তাঁহারা রুষ্ট হইবেন, তাহাতে তোমাদের কামনা সিদ্ধ হইবেক না, পরিবারের মঙ্গল হইবেক না;" এইরূপ কথাতে তাহাদের হৃদয় অবশ্যই সায় দিবেক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নীতিগর্ভ উপদেশ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু উন্নত উপদেশ ফলদায়ক হইতে থাকিবেক।

৬। ইতর লোকদিগকে যে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যাই-বেক তাহার মধ্যে তাহারদিগের আত্মীয় ও স্বজাতীয়

অধিকারকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করিতে হইবেক। খৃষ্টান-দিগের ন্যায় রাজপথে ও হট্টগোলের মধ্যে উপদেশ দিলে এদেশীয় ইতরলোকেরা তাহা অগ্রাহ্য করিবেক। সাদা সিধা সভা করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে কেবল বক্তৃতা করিলেও কোন কাজ হইবেক না। অতএব হিন্দুভাবে, তাহারদের মনের মতন করিয়া উপদেশ দিতে পারিলে অবশ্যই ফল হইতে পারিবেক।

৭। ইতরলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ বিস্তার করিবার নিমিত্তে আপাততঃ নিম্নস্থ প্রণালী অবলম্বন করাই বিহিত বোধ হইতেছে।

৮। ব্রহ্মবাদিব্যক্তি লোকের আত্মার মঙ্গল ও ব্রহ্ম-প্রীতি কামনায় গ্রামে গ্রামে ও ইতরলোকদিগের বাটী বাটী যাইবেন। তাহারদিগের সাংসারিক দুঃখ যাহাতে দূর হয় তাহার যত্ন করিবেন ও তদ্বিষয়ে সদুপদেশ দিবেন। নিষ্ঠুর জমীদার ও পুলিসের লোকেরা দুঃখী লোকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচার করে। অতএব দেশের শুভা-নুধ্যায়ী ব্রহ্মজ্ঞানী সাধ্যমত মীমাংসা দ্বারা তাহা নিবারণ করাইবেন। প্রজারা প্রায়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক জমীদারের কর দিতে চাহে না। যখন যে টাকা পায় আপনারা খাইয়া ফেলে, অথবা জমীদারের আমলাদিগকে উৎকোচ দিতে তাহারদের সর্ব্বস্ব যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী ধীর ভাবে এসকল অন্যায় ব্যবহার নিবারণ করিবেন। তাঁহাকে সর্ব্বতো ভাবে উহারদিগের ধর্ম্মোপদেশক ও উপকারক হইতে হইবেক। কিন্তু যদি ধর্ম্মোপদেশ ত্যাগ করিয়া কেবল ঐরূপ উপকার

করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত একজন বানিকারী বা মোক্তারের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, এবং ক্রমেই পাপ আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে থাকিবেক।

৯। ব্রহ্মবাদী - উপদেশক ইতরলোকদিগের বালক বালিকাগণকে ভাল বাসিবেন। তাহারদের শিশুগণের হস্তে মিষ্টান্ন, ফল, পয়সা, খেলাবার পুত্তলিকা ও চিত্তরঞ্জক কণ্ঠহার, বলয়, প্রভৃতি অলঙ্কার দান করিবেন। সম্ভব হইলে তাহাদের বস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়া দিবেন। আপনি তাহাদের নিকট হইতে বিনা মুল্যে কোন খাদ্যদ্রব্য লইবেন না।

১০। ব্রহ্মবাদী উপদেশক যে গ্রামে যে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন শ্রমোপজীবি লোকেরা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তি দূর করিবে, সেই সময়ে তিনি তাহারদিগকে একত্র করিয়া মহাভারত রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও অন্যান্য পুরাণের বিশ্বাসযোগ্য, সম্ভবপর কথা সকল শুনাইবেন। অসম্ভব কথা সকলে তাহারদের অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন, এবং তাহার মধ্য-হইতে ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের ক্ষয় স্পষ্ট স্পষ্ট দেখাইয়া দিবেন। ভক্তির যে কত গুণ; ভক্তিতে যে কত শীঘ্র ভগ-বানকে লাভ করা যায়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবেন। এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর, পরকাল, ও ইহকাল সম্বন্ধে যত ধর্ম্ম-বিষয়ক সত্য সহজ ও সাধারণ, তাহা তাহারদিগের ধারণাশক্তির উন্নতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দিবেন।

১১। ইতর লোকদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করার ইচ্ছা হইয়া থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে নিকট নিকট ২।৩ খানি গ্রামের তাদৃশ লোকদিগের নিমিত্তে লেখা পড়া শিক্ষা করিবার কোন রূপ উপায় করিয়া দিবেন। রাত্রিকাল তাদৃশ শিক্ষার উত্তম-কাল হইবেক। সেখানে তাহারদিগেরই আবশ্যক মত লেখা পড়া শিখাইবেন। জমীদারের সঙ্গে সংশ্রব নাই এমত লোক প্রায় নাই। অতএব উক্ত প্রকার লোকদিগকে রাজা-প্রজা সম্বন্ধীয় আইনের তাৎপর্য্য, তাহা অমান্যের প্রতিফল, কেমন করিয়া খাজানা দাখিল করিতে হয়, কিপ্রকার পরীক্ষাসহকারে দাখিলা বা রসিদ লইতে হয়, কেমন করিয়া দরখাস্ত লিখিতে হয়, কেমন করিয়া সীমা বিবাদ মিটাইতে হয়—এইসকল অধিক শিক্ষা দিবেন। নতুবা বারি-বিজ্ঞান আলোক-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি মহাবিদ্যা শিক্ষা দিবার তথা প্রয়োজন নাই। যে যে স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায় অধিক প্রচলিত তথা তদনুযায়ী শিক্ষাই অধিক দেওয়া উচিত এবং ভিক্ষুক বৈষ্ণবদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহারদিগকে কোন ব্যবসায় বা কৃষিকর্ম্মে ব্রতী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবাদী স্বীয় ব্যবহার ক্ষেত্রে এই সকল কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। নতুবা কেবল ব্রহ্মনাম ধ্যান করিলে, বা মৃদঙ্গ বাজাইয়া নৃত্য করিলে শেষে দেশশুদ্ধ ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইবেক।

১২। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ইতরদিগের এক গ্রামে গিয়া ঐরূপ পরমোপকার-জনক কার্য্যারম্ভ করিলেই দেখিতে

পাইবেন চতুর্দ্দিগস্থ গ্রাম পল্লি হইতে শ্রমোপজীবি লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে বেষ্টন করিবেক।

১৩। অদ্য কল্য বঙ্গদেশের সকল প্রধান গ্রামেই দুই একজন করিয়া ব্রাহ্ম আছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে মানবের এই অধিকারতত্ত্বের রসজ্ঞ হন এবং কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকার করিয়া লোকের অধিকারের অনুযায়ী এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ ও দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করেন। তাদৃশ অধিকারতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করেন তাহার চতুর্দ্দিগের ৫। ৭ খানি গ্রাম লইয়া তিনি অনায়াসে অপর ব্রহ্মোপাসক, ভদ্র-দুর্ব্বলাধিকারী এবং ইতরালাক-দিগের মধ্যে যাঁহাদের যেমন অধিকার তাহারদিগকে সেই প্রকার উপাসনা শিক্ষা, উপদেশ দান ও উপকার করিতে পারেন। সৌভাগ্য ক্রমে যে সকল অধিকারতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যকীয় গৃহব্যয় নির্ব্বাহের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা অবশ্যই ঐরূপে আপনারদের সময় ব্যয় করিতে পারেন। আর যদি সঙ্গতির অভাবে তাঁহাকে দূরদেশে গিয়া কর্ম্ম করিতে হয়, তবে সেই খানেই যত দূর সম্ভবে এরূপ উপদেশাদি দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। যে প্রকারেই হউক লোকের ধর্ম্মভাব ও ভক্তি শ্রদ্ধার উন্নতি করিতেই হইবেক।

১৪। ইতরলোকদিগকে মানুষ করিবার নিমিত্তে উপরে যে উপায় বলা গেল তদ্ব্যতীত ক্রমে আরো দুই এক প্রকারের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবেক।

১৫। এই সকল উপায় প্রবঞ্চনা বা শঠ কৌশল নহে। যদি খৃষ্টান করিয়া আনার ন্যায় লোকদিগকে ব্রাহ্মদলে আনার উপায় স্বরূপে ঐ সকল উপায় অবলম্বিত হইত, তবে তাহা অবশ্যই প্রবঞ্চনা বা শঠ কৌশল বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্তু যখন তাঁহারদের ধর্ম্মের মধ্যে দিয়া, তাঁহারদের স্বজাতীয় অধিকার রক্ষা করিয়া, ধর্ম্মভাবের উন্নতি করিবার উদ্দেশে, উক্ত উপায় সকল অবলম্বিত হইবেক এবং যখন তাহা প্রত্যেকের আত্মার গ্রাহ্য, তখন তাহা মহাপুণ্য কর্ম্ম তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট।

১। এই অধিকারতত্ত্বে যাহা লিখিত হইল তাহা কার্য্যে পরিণত করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। এক জনকে তুমি খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বল, দেখিবে তাহাতে কত তর্ক, কত বিবাদ উপস্থিত হইবে। তর্ক ও বিবাদে কত অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবেক, বাহিরের কোলাহল আসিয়া হৃদয়কে মহা মোহে আচ্ছন্ন করিবেক; তখন তুমি হৃদয়স্থিত ধর্ম্মের আদেশ সমূহের অবমাননা করিতে ত্রুটি করিবে না। কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তুমি মনুষ্যকে শুদ্ধ ধার্ম্মিক হইতে বল, তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে উৎসাহ দেও, দেখিবে তোমার কথা কেহই ঠেলিতে পারিবেন না। 'আমি বেশী বুঝি, অতএব আমার মতে সকলে আসুক' ধর্ম্ম প্রচারের এই উপায়কে অভিমানমূলক জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবেক। তৎপরিবর্ত্তে বলিতে হইবে যে তুমি ঈশ্বর ও ধর্ম্মের যৎপরিমাণ ভাব আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসের দ্বারা বুঝিতে পার, দৃঢ় মনোযোগের সহ ভগবানের তৎপরিমাণ পূজা ও ধর্ম্মের আচরণ করহ। একথা অবহেলন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। প্রত্যেক মানবের আত্মা এইরূপই চাহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিরাও কেহ কেহ এখন কহিতেছেন যে বিবেকের গ্রাহ্যধর্ম্মই ভবিষ্যতের খৃষ্ট-ধর্ম্ম হইবেক, কিন্তু ধর্ম্মোপদেশকের ধর্ম্ম

নহে। প্রত্যেকে আপন আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে যদি জগদীশ্বরের আরাধনা ও ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহা হইলেই প্রচুর লাভ হইবেক। তাদৃশ পূজা ও ধর্ম্মকার্য্য যতই কেন অসম্পূর্ণ হউক না, তদ্দ্বারা প্রত্যেকের আত্মাই যে উন্নতির সোপানারূঢ় হইবেক, তাহার আর সন্দেহ নাই। মানবকে লইয়াই ধর্ম্ম, মানবকে লইয়াই জগত। মানব যদি ধার্ম্মিক হয়, তবে জগতেরও অশেষ কল্যাণ হইবেক; ধর্ম্মও জাগ্রত হইয়া উঠিবেক।

২। কোন এক সম্প্রদায় ভুক্ত না হইলে, বা কোন এক সম্প্রদায় নির্ম্মাণ না করিলে মানব কি ধার্ম্মিক হইতে পারে না? খৃষ্টান হইবার অপেক্ষায় কি ধর্ম্মের আচরণ ও ঈশ্বরের পূজা স্থগিত থাকে? কখনই নহে। ভগবান সকলেরই হৃদয়ের প্রিয় ধন, তাঁহার পূজায় যাহার যেমন সাধ্য তাহার তেমনি আচরণ। তথাপি লোকের অহঙ্কারকে ধন্য। খৃষ্টান বলেন "তুমি যত দিন খৃষ্টান না হইবে, তত দিন ভগবানের পূজার উপযুক্ত নহ।" মুসলমান বলেন, "তুমি যত দিন মুসলমান না হইবে তত দিন কাফর্ থাকিবে।" এখন খৃষ্টানদিগের দেখাদেখি ব্রাহ্মেরাও অনেকে বলিতেছেন, "তুমি যত দিন ব্রাহ্মদলে না আসিবে, তত দিন পাপের পথে ভ্রমণ করিবে।" আশ্চর্য্য কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম! ইহা কোন খৃষ্টানকে হিন্দু করিতে চাহে না, কোন মুসলমানকে হিন্দু হইতে বলে না, আপনার বক্ষঃস্থিত শতশত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাকেও আপন শাখা ত্যাগ করিয়া শাখান্তরীয় মত অবলম্বন করিতে অনুরোধ করে না,

কিন্তু যাহার যেমন ধারণা-শক্তি ও অধিকার তাহাকে তাহারই মধ্য দিয়া উন্নত হইতে আদেশ করে।

৩। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মলাভই হিন্দুধর্ম্মের চরম শিক্ষা। লোক যাহাতে অন্তে সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে, তাহাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা চূড়ান্ত মুক্তি হয় না। হিন্দু-ধর্ম্মের এই জ্বলন্ত আদেশ। ব্রহ্মই হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ। কিন্তু অধিকারী ভেদে পন্থা নানাবিধ। সেই রাজ রাজেশ্বরের ভবনে যাইবার কেবল একটি সঙ্কীর্ণ পথ নহে। এমন নহে যে একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ, হয় খৃষ্ট নয় মহম্মদ, নয় চৈতন্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রহ্মপুরে গিয়াছে। ব্রহ্মদ্বার অবারিত। একটি মাত্র দ্বার, আর তাহাই অবারিত এমত নহে; কোন এক নিকেতনের লক্ষ লক্ষ দ্বার অবারিত থাকিলে "অবারিত" শব্দের যে ভাব পাওয়া যায়, ব্রহ্মদ্বার সেইরূপ মহা অবারিত। জগতে যত মানব ছিলেন, আছেন ও হইবেন, ব্রহ্মনিকেতনের তত গুলি দ্বার, তথায় উত্তীর্ণ হইবার ততগুলি পন্থা। ততগুলি পন্থা যুগপৎ খৃষ্টের গ্রিজা বা মহম্মদের মস্‌জিদ্ হইতে বাহির হয় নাই; কিন্তু তাহার প্রত্যেক পন্থা প্রত্যেক মানবের আত্মা হইতে বাহির হইয়া সেই পরমাত্ম-পুরের এক একটি দ্বারে সংলগ্ন হইয়াছে।

৪। অতএব প্রত্যেক মানব যাহাতে সেই আপন অপন পন্থাদ্বারা ব্রহ্মনিকেতনে গমন করেন, তদ্বিষয়ে এখন যথোচিত উৎসাহ দিতে হইবেক। কিন্তু পন্থাতে কেহ গোলমাল না করেন, বসিয়া না থাকেন, নিদ্রা না যান, ক্রীড়া না করেন,

এবং পন্থাকেই নিকেতন মনে না করেন,এমত উপদেশ বিশেষ করিয়া দিতে হইবেক। যাঁহারা ব্রহ্ম-নিকেতনে যাইতে চাহেন না, তাঁহারা যাহাতে যান তাহা করিতে হইবেক। বৃথা তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিবার ফল নাই। তোমার আপন জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত তর্ক করা প্রয়োজন হয়, সরল ভাবে করিবে; কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের সময় তর্ক ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মকথাই কহিবে।

৫। যাঁহারা বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আবহমান কালের হিন্দু সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া অভিনব ব্রাহ্মজাতি সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম অভিমান চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে, বহুতর নূতন প্রকার সাংসারিক ব্যাপারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। যজ্ঞোপবীত ত্যাগ, সঙ্কর-বিবাহ, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন, সমারোহের সহিত নগরকীর্ত্তন, দম্ভের সহিত ইংরাজী বক্তৃতা করা, গর্ব্বের সহিত স্ত্রীলোক-দিগকে প্রকাশ্য সভায় লইয়া যাওয়া, খৃষ্টকে অনুকরণ করা, এই সকল কার্য্যে তাঁহারা যে প্রকার বিব্রত হইয়াছেন, তাহা অনুক্ষণ কেবল আন্তরিক পৌত্তলিকতা, স্থূলতা, আবদ্ধতা, চপলতা ও অহঙ্কারের পরিচয় দিতেছে। ঐ সকল ব্যাপারই মুখ্যকল্পে তাঁহারদের ভাবনা, ধ্যান, ধারণা ও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতধর্ম্ম তাঁহারদের হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছে। হৃদয় হইতে তাহা অবিমিশ্র স্বাভাবিক শক্তিতে প্রচারিত হইতে পারিতেছে না। সত্য বটে, তাঁহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে অন্ন ভোজনার্থে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যে দুগ্ধপোষ্য

শিশু উপবাসী আছে, তাহার জন্য দুগ্ধের আয়োজন করেন নাই।

৬। অতএব সম্প্রদায় সকল যেমন আছে তেমনি থাকুক, জাতিমর্য্যাদা যাহা আছে তাহাই থাকুক, ব্রাহ্মণেরা যেমন যজ্ঞোপবীত পরিতেছেন তেমনি পরুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে, কাল-সহকারে আপনা আপনি অথবা হিন্দু সমাজের যত্নে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় হউক। এই সর্ব্বপ্রকার ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া, অথচ প্রত্যেকের আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকারের মধ্য দিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ও যতদূর সুবিধা হয় প্রত্যেক মণ্ডলীকে, কেবল ধর্ম্মকার্য্যে ও ভগবানের পূজায় ব্রতী করাই আমারদিগের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অতি মহান্ ও নিঃস্বার্থ, অতি উদার ও পবিত্র, যুক্তিসিদ্ধ ও আত্মার গ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এবং গ্রাম্য ও বন্য অন্য কোন জাতির ইহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই। দোল, দুর্গোৎসব যেমন হইতেছে, তেমনি হইতে থাকুক, গুরু পুরোহিতগণের ব্যবসা যেমন আছে তেমনি চলুক, সার কথা এই যে সকলে ধার্ম্মিক হউন ও ক্রমে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনয় আরোহণ করুন।

৭। এই প্রস্তাবে যাহা প্রকটন করিলাম তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এতদনুসারে কার্য্য করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। কেবল একমাত্র শক্তকথা এই যে, সে কার্য্য করিতে কে ব্রতী হইবেন? চতুর্দ্দিগে বিষয়-ব্যাপারে লোক সকল জড়িত হইয়া আছেন।

যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারাও পুত্তলিকা পূজায় উৎসাহ দেওয়া পাপ বলেন। পুরোহিতগণের শাসনভয়ে সকল সম্প্রদায়ের লোক যেমন অস্থির আছেন, সেইরূপ আজ কাল, শান্তিপ্রদ ব্রাহ্মসমাজের মধ্য হইতে হৃদয়-দগ্ধকর মহত্ত্বয় সকল উত্থিত হইয়া শত শত ব্রাহ্মকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা একপ্রকার নৈরাশ হইয়াছি। তথাপি আমাদের মনে নিঃস্বার্থ আশা হইতেছে যে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যকার ও বাহিরের অনেক ব্রহ্মবাদী হৃদয়ের সহিত এই প্রস্তাবে অভিমত দিবেন। এমত অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা এই প্রকার উদার ভাবের ভাবুক এবং এতদনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন। অতঃপর এমত অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা এখন ব্রাহ্ম সমাজের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিতেছেন। অনেকে ব্রাহ্মসমাজের শাসনভয়ে, বাহিরে পুত্তলিকা পূজায় সাহায্য করাকে পাপ বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহারদের হৃদয় তাহাকে সেরূপ পাপ বলিয়া বুঝিতেছে না; তাঁহারদের হৃদয় হয় ত সর্ব্বলোকের যথা অধিকার ধর্ম্মোন্নতির কামনা করিতেছে; এমন ব্রাহ্ম হয় ত অনেক আছেন যাঁহারা দ্বিবিধ আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া অপার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। একদিগে ব্রাহ্ম-সমাজের ভয়ে, ব্রাহ্মনামের অনুরোধে, যজ্ঞোপবীত, জাতি ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিগে পরম প্রিয়তম-ঈশ্বর-দত্ত স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। এই বিরুদ্ধঘটনা-চক্রে পড়িয়া তাঁহারা ঈশ্বরের

মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না। অনেকে মনে করিতে-ছেন "ঈশ্বরের জন্য সব পরিত্যাগ করা যায়।" অতএব সব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হওয়া বিধেয়; আবার ভাবি-তেছেন যে যাহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের ভয়ে ও অনুরোধে, ব্রহ্মের অনুরোধে নহে; তাঁহারদের হৃদয়ই সে কথার প্রমাণ দিতেছে। এমন লোক হয় ত অনেক আছেন যাঁহারদের হৃদয় ব্রহ্ম-জ্ঞানে আলোকিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের বিজাতীয় ভাবগতিক দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। এই সর্ব্ব প্রকার লোককেই আমরা এই প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে উপদেশক পদে মনে মনে নিঃস্বার্থ ভাবে বরণ করিলাম। তাঁহারাও দেখিবেন যে ঈশ্বর তাঁহারদিগকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব আমরা বিনীত ভাবে পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি এবং এই অধিকার-তত্ত্ব দ্বারা তাঁহারদের বিবেক-শক্তির সম্মুখে নিম্নস্থ কতিপয় সংক্ষেপ ব্যবস্থা উপস্থিত করিয়া দিতেছি।

ব্যবস্থা।

১। যাহার যেমন ধারণা তিনি পরমেশ্বরকে তেমনি পূজা করিবেন, তাহাতে পাপ নাই।

২। ঐরূপ অধিকার অনুসারে যাহারা পুত্তলিকা পূজা করেন, তাঁহারদের তাহাতে পাপ নাই। যে প্রচারকেরা

তাহাতে সাহায্য করিবেন, তাঁহারদেরও তাহাতে পাপ হইবেক না।

৩। আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকার অনুসারে, অন্য-দেশীয় ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে লোকে আত্মার গ্রাহ্যধর্ম্ম বা স্বজাতীয় ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী থাকিতে পারে; তাহাতে পাপ নাহি।

৪। সাধারণতঃ সেইরূপ আত্মীয় ও স্বজাতীয় অধিকার অনুসারে এবং বিশেষতঃ জ্ঞানধর্ম্মে হিন্দু শাস্ত্রের ঔদার্য্য, প্রাচীনতা, ও প্রাধান্য বশতঃ ভারতবর্ষীয় লোকেরা হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া উন্নত হইবার অধিকার রাখেন, তাহা পাপ নহে, এবং তাহাতে যে প্রচারক সাহায্য করিবেন তাঁহারও পাপ হইবেক না।

৫। হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় শাখাই ব্রহ্ম-জ্ঞানের সোপান; কিন্তু উপদেশ অভাবে লোকেরা সেই সোপানেই অবস্থিতি করিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিতে পারিতেছে না। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে। এখন উপদেশের প্রয়োজন। সবলাধিকারী হইয়া যিনি তাহা না করিবেন বরং তাঁহার পাপ হইবেক।

৬। যাঁহার যেমন অধিকার তাঁহাকে তদনুযায়ী উপ-দেশ না দিয়া যে প্রচারক তাঁহাকে কেবল আপন দলে আনি-বার উদ্দেশে তদপেক্ষা অল্প বা উচ্চ ধর্ম্মের উপদেশ করিবেন, তাঁহার বরং তাহাতে পাপ হইবেক।

৭। হে ব্রহ্মজ্ঞ মহোদয়গণ! আপনারা এখন ব্রাহ্ম-নামের অভিমান, ব্রাহ্মদিগের ভয়, ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধ,

ব্রাহ্মসাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের মধ্যে শান্তিপ্রদ ধর্ম্মোপদেশ বিস্তার করিতে থাকুন। বিনা আশঙ্কায় ব্রাহ্মসমাজে গিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুন, বিশেষ যত্নের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সমূহকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাধিকারের পোষক করিয়া তুলুন এবং গৃহের পৌত্তলিক পরিবারকে পৌত্তলিক ধর্ম্মের আচরণে নির্ভয়ে উৎসাহ দান করত ক্রমে অধিকারের উন্নতি অনুসারে তাহারদিগকে মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত করুন। তাহা হইলেই চতুর্দ্দিগে কেবল ধর্ম্মই বিস্তার হইতে থাকিবেক—চতুর্দ্দিগেই ব্রহ্মজ্ঞানের পথ মুক্ত হইবেক, ও চতুর্দ্দিগ ধন, ধান্য, শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবেক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্পূর্ণ।

Printed for the Author and publisher by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazaar Street, Calcutta.